উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮২,১৮০.৪৭ (-১০৬৫.৭১)

নিফটি : ২৫,২৩২.৫০ (-৩৫৩.০০)

বেনারসের ঘাটে পিএ-কে বিয়ে হিরণের বিস্ফোরক আগের স্ত্রী

নবীনই আমার বস, মন্তব্য নমোর ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
২৭° / ১২°	২৮° / ১১°	২৮° / ১১°	২৫° / ১৩°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন

সিঙ্গুরে পালটা সভা মমতার ৭

৭ মাঘ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 21 January 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 243

রাজগঞ্জে জয়েন্ট বিডিও-কে দায়িত্ব

পূর্ণেন্দু সরকার ও রামপ্রসাদ মোদক

জলপাইগুড়ি ও রাজগঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : খুনে অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মন আর রাজগঞ্জের বিডিও'র দায়িত্বে নেই। সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়ার পর সোমবার রাতেই জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন ওই ব্লকের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাজের দায়িত্ব দিল জয়েন্ট বিডিও সৌরভকান্তি মণ্ডলকে। যদিও প্রশান্তকে বিডিও'র পদ থেকে সরানো হল কি না কিংবা প্রশাসনিক কাঠামোয় তাঁর এখনকার অবস্থান কী, তা স্পষ্ট নয়।

জেলা প্রশাসনের কোনও আধিকারিক এব্যাপারে কথা বলতে চাননি। জেলা শাসক শামা পারভিন স্পষ্ট কিছু বলেননি। প্রশান্তর অবস্থান জানতে চেয়ে মোবাইলে মেসেজ পাঠানো হলেও তিনি নিরুত্তর ছিলেন। সোমবার রাতের নির্দেশ অনুযায়ী মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে

বিডিও'র পদ কি গেল? চুপ প্রশাসন

দায়িত্বভার নেন এতদিন জয়েন্ট বিডিও পদে কর্মরত সৌরভ।

সৌরভ বলেন, 'জেলা প্রশাসনের নির্দেশে আমি রাজগঞ্জের বিডিও'র দায়িত্বভার নিয়েছি। জেলা প্রশাসনের পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আমি এই দায়িত্বে বহাল থাকব। কোনওরকম চাপ মনে হচ্ছে না। বিডিও ছুটিতে থাকলে অনেক সময় জয়েন্ট বিডিওকে দায়িত্ব সামলাতে হয়। জেলা প্রশাসনের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করব।'

অন্যদিকে, প্রশান্ত এখনও উধাও। সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে ২৩ জানুয়ারির মধ্যে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছে। এব্যাপারে এবং তিনি এখন সরকারি কাজে আছেন কি না জানতে চেয়ে ফোন করা হলে তিনি সাড়া দেননি। মেসেজ পাঠানো হলেও জবাব দেননি। তিনি ছুটিতে আছেন কি না, সে ব্যাপারেও নীরব প্রশাসন।

জেলা শাসকের নির্দেশ অনুযায়ী রাজগঞ্জ ব্লকের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতেই জয়েন্ট বিডিওকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্ট আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়ার দিন থেকে প্রশান্ত নিখোঁজ।

এরপর আটের পাতায়

দুর্নীতির মহাভারত

আইনের চোখে তিনি খুনের আসামি। পলাতকও বটে। রাজগঞ্জের কীর্তিমান বিডিও আদৌ আত্মসমর্পণ করবেন কি না, তা লাখ টাকার প্রশ্ন। এরমধ্যেই সামনে আসছে তাঁর আরও নতুন কীর্তির কথা।

নিয়ম ভেঙে আইনের ডিগ্রি প্রশান্তর

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

- ৭৫ শতাংশ উপস্থিতির নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এলএলবি এবং এলএলএম-এর ডিগ্রি
- অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়জিৎ চৌধুরীর কলেজ থেকেই বিধি ভেঙে ডিগ্রি
- আইন ভেঙে একইসঙ্গে পিএইচডি'র কোর্স ওয়ার্ক এবং এলএলবি, দুটি রেগুলার কোর্সে পড়াশোনা

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে অপহরণের পর খুন করে দেহ লোপাটের চেষ্টায় অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মন হাত পাকিয়েছেন শিক্ষা দুর্নীতিতেও। নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একের পর এক আইনের ডিগ্রি হাতিয়েছেন কীর্তিমান বিডিও। আর প্রশান্তর কুকর্মে নাম জড়াল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়জিৎ চৌধুরীর। জয়জিৎ শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার যে আইন কলেজের চেয়ারম্যান সেই কলেজ থেকেই বিধি ভেঙে ইতিমধ্যেই রেগুলার কোর্সে তিন বছরের এলএলবি ডিগ্রি পেয়েছেন প্রশান্ত। সেখান থেকেই বর্তমানে এলএলএম (রেগুলার কোর্স) পড়ছেন তিনি।

সংশ্লিষ্ট আইন কলেজটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুসারে সংশ্লিষ্ট কোর্সগুলিতে পরীক্ষায় বসতে হলে প্রতি সিমেস্টারে কমপক্ষে ৭৫ শতাংশ উপস্থিতি জরুরি। বিডিও'র মতো গুরুত্বপূর্ণ আমলার দায়িত্ব সামলে প্রশান্ত যে ৭৫ শতাংশ ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন না তা বুঝতে রকেট সায়েন্সের প্রয়োজন হয় না। কেন বারবার বিধি ভেঙে প্রশান্তকে পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হল তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। ডব্লিউবিসিএসে নম্বর কেলেঙ্কেরিতে অভিযুক্ত প্রশান্ত আদৌ পরীক্ষায় বসেছিলেন নাকি পরীক্ষা না দিয়েই সার্টিফিকেট পেয়ে গিয়েছেন তা তদন্ত করে দেখারও দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। এলএলএমের প্রথম এবং দ্বিতীয় দুই সিমেস্টারের পরীক্ষা দিয়ে পাশ মার্কশিটও পেয়ে গিয়েছেন প্রশান্ত (রোল নম্বর- ২৪১০২৩১৪০০০৪, রেজিস্ট্রেশন নম্বর- ০৮১১৪০৬০১০০০৯)। প্রথম সিমেস্টারে তাঁর এসজিপিএ-৯.১৩ এবং দ্বিতীয় সিমেস্টারে ৮.৬৩। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর, ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে এলএলএমের তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা শুরু হবে। ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে চলবে ফর্ম ফিলআপ। ফেরার প্রশান্ত সেই পরীক্ষায় বসতে পারবেন কি না তা নিশ্চিত নয়।

এরপর আটের পাতায়

জয় জয় দেবী...

ট্রেন-যাত্রার অপেক্ষায় সরস্বতী প্রতিমা। রায়গঞ্জ স্টেশনে মঙ্গলবার। ছবি : শুভঙ্কর সরকার

শুধু নেতার বাড়িতে 'উন্নয়নের পাঁচালি'

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২০ জানুয়ারি : রাজ্য সরকার যখন 'উন্নয়নের পাঁচালি' কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় দিনহাটা-১ ব্লকের পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় উঠে এল ভিন্ন ও বিতর্কিত ছবি। অভিযোগ উঠেছে, সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষের বদলে পৌঁছে গিয়েছে শাসকদলের নেতার বাড়িতে।

দিনহাটা-১ ব্লকের পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের জমাদারবস এলাকায় ৬/২৩০ নম্বর বুথে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি করুণাকান্ত রায়ের বাড়িতে গেলেই চোখে পড়ে একাধিক সোলার লাইট এবং একটি সোলার চালিত পানীয় জলের পাম্প। বাড়ির উঠোনে একটি সোলার লাইট স্থায়ীভাবে বসানো রয়েছে, অপর একটি লাইট পড়ে রয়েছে উঠোনের মাঝখানে। এই উঠোনেই রয়েছে পানীয় জলের পাম্প।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িটি প্রায়শই তালাবন্ধ থাকে।

মাসে দু'-তিনবার করুণাকান্ত সেখানে যান। অথচ প্রায় পাঁচ বছর ধরে রাতেরবেলা ওই বাড়ির উঠোনে নিয়মিত জ্বলে ওঠে সোলার লাইট। এলাকাবাসীদের সঙ্গে কথা বললে কেউই প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাননি। তবে পানীয় জলের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে স্থানীয় এক ব্যক্তি জানান, জল দরকার হলে ওই বাড়ির ভেতর থেকেই নিতে হয়।

বছর পাঁচেক আগে সরকারি প্রকল্পের আওতায় প্রায় চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওই সোলার পাম্প বসানো হয়। সেই সময় করুণাকান্ত রায় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ছিলেন। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, সাধারণ মানুষের জন্য নির্ধারিত প্রকল্প হলেও তা বসানো হয়ে শাসকদলের নেতার ব্যক্তিগত বাড়িতে, যা সম্পূর্ণভাবে অনৈতিক। অভিযোগ ওঠে, তৃণমূল নেতা প্রভাব খাটিয়ে সরকারি প্রকল্পকে নিজের বাড়িতে বসিয়েছেন।

এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি বিরাজ বসু অভিযোগ করেছেন, 'তৃণমূল উন্নয়নের কথা বলে।

এরপর আটের পাতায়

ফের নিষিদ্ধ চোপড়ার স্যালাইন

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : বাংলায় তৈরি স্যালাইন গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ফের 'পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস'-এর তৈরি রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইনকে নিষিদ্ধ তালিকায় স্থান দিল।

পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার সংস্থা। গত বছর মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে এক প্রসূতির মৃত্যু ও কয়েকজনের অসুস্থ হওয়ার পর অভিযোগের আঙুল উঠেছিল ওই সংস্থার তৈরি স্যালাইনের দিকে। শেষপর্যন্ত তখন স্যালাইনটি নিষিদ্ধ করে স্বাস্থ্য দপ্তর।

এক বছর পরেও কিন্তু স্যালাইনটি গুণমানে উতরোতে পারল না। স্বাস্থ্য দপ্তর সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, গুয়াহাটির ল্যাবরেটরিতে 'পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস'-এর তৈরি ০৩বি৩৯১১ ব্যাচের রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইন গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। ফলে স্যালাইনটি নিষিদ্ধ তালিকাতেই থেকে গেল। যদিও রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের অবশ্য বক্তব্য, 'আমি এবিষয়ে মন্তব্য করব না। সবটাই দপ্তরের সিদ্ধান্ত।'

স্বাস্থ্য দপ্তরের এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের ওষুধ শিল্পে বড় ধাক্কা সন্দেহ নেই।

এরপর আটের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

ছেলেদের নোটিশ, আতঙ্কে বিষপান বৃদ্ধের

নয়ারহাটে নান্দিনা গ্রামে চাঞ্চল্য

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২০ জানুয়ারি : পরিবারের পাঁচ ছেলের নামেই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি বা তথ্যে অসংগতির অভিযোগ। ভিনরাজ্যে থাকা সেই ছেলেদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে। এমনই আশঙ্কা করে ষাটোর্ধ্ব এক ব্যক্তি আতঙ্কে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করলেন বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার দিনহাটা-২ ব্লকের নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের নান্দিনা গ্রামের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

এদিন সকালে পরিবারের সদস্যরা ওই বৃদ্ধকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরবর্তীতে শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে তাঁকে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এসআইআর-এর নোটিশ পাওয়ায় আতঙ্কের জেরেই তিনি ওই ঘটনাটি ঘটিয়েছেন বলে সেখানে বেড়ে শুয়ে এই বৃদ্ধ কোনওমতে জানান। ওই ব্যক্তির ভাই জানান, পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে দাদার পরিবারের সবাই এই মুহূর্তে বাইরে রয়েছেন। তাঁদের সকলের নামেই শুনানির নোটিশ আসায় ওই ব্যক্তি আতঙ্কে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন বলে তাঁর দাবি।

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধিন বৃদ্ধ।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের দিকে তোপ দেগেছেন। তাঁর কথায়, 'এসআইআর আতঙ্কে গোটা রাজ্যে অনেকেই আত্মঘাতী হয়েছেন বা আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করছেন। প্রতিটি ঘটনার জন্য নির্বাচন কমিশনই দায়ী। আত্মহত্যা এবং আত্মহত্যার প্ররোচনার দেওয়ার অভিযোগে কমিশনের বিরুদ্ধে পুলিশের মামলা করা উচিত।' অন্যদিকে, বিজেপির জেলা কমিটির সহ সভাপতি বিরাজ বসু বললেন, 'এভাবে বক্তব্য দিয়ে মন্ত্রীই আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন। এভাবে ওঁর রাজনীতি করা মোটেও উচিত নয়।'

এমাসের শুরুতেই ওকরাবাড়ির ফলিমারিতে এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী হওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে ফের নতুন করে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হাসপাতালে আসা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য দেবাশিস বর্মনের কথায়, 'কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গুলিহেলনেই নির্বাচন কমিশন সাধারণ মানুষকে হয়রান করছে। আতঙ্কে অনেকেই মৃত্যুর পথ বেছে নিচ্ছেন।' সংশ্লিষ্ট ৭/১৬৫ অংশের বিএলও ইমরান হোসেনের অবশ্য বক্তব্য, 'ওই বৃদ্ধের নামে কোনও শুনানির নোটিশ আসেনি, তবে তাঁর পাঁচ ছেলের নামে এসেছে।' নামের বানানে ভুল থাকার কারণেই এই নোটিশ বলে তিনি জানিয়েছেন।

পদ্মবনে ঘাসফুল চাষে উন্নয়নে নজর

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে মাদারিহাট

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২০ জানুয়ারি : ২ কোটি ৬৭ লক্ষ ৯৯ হাজার ১২১ টাকায় তৈরি পেভার্স ব্লক বিছানো রাস্তাটার পাশে আড্ডা দিচ্ছিলেন মহিলারা। এলাকার তৃণমূল কর্মী রতন রায়কে দেখে আড্ডা থেকে বৃদ্ধা জয়মতি রায় বলে উঠলেন, 'মূল রাস্তাটা হল। শাখা রাস্তাটা তো হল না।' রতন অবশ্য বললেন, 'ওটাও করার চেষ্টা করছি।'

মাদারিহাটের রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবেন্দ্রপুর এলাকাটি অবশ্য বহু বছর ধরে বিজেপির ঘাঁটি। ২০১৩ সাল থেকে পঞ্চায়েত ভোটে ওই মহল্লায় টানা জিতে আসছেন পদ্ম প্রার্থীরা। এলাকা থেকে নির্বাচিত বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা তনুশ্রী রায়ই এখন রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। পেভার্স ব্লকের রাস্তাটির বেশিরভাগ অংশ তনুশ্রীর এলাকায় পড়ে।

দলের পঞ্চায়েত সদস্যদের নির্বাচনি এলাকা তৃণমূল সরকার উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে বলে রাজ্যের আনাচে-কানাচে অভিযোগ করে থাকে বিজেপি। মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রে গত ৫ বছরের ছবিটা অবশ্য বিপরীত। কট্টর তৃণমূলিদের এলাকায় বরং রাস্তাঘাট, পানীয় জলের ভয়ংকর সমস্যা। তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন, এমন বাসিন্দারা রাগে-ক্ষোভে বেফাঁস মন্তব্য করে ফেলেন কখনো-কখনো।

তৃণমূল নেতারা প্রতিবাদ করেন না। সাফাইও দেন না। তবে খেয়াল করলে বোঝা যায়, নীরবে তাঁদের নজর থাকে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যদের এলাকায়। সেখানকার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয় প্রশাসন। ২০২৪ সালের উপনির্বাচনে তৃণমূল মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্র দখল করার পর ওই পথে যেন আরও বেশি জোর দিয়েছে রাজ্য সরকার, এমনকি তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি।

রাঙ্গালিবাজনার দেবেন্দ্রপুরে পেভার্স ব্লকের রাস্তা।

এমন উলটপুরাণ কেন? তৃণমূল নেতারা নাকি বুঝেছেন, ২০২৪ সালের উপনির্বাচনে প্রথমবার মাদারিহাট দখলে বিজেপি সমর্থক ভোটারদের অবদান রয়েছে। তাই বিজেপি প্রভাবিত এলাকার উন্নয়নে একইসঙ্গে প্রতিদান এবং ভবিষ্যতে আবার ভোট পাওয়ার রাস্তা খোলা রাখছে ঘাসফুলি নেতৃত্ব।

মাদারিহাট ডুয়ার্সের চা বলয়ের মধ্যে পড়ে। বামফ্রন্টের আরএসপি'র হাতছাড়া হওয়ার পর ২০১৬ এবং ২০২১ সালে পরপর দু'বার বিধায়ক হন বিজেপির মনোজ টিগ্গা।

এরপর আটের পাতায়

জঙ্গলেই আছে কি, জল্পনা বক্সায়

বাঘের খোঁজে হন্যে বনকর্মীরা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২০ জানুয়ারি : পশ্চিম থেকে পূর্ব- সঙ্গিনীর খোঁজে জঙ্গল চষে ফেলছে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ট্র্যাপ ক্যামেরাবন্দি হওয়া মর্দা বাঘ। গত পাঁচদিনে সে জঙ্গলের ভিতর প্রায় ১০০ কিমির বেশি পথ পাড়ি দিয়েছে বলে জানাচ্ছেন বনকর্মীরা। গত ১৫ জানুয়ারি অর্থাৎ বৃহস্পতিবার বক্সার পশ্চিম ডিভিশনে ট্র্যাপ ক্যামেরায় একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি পাওয়া যায়। সোমবার আবার বক্সার পূর্ব ডিভিশনে বাঘের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। বনকর্মীদের দাবি, রবিবার রাতেও দক্ষিণরায়ের গর্জন শোনা গিয়েছিল। বক্সার বিভিন্ন জায়গা ছাড়া জয়ন্তী রিভারবেডেও বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছে। কিন্তু মঙ্গলবার দিনভর চেষ্টা চালালেও বাঘের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

বক্সায় বাঘের পায়ের ছাপ।

তাহলে কি সঙ্গিনীর খোঁজ না পেয়ে বক্সা ছেড়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার? যদিও বক্সা টাইগার রিজার্ভের উপক্ষেত্র অধিকর্তা (পশ্চিম) হরিকৃষ্ণান পিজে বলেন, 'বাঘটি এখনও জঙ্গল ছাড়েনি বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে বাঘটি কোন জায়গায় রয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। বনকর্মীরা পায়ের ছাপের খোঁজ করছেন, জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় আরও ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হচ্ছে।'

তবে বাঘটি ভুটানের জঙ্গলে ফিরে যায়নি বলেই দাবি বনকর্মীদের। কারণ বক্সার ভুটান সংলগ্ন জঙ্গলে বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া যায়নি। এই মুহূর্তে বক্সায় বাঘ শুমারি চলছে। ২০০ জনের বেশি বনকর্মী শুমারিতে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু জঙ্গলের রাজার স্থায়ী অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না কোনওভাবেই। বাঘিনী না থাকায় বাঘটি আরও কয়েকদিন বক্সায় অতিথি হয়েই থাকবে বলে জানাচ্ছেন বনকর্তারা।

শেষবার বাঘটিকে যেখানে দেখা গিয়েছিল, ওই এলাকার কাছেই অসমের মানস টাইগার রিজার্ভের রাইমোনা জাতীয় উদ্যানের সীমানা। অন্যদিকে রয়েছে ভুটানের ফিবাসো ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুরির সীমানা। ওই দুই জঙ্গলে বাঘটি দেখা যেতে পারে বলেও অনুমান। বক্সার এক বনকর্তার কথায়, 'বিগত বছর যে বাঘ এসেছিল, সেটা যে ভুটানে গিয়েছিল তা পায়ের ছাপ দেখে বোঝা গিয়েছিল। তবে এবার সেটা পাওয়া যায়নি। কাজেই নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। এখনও পর্যন্ত যতগুলি পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে সবটা বক্সায়।'

মাধ্যমিকের খাতা দেখায় নয়া নিয়ম চালু পর্ষদের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২০ জানুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য এবার নতুন নিয়ম জারি করেছে রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এতদিন নম্বর দেওয়ার জন্য প্রথম পাতায় ছোট করে কেজিংয়ের ব্যবস্থা থাকলেও, এবার থেকে তা উত্তরপত্রের দ্বিতীয় পাতায় বড় করে থাকবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সেখানে বিস্তারিতভাবে নম্বর 'ভেঙে' দিতে হবে। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন মিশ্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। তাদের মতে এতে পরীক্ষার্থীরা উপকৃত হবে, কিন্তু চাপ বাড়বে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের জেলা কনভেনার জয়ন্ত পাল বলেন, 'এতদিন প্রথম পাতায় ছোট করে থাকলেও এবার থেকে মাধ্যমিকের খাতায় কেজিং করার স্থান দ্বিতীয় পাতায় বড় করে থাকবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সেখানে বিস্তারিতভাবে নম্বর দিতে হবে।'

- এতদিন নম্বর দেওয়ার জন্য প্রথম পাতায় ছোট করে কেজিং ছিল
- এবার থেকে তা উত্তরপত্রের দ্বিতীয় পাতায় বড় আকারে থাকবে
- সেখানে বিস্তারিতভাবে নম্বর 'ভেঙে' দিতে হবে শিক্ষকদের

পর্ষদ জানিয়েছে, এতদিন মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখে নম্বর দেওয়ার জন্য খাতার প্রথম পাতায় ছোট করে কেজিংয়ের জায়গা থাকত। শিক্ষক বা শিক্ষিকারা প্রশ্নের 'এগেনস্ট'-এ সেখানেই সংক্ষেপে নম্বর দিতেন। অর্থাৎ কোনও ১ নম্বরের প্রশ্নে হয়তো ক, খ করে ১০টি প্রশ্ন রয়েছে। পরীক্ষার্থীরা হয়তো তার মধ্যে ৮টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এতদিন একবারে কেজিংয়ে সেই নম্বর বসিয়ে দিতেন। কিংবা হয়তো কোনও প্রশ্নে তিনটি অংশ রয়েছে। সেই তিনটি অংশের জন্য নম্বর হয়তো ২, ৩ ও ৫ দেওয়া রয়েছে। এতদিন জায়গা কম থাকার কারণে শিক্ষক-শিক্ষিকারা কেজিংয়ে সংক্ষেপে সেই নম্বর লিখে দিতেন। কিন্তু এবার থেকে উত্তরপত্রের দ্বিতীয় পাতায় কেজিংয়ের জন্য বড় জায়গা থাকবে। নম্বর বিস্তারিতভাবে লিখতে হবে। অর্থাৎ ১ নম্বরের প্রশ্নে যদি ক, খ করে ১০টি বা ৫টি প্রশ্ন থাকে, তাহলে নতুন নিয়মে কেজিংয়ের জায়গায় বিস্তারিতভাবে প্রাপ্ত নম্বর ভেঙে লিখতে হবে। ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আগের থেকে অনেকটাই সতর্ক থাকতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় সরকার বলেন, 'ভালোমন্দ দুটো দিকই রয়েছে। কেজিংয়ে এভাবে নম্বর দেওয়ার কারণে খাতার সঠিক মূল্যায়ন হবে। তবে শিক্ষক-শিক্ষিকা কম, অনেক বেশি খাতা দেখতে হয়। এভাবে নম্বর দিতে গেলে চাপ বাড়বে।'

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি মানস ভট্টাচার্য বলেন, 'এগজামিনারদের সুবিধা হবে। পরে স্ক্রুটিনি করতে হলে, সেক্ষেত্রেও সুবিধা হবে।'

E-TENDER NOTICE
OFFICE OF THE MAYNAGURI MUNICIPALITY
MAYNAGURI, JALPAIGURI

Notice for Reference :
1. NIet No.:- WBMAD/e-Tender/43/of EO/MNM/JAL/2025-26, Vide Memo-112/MNM/2026, Date: 19.01.2026, Tender ID: 2026_MAD_991090_1

1	Date of publishing NIeT Documents. (online) (Publishing Date)	19.01.2026 From 6:00 P.M. onwards.
2	Tender Document download start date and time. (online)	19.01.2026 From 6:00 P.M. onwards.
3	Start Date of Bid Submission. (Technical and Financial) (online)	21.01.2026 From 6:00 P.M. onwards.
4	Closing date and time of Bid submission (Technical and Financial) (online)	12.02.2026 Upto 4:00 P.M.
5	Date and time of opening of Technical Proposals (online).	14.02.2026 After 4:00 P.M.

Sd/- Chairman
Maynaguri Municipality

কিছু ট্রেনের সংশোধিত সময়সূচি

নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলিতে সময়সূচি নিম্নরূপে সংশোধিত হবে :

ট্রেন নং ও নাম	স্টেশন	সংশোধিত সময়সূচি: পৌঁছাবে	সংশোধিত সময়সূচি: ছাড়বে	যে তারিখ থেকে কার্যকর (যাত্রা শুরুর তারিখ)
১৫৬৪৭ লোকমান্য তিলক (টি)-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস	মালদা টাউন	২৩.০০	২৩.১০	২৩.০১.২০২৬
১৫৬১৯ গয়া-কামাখ্যা এক্সপ্রেস	মালদা টাউন	২৩.০০	২৩.১০	২৭.০১.২০২৬
১৩৪৩০ আনন্দ বিহার (টি)-মালদা টাউন এক্সপ্রেস	মালদা টাউন	২৩.৩৫	–	২৪.০১.২০২৬
১৪০০৪ নিউ দিল্লি-মালদা টাউন এক্সপ্রেস	মালদা টাউন	২৩.৩৫	–	২২.০১.২০২৬
১৩০১১ হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	মালদা টাউন	২৩.১০	–	২৩.০১.২০২৬
৫৩০৫৪ নিমতিতা-কাটোয়া প্যাসেঞ্জার	নিমতিতা	–	০৪.৪০	২৩.০১.২০২৬
	কাটোয়া	০৭.৫০	–	
৫৩০০১ হাওড়া-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	আজিমগঞ্জ	২১.৫০	–	২৩.০১.২০২৬
৬৩০১০ আজিমগঞ্জ-কাটোয়া এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	কাটোয়া	০৬.১২	–	২৩.০১.২০২৬
৩৭৯১৪ কাটোয়া-হাওড়া লোকাল	হাওড়া	০৮.৫৫	–	২৩.০১.২০২৬
৩৭৯১৬ কাটোয়া-হাওড়া লোকাল	কাটোয়া	–	০৬.২০	২৩.০১.২০২৬
	ব্যান্ডেল	০৮.২৮	০৮.৩০	
	হাওড়া	০৯.৩০	–	
৩৭৯২৩ হাওড়া-কাটোয়া লোকাল	কাটোয়া	২১.১০	–	২৩.০১.২০২৬

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে

পিওএইচ চলাকালীন ওয়াগনের ত্রুটিপূর্ণ স্ট্রাইকার কাস্টিং প্রতিস্থাপন (ড্রপিং এবং ফিটমেন্ট)

টেন্ডার নং. : আইএমএফ-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএস-৫৭৮বি। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ বঙ্গাইগাঁও-এর সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপে প্রয়োজন অনুসারে পিওএইচ চলাকালীন ওয়াগনের ত্রুটিপূর্ণ স্ট্রাইকার কাস্টিং প্রতিস্থাপন (ড্রপিং এবং ফিটমেন্ট)। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ৩২,২১,৬৭৬/- টাকা; বায়না মূল্য : ৬৪,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ৩০-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

সিডব্লিউএম, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No.-38 (2025-26) Memo No-197/BDO, Last date of submission is 30.12.2025 of Block Development Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. The details of NIeT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal **http://tenders.wb.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
BDO, BLG

গ্লুড ইনসুলেটেড জয়েন্টের নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/০১ অফ ২০২৬ তারিখ: ০৭-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: লামডিং মণ্ডলের অধীনে গুয়াহাটি-লামডিং খণ্ডে জোন্ট ডিইএন/I/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ে মন্ত্রালয়ের আরডিএসও/লক্ষ্ণৌর, ১১৬০ টন দ্বারা জারি করা গ্লুড ইনসুলেটেড রেইল জয়েন্ট ২০২৪ এর জন্যে (সংশোধিত) ম্যানুয়াল অনুরূপে এবং আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি/২৫৭২ অনুসারে ৫২/৬০ কেজি রেলের "গ্লুড ইনসুলেটেড জয়েন্টস"এর ইন-সিটু নির্মাণ। [illegible] টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০২-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ০২-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০২-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

e-TENDER NOTICE

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:-
1) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-30/2025-26
Memo No. 5342/JM Date: 15/01/2026
Tender ID: 2026_MAD_50048916_1
Tender ID: 2026_MAD_50048916_2
Tender ID: 2026_MAD_50048916_3
Tender ID: 2026_MAD_50048916_4
Tender ID: 2025_MAD_50048916_5
Tender ID: 2026_MAD_50048916_6
Tender ID: 2026_MAD_50048916_7
Tender ID: 2026_MAD_500489161_8
Tender ID: 2026_MAD_50048916_9
Tender ID: 2026_MAD_50048916_10
Tender ID: 2026_MAD_50048916_11
Tender ID: 2026_MAD_50048916_12
Tender ID: 2026_MAD_50048916_13
Tender ID: 2025_MAD_50048916_14
Tender ID: 2026_MAD_50048916_15
Tender ID: 2026_MAD_50048916_16
Tender ID: 2026_MAD_500489161_17
Tender ID: 2026_MAD_50048916_18
Tender ID: 2026_MAD_50048916_19
Tender ID: 2026_MAD_50048916_20
Tender ID: 2026_MAD_50048916_21
Tender ID: 2025_MAD_50048916_22
Tender ID: 2026_MAD_50048916_23
Tender ID: 2026_MAD_50048916_24
Tender ID: 2026_MAD_50048916_25
Tender ID: 2026_MAD_50048916_26
Tender ID: 2026_MAD_50048916_27
Tender ID: 2026_MAD_50048916_28
Tender ID: 2025_MAD_50048916_29
Tender ID: 2026_MAD_50048916_30
Tender ID: 2026_MAD_50048916_31
Tender ID: 2026_MAD_50048916_32
Last date of bidding (On line) dated:- January 27th, 2026 at 6.55 P.M
Details of which are available in the web portal tenders.wb.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

নকশা, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদনের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ডিবিডব্লিউএস-এনআইইটি-৪৭-২০২৫-২৬। তারিখ: ০৯-০১-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম : ডিব্রুগড় কর্মশালায় ৩৬ মাসের জন্য অপারেটর এবং ভোগ্যপণ্য সহ পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ ১০০ কেএলডি বর্জ্য শোধনাগারের নকশা, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদনের কাজ এবং বিদ্যমান বর্জ্য শোধনাগার ভেঙে ফেলা। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ১,২৩,৩৪,৮৪৪.৩৩/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,১১,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০২-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা এবং টেন্ডার খোলার সময় ১৫:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ০২-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম, ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ওএইচই সংস্কার কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-২৮-২৫-২৬; তারিখ: ১২-০১-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-২৮-২৫-২৬; [illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট্রি.(টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সেতুর সুরক্ষা কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৫-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬ তারিখ: ০৯-০১-২০২৬। [illegible] টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০২-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায় মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (ডব্লিউ), রঙিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে। টোকা: টেন্ডারের যেকোনো শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের জন্যে জমা করার পূর্বে অনুগ্রহ করে মূল টেন্ডার নোটিসে উল্লেখ করা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের নেট/ সংবাদপত্র/সংশোধনী পরীক্ষা করুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্টোর্স ই-প্রোকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং- এস/৬৬/০১৫/২৫-২৬, তারিখ : ০৯-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে:
ক্র.নং.১। টেন্ডার নং. এনজে২৫৫২৩৩; বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০২-০২-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণঃ ইওটি ক্রেন-১০/এসটি সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং কমিশনিং। কনসাইনি : এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর; পরিমাণ : ০৪ টি।
ক্র.নং.২। টেন্ডার নং. এনজে২৫৫০০১; বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০২-০২-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণঃ এইচএইচপি ডিজেল লোকোমোটিভের জন্য ইএলপিটি পিটি. নং. ০৭২৪৯৬৭৮১ অনুযায়ী কম্প্রেসার ওভারহলিং কনসিস্টিং-এর জন্য ৩৩টি আইটেম ০৬ ওয়াইএলওয়াই কিট। কনসাইনি : এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর; পরিমাণ : ২০ সেট।
দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, [illegible] (www.ireps.gov.in) [illegible]

ডিওএসই, চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ব্যালাস্ট রিটেইনিং ওয়াল, টো ওয়াল এবং স্লো পিচিং কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/০১ অফ ২০২৬ তারিখ: ০৯-০১-২০২৬। [illegible] টেন্ডার রাশি ৫,৪০,৩১,৩৩৭.১২/- টাকা। বায়না রাশি ৪,২০,২০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ঠাকুরগঞ্জ এবং নক্সালবাড়িতে-এসএসই/ডব্লিউ/ঠাকুরগঞ্জ অধিক্ষেত্রের অধিনে ১০০০০০ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ওভারহেড ওয়াটার স্টোরেজ ট্যাঙ্ক এবং গভীর নলকূপ-২০০/৩০০ এর ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি ২,৭৮,১৩,৫৮০.৩৮/- টাকা। বায়না রাশি ২,৮৯,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৪-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

শিলিগুড়ি, কিশানগঞ্জের জন্য সিকুরিটি গার্ড চাই (থাকা ফ্রী) 11000/- - 12500/-, M - 8797633557, 9832489908. (C/119782)

ভাড়া

To-Let Ground Floor 2 BHK Flat at Uttarayan, (With Garage). (M) :- 9832685516. (C/119782)

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা বয়স 35 এর মধ্যে, অভিভাবক ও Document সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No - 9332367891. (C/120056)

অ্যাফিডেভিট

আমি Devi Paul আমার School Transfer Certificate এ নাম Shrbari Dey আছে গত 06.01.2026 তারিখে E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Devi Paul W/o Sahadeb Paul এবং Sharbari Dey O/o Late Sudhir Kumar Dey এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (C/119299)

ABRIDGE TENDER NOTICE

Due to administrative reason the date has been extend for the NIT No- 22/HRP/PS/DD/25-26/2ND CALL & 23/HRP/PS/DD/25-26/1ST CALL Last date of submission - 24.01.2026 upto 14.00 PM Date of opening tender - 26.01.2026 after 14.00 PM

Sd/-
Executive Officer
Harirampur Panchayat Samity
Dakshin Dinajpur

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৭৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪০৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৩১৪১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৩১৪২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাফিডেভিট

আমি Satyendar Yadav S/o Rupchand Yadav, আমার পিতার ভোটার ID Car No- LZL0822056, আমার আধার কার্ড নং- 5833 7445 8673 এবং আমার ভোটার কার্ড নং- TSX1250885-এ আমার পিতার সঠিক এবং শুভ নাম Rupchand Yadav রয়েছে। কিন্তু 2002 ভোটার তালিকায়, যার বিধানসভা ক্ষেত্র নং- 4 কোচবিহার উত্তর, পার্ট নং-139, S.L No- 39-এ আমার পিতার নাম Rupchand Gowala থাকায় গত 19-01-26 কোচবিহার সদর J.M 1st Court অ্যাফিডেভিট বলে আমার পিতা Rupchand Yadav এবং Rupchand Gowala এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। দেবীবাড়ি, সুশীল দাস পল্লী, ওয়ার্ড নং- 19, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/119510)

আমি সীমা পারভিন, স্বামী- গুলজার মণ্ডল, বাবা- সাহাজাদা জার্জিস মিঞা, গ্রাম- মহলা, পোঃ নাজিরপুর, থানা- বালুরঘাট (বর্তমানে পতিরাম), জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর। রেশন কার্ডে আমার বাবার নাম রয়েছে সাহাজাদা জাজিস, আমার W.B.B.S.E অ্যাডমিট কার্ডে বাবার নাম রয়েছে জারজিজ মিয়া, বাবার আধার কার্ডে, প্যান কার্ডে নাম আছে সাহাজাদা জারজিস মিঞা, বাবার ভোটার কার্ডে নাম রয়েছে মিয়া শাহাজাদা জারজিস, বাবার জমির L.R & R.O.R (খতিয়ান নং-৮০, ১৬২ মৌজা কাশিপুর, থানা- গঙ্গারামপুর) কাগজপত্রে নাম রয়েছে সাহাজাদা জারজিস, ২০০২ সালের কুমারগঞ্জ (৩৭ নম্বর) বিধানসভা ক্ষেত্রের ভোটার তালিকায় (ক্রমিক নং- ৩৬০, পার্ট নং- ৬২) বাবার নাম রয়েছে শাহাজাদা জারজিস মিয়া। এমতবস্থায় Ld. Executive Magistrate, Dakshin Dinajpur, Balurghat-এর অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবা সাহাজাদা জাজিস, জারজিজ মিয়া, সাহাজাদা জারজিস মিঞা, মিয়া শাহাজাদা জারজিস, সাহাজাদা জারজিস এবং শাহাজাদা জারজিস মিয়া এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। (C/120059)

আমি Barun Pramanik, S/o Sonatan Pramanik, গ্রাম- দরাজপুর, পো - বুলবুল চণ্ডি, থানা - হবিবপুর, জেলা - মালদা, 732122, আমার LICI পলিসিতে যার নং 453801213 আমার নাম ভুল থাকায় গত 23/12/25 তারিখে মালদা E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Subindar Pramanik থেকে Barun Pramanik করা হইল। যা উভয়ই নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/120058)

কর্মখালি

ঔষধের দোকানে কাজ জানা লোক দরকার। Ad.- Siliguri, Matigara, P.h - 8509163832, 8597083068. (C/119781)

অ্যাফিডেভিট

আধারকার্ড ও রেশনকার্ডে আমার ও বাবার নাম Nur Alam ও Samser Ali, মাধ্যমিক, ওবিসি সার্টিফিকেট ও প্যান কার্ডে Nur Alam ও Samser Ali Bepari, ২০০২ এর ভোটার লিস্টে Haque Nur Alam ও Samser থাকায় দিনহাটা JM কোর্টে 19/01/26, 278 নং অ্যাফিডেভিট বলে Nur Alam পিতা Samser Ali হল। Nur Alam সাং- পিকনিধারা, করলা, সাহেবগঞ্জ। (S/M)

ভোটার I Card নং UHI 3052842 নাম ভুল ছাপায় গত 19-01-26, C.J. (JR. Divn.) Addl. Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Rupeswar Barman এবং Rupeshbar Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Rupeswar Barman ঘোষণা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। বাঁশদহ নতিবাড়ি, থানা ঃ পুণ্ডিবাড়ি, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/119511)

ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন নং WB 63 20140921416-তে আমার বাবার নাম Patit Mandal-এর পরিবর্তে মার নাম Swapna Mandal নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 16.01.26, E.M., সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার মার নামের পরিবর্তে ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার বাবার নাম Patit Mandal প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। - Ujjawal Mandal, গ্রাম ঃ চান্দামাড়ি, পোঃ পুটিমারি, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার, পঃবঃ। (C/119508)

আমার ভোটার কার্ড নং TSX1232479, বাবার নাম ভুল, আমার সমস্ত শিক্ষা সংক্রান্ত নথীতে আমার এবং বাবার নাম ভুল, ভোটার লিস্ট 2002, ভোটার কার্ড নং WB/01/005/555786, 5-কোচবিহার পশ্চিম, পার্ট নং 186, ক্রমিক নং- 378, বাবার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। গত 13-01-26, J.M., 1st Class, 3rd Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Nirmal Roy এবং Nirmal Das, আমার বাবা Niren Roy এবং Niren Das (Roy) এবং Niren Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমি Nirmal Roy, S/o. Niren Roy প্রতিষ্ঠা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ঃ কলাবাড়ীঘাট, পোঃ দুধেরকুঠি, দেওয়ানবস, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার, পঃবঃ। (C/119507)

আজ টিভিতে

জুঁই-ইউভিনের বিয়েকে কেন্দ্র করে কোন দিকে মোড় নেবে স্বয়ম-জুঁইয়ের সম্পর্ক? **বেশ করেছি প্রেম করেছি** সন্ধে ৭.০০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ গোলমাল, দুপুর ১.১৫ সংঘর্ষ, বিকেল ৪.৩০ শুধু তোমার জন্য, সন্ধে ৭.৩০ রাবণ, রাত ১০.৩০ হামি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ স্ত্রীর মর্যাদা, দুপুর ১.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ জীবন নিয়ে খেলা, সন্ধে ৭.০০ ওয়ান্টেড, রাত ১০.৩০ বর্ণপরিচয়

জি বাংলা সোনার : সকাল ১০.৩০ আজকের সন্তান, সন্ধে ৭.০০ মানুষ কেন বেইমান, রাত ৯.৩০ লোফার

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চারমূর্তি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শিবাজি

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অহংকার

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৯ সির্ফ তুম, দুপুর ২.০৭ সনম তেরি কসম, বিকেল ৪.৫৫ শিবম, সন্ধে ৭.৩০ জানোয়ার, রাত ১০.৪৬ ডি ব্লক

সোনি ম্যাক্স টু : দুপুর ১২.১৮ ইয়ারানা, বিকেল ৩.০৩ চাচা ভতিজা, ৫.৫২ রামকলি, রাত ৮.৫৫ শান, ১১.৫৫ জীবন এক সংঘর্ষ

জি সিনেমা : বেলা ১১.৪৮ অন্দাজ, বিকেল ৫.১৩ ক্র্যাক, রাত ৮.০০ রথনম, ১১.০০ খিলাড়ি

চারমূর্তি দুপুর ২.৩০
ডিডি বাংলা

এশিয়া সন্ধে ৭.৫৮
সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

জি বলিউড : বেলা ১১.৩০ অজয়, দুপুর ২.০১ প্রেমরোগ, বিকেল ৫.১৭ খুন ভরি মাঙ্গ, সন্ধে ৭.৫৫ মিস্টার ইন্ডিয়া, রাত ১১.৩৬ মেরা হক

স্টার গোল্ড থ্রিলস : দুপুর ১২.০৭ দ্য গুড ডাইনোসর, ২.০০ হোম অ্যালোন, বিকেল ৪.১৩ আয়রন ম্যান, রাত ৮.৪৫ স্পাইডারম্যান : নো ওয়ে হোম, ১১.৪৮ হ্যানকক

সনম তেরি কসম দুপুর ২.০৭ অ্যান্ড পিকচার্স

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সংসারে আর্থিক চাপ থাকবে। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ কেটে যাবে। কোনও আত্মীয়ের সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারেন। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। নতুন কাজে আজ হাত দিলে সাফল্য পাবেন। মিথুন : ব্যবসার ক্ষেত্রে বড় সুযোগ পেতে চলেছেন। বাড়ি, গাড়ি কেনার সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করবেন না। ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। কর্কট : সামাজিক কাজে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি শুভ। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে আইনি সমস্যা এড়িয়ে চলুন। সিংহ : বহুদিন আগে বন্ধ হয়ে থাকা কোনও কাজে আজ হাত দিলে সাফল্য পাবেন। দুপুরের পর বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমন। কন্যা : কর্মক্ষেত্রে বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। অসমাপ্ত কাজ শেষ করার সুযোগ পাবেন আজ। তুলা : আলস্যের কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হবে। অহংকার ত্যাগ করুন, সকলের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করুন। বৃশ্চিক : নিজের ওপর আস্থা রাখুন। সাফল্য পাবেন। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন। প্রেমের সম্পর্কে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ধনু : ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ থেকে সাবধানে থাকুন। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কাজে মানসিক চাপ কমবে। প্রেমে সমস্যা। মকর : নতুন বাড়ি নির্মাণের জন্য আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। পুরোনো কোনও সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবেন। কুম্ভ : পরিবারের সঙ্গে আজ সারাদিন আনন্দে কাটবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা হতে পারে। মীন : গুরুত্বপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। বেহিসেবি খরচে রাশ টানতে না পারলে, সমস্যায় পড়বেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ১ মাঘ, ২১ জানুয়ারি ২০২৬, ৭ মাঘ, সংবৎ ৩ মাঘ সুদি, ১ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১১। বুধবার, তৃতীয়া রাত্রি ২।২২ ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ২।১৫। ব্যতীপাতযোগ রাত্রি ৭।৩৪। তৈতিলকরণ দিবা ২।২৯ গতে গরকরণ রাত্রি ২।২২ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ২।১৫ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ২।২২ গতে নৈর্‌ঋতে। কালবেলাদি ৯।৮ গতে ১০।২৮ মধ্যে ও ১১।৪৯ গতে ১।৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৩।৮ গতে ৪।৪৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ২।১৫ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১০।৪৬ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, রাত্রি ২।২২ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-সাধভক্ষণ নামকরণ মুখ্যান্নপ্রাশন দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুন্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যস্থাপন বীজসংগ্রহ ধান্যবৃদ্ধিদান নবান্ন কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্ম্মাণ ও চালান, দিবা ২।১৫ মধ্যে গ্রাত্রহরিদ্রা আব্যূঢ়ান্ন নিষ্ক্রমণ নববস্ত্রপরিধান ধান্যচ্ছেদন, দিবা ২।১৫ গতে বৃক্ষাদিরোপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ২।২২ গতে চন্দ্রদগ্ধা। বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর প্রয়াণ দিবস এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের আবির্ভাব দিবস (২১শে জানুয়ারি, ১৮৬৩)। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।০ গতে ১১।২৯ মধ্যে ও ৩।১০ গতে ৪।৩৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৫ গতে ৮।৫০ মধ্যে ও ২।০ গতে ৬।২৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪২ গতে ৩।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫০ গতে ১০।৩৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ALLEN SILIGURI

Every Talent Deserves a Platform

Start your JEE & NEET journey towards success

ALLEN Siliguri Classroom Champions of JEE & NEET (UG) 2025

AIR 892
Pranshu Goyal
Classroom Course
IIT, BHU

AIR 965
Vatsal Varenya
Classroom Course
IIT, BHU

AIR 1584
Pritish Nandy
Classroom Course
IIT, Bombay

AIR 1688
Mayank Khoria
Classroom Course
IIT, Indore

AIR 4338
Abhirup Mahato
Classroom Course
IIT, Roorkee

AIR 5795
Khwaish Goyal
Classroom Course
IIT, Dhanbad

AIR 6362
Armaan Saha
Classroom Course
IIT, BHU

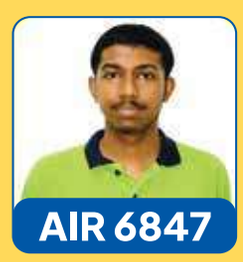
AIR 6847
Aaronya Chak.
Classroom Course
IIT, Bangalore

AIR 7189
Aditya Gupta
Classroom Course
IIT, Ropar

AIR 7646
Jaydeep Paul
Classroom Course
IIT, Bhilai

AIR 10632
Sayurjya Mondal
Classroom Course
IIT, BHU

AIR 785
Maahir Hasan
Classroom Course
AIIMS, Bhubaneswar

AIR 2802
Sankalan Roy
Classroom Course
AIIMS, Guwahati

AIR 5287
Deboleena Hazarika
Classroom Course
GMCH, Guwahati

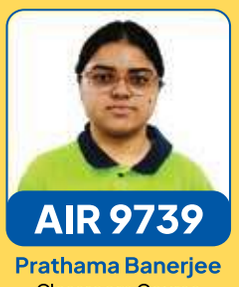
AIR 9739
Prathama Banerjee
Classroom Course
NRSMC & H, Kolkata

ALLEN Siliguri Result 2025 **NEET (UG) 2025** 13 Students in Top 30k AIR **JEE (Adv.) 2025** 16 Students in Top 20k AIR

- Unmatched results
- Largest pool of experienced faculty
- Personalized mentorship
- AI enabled app
- 37 years of trust
- National level competitive environment
- Personalized doubt counters

ADMISSIONS OPEN NEET | JEE | Olympiads | Class 7th to 12th & 12th pass

For Class 10th to 11th Moving Students
NURTURE COURSE
JEE (Main +Adv.) : 02 Apr. '26
NEET (UG) : 02 Apr. '26

For Class 11th to 12th Moving Students
ENTHUSIAST COURSE
JEE (Main +Adv.) : 24 Mar. '26
NEET (UG) : 24 Mar. '26

For Class 7th to 10th Moving Students
PRE-NURTURE & CAREER FOUNDATION
Class 7th to 10th : 02 Apr. '26

JEE & NEET Weekend Batches : Starting From 02 Apr. '26
* WEEKEND (Saturday & Sunday)

ASAT SCHOLARSHIP TEST
Test Date 01 FEB. '26
Get up to 90% Scholarship*

SCAN TO REGISTER
New Year OFFER
ASAT AT JUST ~~₹500~~ ₹99
For limited period

Don't Miss Your Special Fee Benefit! (SFB) TALLENTEX or ASAT scholars receive a dual advantage: scholarship* + SFB*

ALLEN SILIGURI 4th Floor, Tradium Complex, Checkpost, Sevoke Road, Siliguri (West Bengal) - 734001
9513784242 allen.ac.in/siliguri

ALLEN KOTA Registered & Corporate Office : "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Raj.) - 324005
86906-60111 allen.ac.in

Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment for the students to prepare for their target examinations. Studying at a coaching institute does not guarantee selection in the examinations. Selection also depends on other factors like preparation, available admission seats in the competitive exam, and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid and full time classroom course.

*Subject to T&C of scholarship, rewards and other fee benefits.

জীবনপথের পথিক।। *জলপাইগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন সৌমেন রায় রানা।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

পাহাড়ের রানি দার্জিলিং কিন্তু একটা সময় দোর্জেলিং নামেই পরিচিত ছিল। তিব্বতি ভাষায় দোর্জে মানে হচ্ছে বজ্রপাত এবং লিং শব্দের অর্থ স্থান বা ভূখণ্ড। বজ্রপাতের স্থান হিসাবে পরিচিত দোর্জেলিং ক্রমে দার্জিলিংয়ে রূপান্তরিত হয়।

বজ্রপাতের ভূখণ্ড দার্জিলিং

কী নামে ডেকে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : নামে কী আসে যায় ...! অনেককিছুই আসে যায়। তা যদি হয় শৈলরানি দার্জিলিংয়ের নাম। তবে সেই নাম নিয়ে যে বিশ্বজুড়ে চর্চা হবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে শহরটার নাম বিশ্বজুড়ে পরিচিত, সেই শহরের নাম এল কোথা থেকে? এই প্রশ্ন করেছেন কখনও? ম্যালের ক্যাফেতে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন অনমিত্র দত্ত। দার্জিলিং নাম এল কোথা থেকে, শুরু হল খোঁজখবর। শহরের প্রবীণ বাসিন্দা, ব্যবসায়ীদের দরজায় পৌঁছে শৈলশহরের নামের উৎস খোঁজার চেষ্টা হল। ওই যে নানা মুনির নানা মত, ঠিক তেমনই দার্জিলিং নাম নিয়েও বহু মত রয়েছে।

দার্জিলিং একটা সময় সিকিমের অংশ ছিল। বৃটিশ শাসনাধীন ভারতের কর্মকর্তা, সেনাকর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের গ্রীষ্মকালীন অবকাশের জন্য দার্জিলিংকে সিকিমের থেকে ইজারা নেওয়া হয়েছিল বলে কথিত রয়েছে। যদিও পরবর্তীতে এই ভূখণ্ড ভারতের মূল অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রথমে এই শহরের নাম ছিল দোর্জেলিং। এমনটাই বলছেন এখানকার প্রবীণ বাসিন্দা তথা প্রাক্তন অধ্যাপক অমরসিং রাই। তাঁর কথায়, 'এখানে একটা সময় প্রচুর বজ্রপাত হত। সেই জন্য নাম ছিল দোর্জেলিং। এখানে দোর্জে এবং লিং এই দুটি শব্দ রয়েছে। তিব্বতি ভাষায় দোর্জে মানে হচ্ছে বজ্রপাত এবং লিং শব্দের অর্থ স্থান বা ভূখণ্ড। অর্থাৎ বজ্রপাতের স্থান হিসাবেই এই জায়গাটি পরিচিত ছিল। সেই থেকেই দোর্জেলিং নামকরণ হয়। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে দার্জিলিংয়ে রূপান্তর হয়।'

এই শহরের ষাটোর্ধ্ব রূপকুমার তামাং ম্যালের চৌরাস্তায় বসে দার্জিলিং নামের অর্থ খুঁজতে ভাবনার অতীতে ফিরে গেলেন। তিনি বললেন, 'আমাদের ছোটোবেলায় এই শহর দোর্জেলিং নামেই বেশি উচ্চারিত হত। বাবার মুখে শুনেছি এখানে প্রচুর দোর্জে অর্থাৎ বজ্রপাত হত। তাই থেকেই নামকরণ হয়েছে। আবার এটাও শুনেছি যে, এখন যেখানে মহাকাল মন্দির রয়েছে, সেখানে দোর্জে নামে কেউ বসবাস করতেন। তাঁর নাম থেকেই দোর্জের জায়গা হিসাবে দোর্জেলিং নামকরণ।'

দার্জিলিংয়ের নামকরণের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে কথা হচ্ছিল এখানকার প্রবীণ আইনজীবী তরঙ্গ পণ্ডিতের সঙ্গে।

তিনি আবার দার্জিলিংয়ের নাম নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করলেন। তাঁর বয়স প্রায় ৮০ ছুঁইছুঁই। বললেন, 'আগে এই শহরের নাম ছিল সিকিমিজ দেবতা দোর্জেলিংয়ের নামে। পরবর্তীতে ইংরেজিতে নামটি দার্জিলিং হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে।'

প্রচারের অভাবকেই দুষছেন ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা

একাধিক কোর্স বন্ধ পিবিইউতে

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২০ জানুয়ারি : পড়ুয়ার অভাবে চলতি শিক্ষাবর্ষে আপাতত বন্ধই রইল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক সেল্ফ ফিন্যান্স কোর্স। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে অবশ্য কোর্সগুলিতে ভর্তির জন্য কয়েকবার পোর্টাল খুললেও খুব বেশি আবেদন জমা পড়েনি। কোর্সগুলিতে ১০ জনের কম ছাত্র হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির বৈঠকে হওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তা বন্ধ রাখা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, ভায়োলিন, তবলা, ভোকাল মিউজিক, জেনারেল ডিউটি অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্প্যানিশ, নাটক, ফোক অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ ডান্স, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি সহ একাধিক কোর্সে খুব কম সংখ্যক আবেদন জমা পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মাধবচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'একাধিকবার পোর্টাল খোলা হলেও পড়ুয়া পাওয়া যায়নি। ১০ জনের কম আবেদন জমা পড়ায় পড়ুয়ার অভাবে এই শিক্ষাবর্ষে আপাতত কোর্সগুলি বন্ধ রয়েছে।'

- ভায়োলিন, স্প্যানিশ সহ একাধিক কোর্সে ভর্তির জন্য পোর্টাল খোলা হয়েছিল
- কোনওটিতে দুই থেকে তিনজনের আবেদন
- কিছু কোর্সে একজনও আবেদন করেননি

১০ জনের কম আবেদন জমা পড়ায় পড়ুয়ার অভাবে এই শিক্ষাবর্ষে আপাতত কোর্সগুলি বন্ধ রয়েছে।

মাধবচন্দ্র অধিকারী, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)

সূত্রের খবর, এবছর সেল্ফ ফিন্যান্স কোর্সগুলির কোনওটিতে মাত্র দুই থেকে তিনজন পড়ুয়া আবেদন জানিয়েছেন। কয়েকটি কোর্সে আবার একজনও আবেদন করেননি। চালু হওয়া কোর্সগুলি এভাবে বন্ধ হতে থাকায় ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারাও। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া দুলাল হকের কথায়, 'ঠিকভাবে প্রচার না করায় অনেকেই কোর্সগুলি সম্পর্কে জানেই না। তাছাড়া দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী উপাচার্য না থাকায় কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার অভাবে এইসব কোর্স বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

বছর চারেক আগে দেবকুমার মুখোপাধ্যায় উপাচার্য থাকাকালীন বিভিন্ন বিষয়ে সার্টিফিকেট এবং ডিপ্লোমা কোর্স চালু হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেসময় হাতেগোনা কয়েকটি কোর্স বাদ দিয়ে অন্য কোর্সগুলির ভালোই চাহিদা ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে একাধিক কোর্স পড়ুয়ার অভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চিন্তিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও। প্রশ্ন উঠছে, কী কারণে এইসব কোর্সে পড়ুয়া সংখ্যা কমছে? এর জন্য অবশ্য প্রচারের অভাবকেই দায়ী করছেন অনেকে।

তবে ওয়েবকুপার জেলা সভাপতি তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাবলু বর্মনের বক্তব্য, 'ভাওয়াইয়া এবং রাজবংশী ভাষা কোর্সে ভালো সংখ্যক পড়ুয়া রয়েছে। বাকি কোর্সে পড়ুয়া না থাকায় এই শিক্ষাবর্ষের জন্য সেগুলো বন্ধ রাখতে হয়েছে। পরবর্তীতে উপাচার্য চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতুন উদ্যমে কোর্সগুলি ফের চালু করবে বলেই আমরা আশাবাদী।' যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির বৈঠকে হওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কোর্সগুলিতে পড়ুয়ার সংখ্যা ১০ জনের কম হলে তা বন্ধ রাখা হবে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যুক্তি, কোর্সগুলি চালানোর জন্য বিভাগের শিক্ষক সহ আনুষঙ্গিক খরচও রয়েছে। সেকারণে পড়ুয়া সংখ্যা কম থাকায় সেই খরচের কথা মাথায় রেখে কোর্সগুলি এই শিক্ষাবর্ষে বন্ধ রাখা হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষে ফের এইসব কোর্সে আবেদন করতে পারবেন পড়ুয়ারা। পড়ুয়ার সংখ্যা ১০ জন হলে সেই কোর্সগুলি পুনরায় চালু করা হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

কমল গুহর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন উদয়ন গুহ।

প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রীর জন্মদিন পালন

দিনহাটা ও হলদিবাড়ি, ২০ জানুয়ারি : একাধিক কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে দিনহাটা ও হলদিবাড়িতে পালিত হল প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী তথা ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা কমল গুহের ৯৯তম জন্মদিবস। এদিন ফরওয়ার্ড ব্লকের উদ্যোগে দিনহাটা পাঁচমাথার মোড়ে পালন করা হয় দলের এই প্রিয় নেতার জন্মদিবস। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের বিকাশ মণ্ডল, শ্যামল ধর সহ অন্যান্যরা। এদিন উপস্থিত সকলেই কমল গুহের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। পাশাপাশি এদিন কমল গুহ স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগেও শহিদ হেমন্ত বসু কর্নারে পালিত হয় এই দিনটি। দুপুর একটা নাগাদ কমল গুহ স্মৃতিসৌধের কাছে নেতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন কমল গুহ স্মৃতিরক্ষা কমিটির সম্পাদক তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কমল সাহা, দিনহাটা পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা দে নন্দী সহ অন্যান্যরা।

অন্যদিকে, হলদিবাড়ি শহরে অবস্থিত ফরওয়ার্ড ব্লকের দলীয় কার্যালয়েও কমল গুহের জন্মদিন পালন করা হয়। সেখানে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অশোক ঘোষ এবং কমল গুহের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন শহর কমিটির সম্পাদক মিহির দত্ত।

রিসর্টে ডিজে, অতিষ্ঠ পরীক্ষার্থীরা

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : সামনেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতি তুঙ্গে। তবে লাটাগুড়ির বিভিন্ন রিসর্টের আশপাশে যে সমস্ত পড়ুয়ার বাস, তাদের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। গভীর রাত পর্যন্ত লাটাগুড়ির বিভিন্ন রিসর্টে অবাধে উচ্চগ্রামে ডিজে সাউন্ড সিস্টেম বাজানো হচ্ছে। ঝলমলে আলো জ্বলছে। জঙ্গল লাগোয়া এলাকার সাধারণ মানুষ ও পরীক্ষার্থীদের পর্যটকদের বিনোদনের খেসারত দিতে হচ্ছে। বাসিন্দারা প্রতিবাদ করলেও সমস্যা মেটেনি বলে অভিযোগ।

এই পরিস্থিতিতে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের যৌথ মঞ্চ শব্দদূষণের বিরুদ্ধে পথে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংগঠনের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদার জানান, উচ্চ শব্দের জেরে বন্যপ্রাণীরাও চরম সমস্যায় পড়ছে। একাধিক রিসর্ট জঙ্গলের ধারেই উচ্ছিষ্ট ফেলে রাখছে। সেই উচ্ছিষ্টের লোভে বন্যপ্রাণীরা লোকালয়ে চলে আসছে। এর ফলে মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত বাড়ছে। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে মঙ্গলবার তাঁরা পথে নামবেন বলে তিনি জানান। এনিয়ে লাটাগুড়ি বাজারে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানানোর পাশাপাশি বিষয়টি লিখিতভাবে মাল মহকুমা শাসককেও জানানো হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের দাবি, 'আমাদের সংগঠনের কোনও সদস্য এই ধরনের কাজ করেন না। যাঁরা নিয়ম ভাঙছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। মাল মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খান্ডালও অভিযোগ পাওয়ার কথা স্বীকার করে বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই লাটাগুড়ির জঙ্গল সংলগ্ন কয়েকটি রিসর্টে গভীর রাত পর্যন্ত উচ্চগ্রামে ডিজে বাজছে। শব্দের জেরে এলাকায় টেকা দায় হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। পরীক্ষার মুখে পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে বহু মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। লাটাগুড়ি স্টেশনপাড়ার বাসিন্দা পপি দাস জানান, তাঁর মেয়ে পূজাও এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। বারবার রিসর্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেও কোনও ফল হয়নি বলে তিনি অভিযোগ করেন। শুধু মানুষ নয়, এই শব্দ দূষণের জেরে গরুমারা সংলগ্ন এলাকার বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

- লাটাগুড়ির বিভিন্ন রিসর্টে গভীর রাত পর্যন্ত সাউন্ড সিস্টেম বাজছে
- বিভিন্ন মহলকে জানানো হলেও কাজের কাজ হয়নি বলে অভিযোগ
- বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে

গণ ইস্তফা বিএলও-দের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২০ জানুয়ারি : সিতাই, দিনহাটার পর কোচবিহার, ফের গণ ইস্তফা বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও)। কোচবিহার-১ ব্লকের বিডিও'র কাছে ৩০ জন গণ ইস্তফাপত্র তুলে দিয়েছেন সোমবার। যদিও কোচবিহার-১ ব্লকের বিডিও তাঁদের কাজ করে যাওয়ার অনুরোধ করেছেন বলে খবর। তবে ঘটনার কথা সামনে আসতেই বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে কোচবিহারে। মঙ্গলবার কোচবিহার-১ ব্লকের বিডিও শ্রেয়সী নস্কর বলেন, 'ওনারা সোমবার আমার কাছে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন। তবে আমি ওনাদের কাজ চালিয়ে যেতে বলেছি।'

বিএলও-বিদ্রোহ এখন রাজ্যের সর্বত্র। গণ ইস্তফা কার্যত সংক্রমণের মতো ছড়াচ্ছে। বিএলও-দের বক্তব্য, তাঁদের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে লিখিত কোনও নির্দেশ নেই যে তাঁদের কী কী কাজ করতে হবে। ফলে যখন যে রকম নির্দেশ আসছে, তা কার্যকর করতে হচ্ছে। আর নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তাঁরা শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছেন। খাওয়াদাওয়া, ঘুম, শান্তি সব উড়ে গিয়েছে। উলটে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে বুথগুলিতে শত শত মানুষকে নানা কারণে শুনানিতে ডাকায়, তাঁদের উপর চাপ আরও বাড়ছে। পাশাপাশি সারাদিন কাজ করার পরেও নানা মানুষের তির্যক কথা যেমন শুনতে হচ্ছে, তেমনই শত্রুতাও বাড়ছে। সবমিলিয়ে বাধ্য হয়ে তাঁরা ইস্তফাপত্র দেন। প্রাণনাথ হাইস্কুলের শিক্ষক তথা ৪/১১৩ বুথের বিএলও সুকান্ত মোদক বলেন, 'আমাদের তো প্রথমে এতকিছু বলা হয়নি। আমরা জানতাম বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের তথ্য নিয়ে সেগুলি জমা দিলেই হবে। কিন্তু তারপর সেগুলি আপলোড করা, আবার শুনানি, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি, নোটিশ বিতরণ করতে হবে, আমরা এতকিছু জানতাম না। সে কারণে মানসিক চাপে আমরা প্রায় ৩০ জন বিএলও ইস্তফাপত্র জমা দিতে বাধ্য হয়েছি। তবে বিডিও বলেছেন, ভোটারদের স্বার্থে কাজ করতে। কী করব, আমরা খুব শীঘ্রই বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নেব।' শুকটাবাড়ি স্টেট হাই মাদ্রাসার শিক্ষক তথা ১৪৮ বুথের বিএলও হাসানু জামান বলেন, 'কাজের চাপ, অযৌক্তিক কাজ, শয়ে-শয়ে শুনানি, একই বাড়িতে বারবার যাওয়ার ফলে বাসিন্দারা বিরক্ত হচ্ছেন। অনেকে আমাদের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। আমার বুথে ১,১৮৪ জন ভোটার রয়েছেন। তার মধ্যে চার শতাধিক মানুষের লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে ডাক এসেছে। সবমিলিয়ে আমরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি।'

বিক্ষোভকারী এক বিএলও।

কাজের চাপ, অযৌক্তিক কাজ, শয়ে-শয়ে শুনানি, একই বাড়িতে বারবার যাওয়ার ফলে বাসিন্দারা বিরক্ত হচ্ছেন। অনেকে আমাদের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।

হাসানু জামান, বিএলও

নাবালিকা উদ্ধার

কোচবিহার, ২০ জানুয়ারি : বাড়ির পছন্দ করা পাত্রকে বিয়ে করতে নারাজ। তাই প্রেমিকের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া নাবালিকা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে উদ্ধার করল পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ এবং চাইল্ড হেল্পলাইন। সোমবার রাতের এই ঘটনা কোচবিহার-২ ব্লকের মরিচবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার। নাবালিকা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেওয়া হবে না। মুচলেকা দিয়েছেন নাবালিকার বাবা। এরপর নাবালিকাকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

মৃত শ্রমিক

শীতলকুচি, ২০ জানুয়ারি : শীতলকুচির পরিযায়ী শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাল মৃতের পরিবার। রবিবার অসমের গুহপুর এলাকায় শীতলকুচির পরিযায়ী শ্রমিক হিমাঙ্কর পালের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতের বাবা নীতীশ পালের অভিযোগ, হিমাঙ্কর বাড়ি ফেরার জন্য একটি নম্বরে টাকা পাঠাতে বলেন। এরপর বিকেলে গাড়ির চালককে ফোন করলে পাশ থেকে ছেলের কান্নার আওয়াজ পান তিনি। রবিবার সকালে রেল কর্তৃপক্ষ ছেলের মৃত্যুর খবর দেয়। মৃতের বাবার অনুমান, ছেলেকে ড্রাইভার ও তার সঙ্গীরা খুন করেছে। এবিষয়ে শীতলকুচি থানায় অভিযোগ করে মৃতের পরিবার।

সমাবেশ

জামালদহ, ২০ জানুয়ারি : হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের উদ্যোগে মঙ্গলবার রানিরহাটে হিন্দু সনাতনী সমাবেশ হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধুসন্তরা উপস্থিত হন। রানিরহাট সুপার মার্কেটে সমাবেশ স্থলে অসংখ্য মানুষ জমা হন। মূলত হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করতেই এই সমাবেশ বলে জানা যায়।

গ্রেপ্তার স্বামী

পুণ্ডিবাড়ি, ২০ জানুয়ারি : বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার স্বামী। পুণ্ডিবাড়ি থানার পাতলাখাওয়া এলাকার ঘটনা। সোমবার রাতে বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতার পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সকালে তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তার করে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম কর্ণ সাহা। মঙ্গলবার ধৃতকে আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতে পাঠানো হয়েছে।

শুরু মেলা

বক্সিরহাট, ২০ জানুয়ারি : অসম-বাংলার পুণ্যার্থীদের সমাগমে জমে উঠল ২১ হাত লম্বা মাশানপুজো। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বারকোদালি ইয়ং ক্লাব ও মাশানমেলা কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার বারকোদালি চৌপথিতে শুরু হল মাশানপুজো। পুজোকে কেন্দ্র করে চলবে লোকসংস্কৃতিমেলা। রীতি অনুযায়ী এদিন মাশান দেবতাকে দই, চিঁড়ে, আটিয়াকলা এবং শাল মাছ পোড়া উৎসর্গ করে পুজো শুরু হয়। কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিখিল প্রধান বললেন, '২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত এই মাশানপুজো এবং মেলা চলবে।'

স্মারকলিপি

দিনহাটা, ২০ জানুয়ারি : সাধারণ মানুষকে হয়রান না করা, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে অযথা তথ্যপ্রমাণ না চাওয়া, পরিযায়ীদের শুনানির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা সহ একাধিক দাবিতে মঙ্গলবার দিনহাটা মহকুমা শাসকের করণে স্মারকলিপি দিয়েছে এসইউসিআই। পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিজয় গিরিকে স্মারকলিপি দেয়।

কাজের সূচনা

সিতাই, ২০ জানুয়ারি : দিনহাটা-১ ব্লকের পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েত, ভেটাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত ও গোসানিমারি গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় পথশ্রী-৪ প্রকল্পের আওতায় মোট ১২টি রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার এই উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন করেন সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই কাজ হবে।

বাঁধের নীচে চাপা পড়েছে সার্কুলার রোড

কোচবিহারের 'রাজ্য' তকমা হারানোর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়েছে একাধিক কারখানা, বেশ কিছু বন্দর। অস্তিত্ব নেই অনেক রাস্তারও। পুরোনো দিনের কিছু মানুষ ছাড়া সেইসব রাস্তার কথা জানেই না নতুন প্রজন্মের কেউ। সেরকমই দুই রাস্তার কথা তন্দ্রা চক্রবর্তী দাসের কলমে।

কোচবিহার, ২০ জানুয়ারি : ভারতভুক্তির পর কোচবিহার রাজ্য শুধু সম্মান হারিয়ে জেলাতেই পরিণত হয়নি, সঙ্গে হারিয়েছে জড়িত অনেক কিছুই। হারিয়েছে ডেয়ারি ফার্ম, লিকার ফ্যাক্টরি, দেশলাইয়ের কারখানা, টাঁকশাল, আস্তাবল, পিলখানা, বেশ কিছু বন্দর। এছাড়া সময়ের সঙ্গে হারিয়েছে অনেক পুরোনো রাস্তাও। শুধু কিছু মানুষের স্মৃতির সরণিতে এখনও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে সেই সব রাস্তা।

১৯৫৪ সালে তৈরি হওয়া বাঁধের নীচে চাপা পড়ে আছে সেই আমলের পুরোনো একটা রাস্তা, সার্কুলার রোডের কিছুটা অংশ। হারিয়ে গিয়েছে রিভার এমব্যাংকমেন্ট রোড, যার কোনও অস্তিত্বই আজ আর নেই। বর্তমান প্রজন্ম জানেই না এই রাস্তার কথা।

হাজরাপাড়া, পাটাকুড়া থেকে যে রাস্তা এখন বাঁধের ওপর উঠে যাচ্ছে, বন্যা হওয়ার আগে সেই রাস্তা পশ্চিমদিকে আরও অনেকটা দূর বিস্তৃত ছিল। এরপর সেই রাস্তা বেঁকে যেত উত্তরদিকে। ওই রাস্তা দিয়ে দেবীবাড়ির সামনে দিয়ে কোচবিহার রাজপ্রাসাদের পেছনদিকে যে ছোট গেট সেখানে যাওয়া যেত। নদীভাঙনের ফলে সেই রাস্তাও হারিয়ে গিয়েছে, বলা ভালো নদীর গর্ভে। একইভাবে বাঁধের নীচে চাপা পড়ে আছে সার্কুলার রোড।

পঞ্চরঙ্গি থেকে সোজা পশ্চিমদিকে চলে গিয়েছিল হরেন্দ্রনারায়ণ রোড। সেই রাস্তা পশ্চিমে ঘুরে কিছুদূর এগিয়ে আবার বেঁকে গোলবাগান ছুঁয়ে বর্তমান আরক্ষা ভবনের সামনে পর্যন্ত ছিল। এই রাস্তার নাম একসময় ছিল সার্কুলার রোড। পরবর্তীতে হরেন্দ্রনারায়ণ রোড নামে পরিচিত হয়। ১৯৫৪ সালের বিধ্বংসী বন্যা কোচবিহারের এই পথের কিছুটা অংশকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। আর ঠিক সেই কারণে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে হরেন্দ্রনারায়ণ রোড। মাঝখানের অনেকটা রাস্তা আগের নামের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছে। মাঝের সংযুক্তটুকু হারিয়ে দুটো জায়গাতেই রাস্তার নাম রয়ে গিয়েছে হরেন্দ্রনারায়ণ রোডের নামে। সার্কুলার রোড নামটি শুধু কোচবিহারের কিছু পুরোনো মানুষের স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়ে গিয়েছে। সেই রাস্তায় আজও দৌড়ে বেড়ায় তাঁদের শৈশব।

কোচবিহারের ইতিহাস গবেষক স্বপনকুমার রায়ের কথায়, 'এই সার্কুলার রোডের কথা বর্তমান প্রজন্মের জানা নেই। তেমনই জানা নেই রিভার এমব্যাংকমেন্ট রোডের কথাও। এই রাস্তাটি দিয়ে একসময় সরাসরি চলে যাওয়া যেত রাজবাড়ির পেছনদিকে।' বন্যায় হারিয়ে গিয়েছে সেই রাস্তা, বললেন পাটাকুড়ার অশীতিপর শিবরঞ্জন দে। তিনি জানালেন, বহু বছর বাদে সার্কুলার রোডের নামটা শুনলাম। অনেক কিছু মনে পড়ে গেল। একই কথা শোনা গেল কোচবিহারের আরেক ইতিহাস গবেষক রণজিৎ দেবের কাছে। তিনিও রাজবাড়ির পেছনের ওই রাস্তাটির অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেছেন।

সার্কুলার রোডের নাম জানা নেই হাজরাপাড়ার বর্তমান প্রজন্মের সিদ্ধার্থ পালের। বললেন, 'এই ধরনের রাস্তার নাম তো আগে কখনও শুনিনি।' সেই রাস্তার ইতিকথা শোনার পরে অবাক হয়ে বললেন, 'বিষয়টা একেবারেই জানা ছিল না।'

কোচবিহারের অনেক হারিয়ে যাওয়া কিছুর মধ্যে এই পথ দুটি রয়েছে। লিখিত আকারে এই সব না থাকলে আগের প্রজন্মের যে কয়েকজন এখনও জীবিত রয়েছেন তাঁদের সঙ্গেই হারিয়ে যাবে এইসব রাস্তা বা জায়গার ইতিহাস।

এই সার্কুলার রোডের কথা বর্তমান প্রজন্মের জানা নেই। তেমনই জানা নেই রিভার এমব্যাংকমেন্ট রোডের কথাও। এই রাস্তাটি দিয়ে একসময় সরাসরি চলে যাওয়া যেত রাজবাড়ির পেছনদিকে।

স্বপনকুমার রায়
ইতিহাস গবেষক

সরস্বতীপুজোর আগে লাভের আশায় গাঁদাফুল তুলছেন কৃষক দম্পতি। মঙ্গলবার ইসলামপুরে রাজু দাসের তোলা ছবি।

জেলায় যক্ষ্মা ওয়ার্ড নেই

ভর্তি রেখে চিকিৎসা হয় না আক্রান্তদের

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২০ জানুয়ারি : ডাক্তার দেখানো, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা, ওষুধ দেওয়া হলেও যক্ষ্মারোগীদের ভর্তি করিয়ে চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই কোচবিহার শহরের এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। অথচ, এক সময় যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার জন্য আস্ত একটা হাসপাতাল ছিল শহরে।

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল ডাঃ নির্মলকুমার মণ্ডল বলেন, 'বেশকিছু ক্ষেত্রে যক্ষ্মারোগীকে বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করানো বিপজ্জনক। রোগটি ছোঁয়াচে। রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা থেকে যায়। যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার জন্য দুটো ঘর নির্দিষ্ট করেছি। কিন্তু সংস্কারের অভাবে তা কোনওমতেই ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এদিকে স্বাস্থ্য ভবন থেকে অনুমোদন না আসা পর্যন্ত সংস্কার সম্ভব হচ্ছে না। ঘর চালু হলে আমরা রোগীদের ভর্তি রেখে চিকিৎসা করতে পারব।'

তথ্য বলছে, পৃথিবীর মোট যক্ষ্মারোগীর ২৫ শতাংশের বাস ভারতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের তরফে বারবার যক্ষ্মামুক্ত ভারত এবং যক্ষ্মামুক্ত বাংলা গড়ার কথা বলা

■ যক্ষ্মার ওয়ার্ডের জন্য ঘর বরাদ্দ করা হলেও তার হাল খারাপ। সংস্কারের অনুমতি মিলছে না জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে

■ বেশকিছু ক্ষেত্রে যক্ষ্মারোগীকে বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করানো বিপজ্জনক। রোগটি ছোঁয়াচে

> যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার জন্য দুটো ঘর নির্দিষ্ট করেছি। কিন্তু সংস্কারের অভাবে তা কোনওমতেই ব্যবহার করা যাচ্ছে না।
>
> **ডাঃ নির্মলকুমার মণ্ডল**
> *প্রিন্সিপাল, এমজেএন মেডিকেল কলেজ*

হয়। তবে বাস্তব ছবিটা জানান দেয় পাদপ্রদীপের অন্ধকার আদপে কতটা নিকষ! জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে ভর্তি নেওয়ার পরিকাঠামো না থাকায় রোগী ফেরানোর নজির ভূরিভূরি। এনটিইপি (ন্যাশনাল টিউবারকিউলোসিস এলিমিনেশন প্রোগ্রাম)-এর কর্মসূচিতে যক্ষ্মা শনাক্তকরণে জোর দিচ্ছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। সরকারি নিয়মে প্রতি ১ লাখ লোকের মধ্যে ৩,০০০ জনের যক্ষ্মা পরীক্ষা করতে হয়। ২০২৩-'২৪ সালে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ১,৮২৮টি। তবে ২০২৪-'২৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩,০১৯। রোগ নির্ণয়ের জন্য এখন ব্যবহার করা হচ্ছে ট্রু নাট এবং সিভি নাট মেশিন। ৯০ জন মেডিকেল টেকনলজিস্ট (এমটি ল্যাব)-কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরেও যক্ষ্মায় মুমূর্ষু রোগী ভর্তি করানোর ব্যবস্থা নেই এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। বহির্বিভাগে ডাক্তার রয়েছেন। অথচ রোগীদের জন্য কেন আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করতে পারল না জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর? উঠছে প্রশ্ন।

দেওয়ানহাটের রিজাকুল হোসেন যক্ষ্মায় আক্রান্ত। তাঁর মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্স রয়েছে। অল্প কাশিতে রক্ত উঠছে তাঁর। আপাতত তাঁর স্থান হয়েছে জেডি হাসপাতালের ঘরে। কোনও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই সেই হাসপাতালেও। এমনকি, ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থাও নেই। একই বিপাকে বড় কোদালি বক্সিরহাটের শ্যামলী বর্মন। হাসপাতালে পরিকাঠামো নেই। তাই আপাতত বাড়িতেই শয্যাশায়ী তিনি। ডিস্ট্রিক্ট টিউবারকিউলোসিস অফিসার সৌরভ শীল বলেন, 'রোগীর অবস্থাও ভালো নয়। একজন নিক্ষয় মিত্রের ব্যবস্থা করা গিয়েছে, যাতে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার পেতে পারেন ওই রোগী।' শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের রবিদাসপল্লির পূর্ণিমা রবিদাস। তাঁরও হাসপাতালে থেকে চিকিৎসা করানোর প্রয়োজন। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশি গ্যাংয়ের পর্দা ফাঁস

বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি : নাম আব্দুস সালাম। বাড়ি বাংলাদেশের পার্বতীপুরে। অথচ আধার কার্ডে দিব্যি জ্বলজ্বল করছে নাম অলোক মণ্ডল। ভারতীয় পরিচয় দিয়ে জাল আধার কার্ড বানিয়ে এক আদিবাসী তরুণীকে বিয়ে করে সংসারও পেতে বসেছিলেন তিনি। তারপর কাঁটাতারের ওপার থেকে অপরাধীদের ডেকে এনে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতেন। ভায়রাভাইয়ের সঙ্গে মিলে বালুরঘাট শহরে চুরি সহ নানা অপরাধমূলক কাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিলেন ওই অলোক, থুড়ি আব্দুস। বালুরঘাট শহরে রীতিমতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের গ্যাং।

তবে শেষরক্ষা হল না। পুলিশের হাতে ধরা পড়তেই হল। একটি সামান্য চুরির সন্দেহে তাদের গ্রেপ্তার করার পরেই, এই বাংলাদেশি গ্যাংয়ের প্রকৃত রহস্য ফাঁস হল অনেকটা কেঁচো খুঁড়তে কেউটের স্টাইলে। তাদের বাংলাদেশি পরিচয় সামনে আসার পর আবার নানা জল্পনা দানা বাঁধছে। মোট চারজনকে এই মামলায় গ্রেপ্তার করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। তাঁদের মধ্যে তিনজনের বাড়ি বাংলাদেশে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'ধৃত চারজনের মধ্যে তিনজন বাংলাদেশি। ফলে তিনজনের নামে ফরেনার্স অ্যাক্টের মামলা যুক্ত করা হয়েছে।'

ধৃত তরুণ

শীতলকুচি, ২০ জানুয়ারি : নাবালিকাকে প্রেমিকের কাছে পৌঁছে দিতে গিয়ে নাবালিকার পরিবারের হাতে আটক হলেন প্রেমিকের বন্ধু। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে শীতলকুচিতে। সোমবার একটি গাড়িভাড়া করে ওই নাবালিকাকে নিউ কোচবিহার স্টেশনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন অভিযুক্ত তরুণ। বিষয়টি কোনওভাবে জানতে পেরে নাবালিকার পরিবার গাড়িটি আটক করে নিজেদের গ্রামে নিয়ে আসে। এরপর স্থানীয়রা মারধর করে অভিযুক্তকে শীতলকুচি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। এবিষয়ে অপহরণের অভিযোগ তুলে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছে নাবালিকার পরিবার।

ধৃতের নাম কুমার পাল যাদব। তাঁর বাড়ি উত্তরপ্রদেশে। বর্তমানে তিনি দিনহাটা মহকুমার ঝুড়িপাড়া এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে থাকেন। ওই নাবালিকার সঙ্গে শীতলকুচির এক তরুণের প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। ধৃত কুমারের দিল্লিতে কাজ করার সময় শীতলকুচির ওই প্রেমিক তরুণের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। বন্ধুর কথামতো ওই নাবালিকাকে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়েছিলেন কুমার। ওসি অ্যান্থনি হোড়ো জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার ধৃতকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা আদালতে তোলা হলে সাতদিনের জেল হেপাজত দেওয়া হয়।

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে মুখরক্ষার লড়াই

বুথ স্তরে সংগঠনে জোর সিপিএমের

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২০ জানুয়ারি : 'চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়' -এই গানটি মনে পড়ে বাংলার এক সময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজনৈতিক দল সিপিএমের দশা দেখে। এক সময়ের গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র সিপিএমের লোকবল ছিল চোখের পড়ার মতো। পার্টি অফিস থাকত জমজমাট। ২০১১ সালে ক্ষমতা হারানোর পর একের পর এক নির্বাচনে ভরাডুবি। এখন পার্টি অফিস খোলার লোক নেই। সংগঠনও তথৈবচ।

এই আবহে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বুথ কমিটি তৈরি করার জন্য বিশেষ অভিযানে নামতে চলেছে জেলা সিপিএম। জেলায় ২৫৭৩টি বুথ রয়েছে। তার মধ্যে ৪০ শতাংশ বুথে তাদের কমিটি রয়েছে। নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে যে বামেদের জোট হচ্ছে না তা আগেই স্পষ্ট হয়েছে। ফলে নির্বাচনের আগে বাম শিবির সংগঠন কতটা গুছিয়ে নিতে পারবে এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। দলের সাংগঠনিক দুর্বলতার কথা মেনেও নিয়েছে জেলা নেতৃত্ব।

দলের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়ের বক্তব্য, 'বেশকিছু জায়গায় আমাদের বুথ স্তরে যে সাংগঠনিক দুর্বলতা রয়েছে তা অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। তবে আমরা বিধানসভা নির্বাচনের আগে বুথ কমিটির সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা বুথ স্তরে সংগঠন বাড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছি।'

বিধানসভা নির্বাচন এগিয়ে আসতেই ডান-বাম প্রতিটি দলই নিজেদের সংগঠন গোছানোর কাজ শুরু করেছে। একসময় কোচবিহারকে বলা হত বামেদের

■ ২০২৬-এর ভোটে প্রতিটি বুথে এজেন্ট দেওয়া যাবে কি না তা নিয়েও চিন্তায় রয়েছে সিপিএম

■ দিনহাটা, সিতাই, শীতলকুচির মতো জায়গাগুলিতে সবচেয়ে কম সংখ্যক বুথ কমিটি রয়েছে লালপার্টির

■ জেলায় ২৫৭৩টি বুথ রয়েছে, তার মধ্যে ৪০ শতাংশ বুথে সিপিএমের কমিটি রয়েছে

গড়। ভোট বলতে ছিল শরিকি লড়াই। সিপিএম-ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যেই ছিল ভোটযুদ্ধ। রাজ্যে পালাবদলের পর ক্ষমতাহীন হতে হতে এখন সিপিএমের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা। ফরওয়ার্ড ব্লকের অবস্থা আরও খারাপ। সেই জায়গা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে নানা কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। কোচবিহার জেলায় সিপিএমের পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ও আরেক নেতা অলোকেশ দাস। তাঁরা দায়িত্ব পাওয়ার পর কয়েকমাস আগে থেকেই পুরোনো বুথ কমিটিগুলি ভেঙে নতুন করে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ধাপে ধাপে কয়েকবার চেষ্টা করেও সব এলাকায় কমিটি তৈরি করা যায়নি। এদিকে, দোরগোড়ায় বিধানসভা ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি বুথে এজেন্ট দেওয়া যাবে কি না তা নিয়েও চিন্তায় রয়েছে বাম শিবির। স্বাভাবিকভাবেই অন্তত কমিটিগুলি তৈরি করে যাতে মুখরক্ষা করা যায় সেদিকেই মন দিচ্ছে তারা। তবে দিনহাটা, সিতাই, শীতলকুচির মতো জায়গাগুলিতে সবচেয়ে কম সংখ্যক বুথ কমিটি রয়েছে সিপিএমের শিবিরের।

সিপিএমের দলীয় সূত্রে খবর, জেলায় তাদের ৪০টি এরিয়া কমিটি রয়েছে। তাদের অধীনে থাকা বুথ কমিটিগুলি তৈরি সম্পন্ন হলে স্থানীয় স্তরে নির্বাচনের রণকৌশল তৈরি করা হবে। নির্বাচনের আগে বিভিন্ন কর্মসূচি করে নিজেদের প্রাসঙ্গিক করে তোলার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। এসআইআর নিয়ে আন্দোলনের কথাও তারা জানিয়েছে। সোমবার এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক প্রণয় কার্জি বলেন, 'এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। তার প্রতিবাদে আমরা পথে নামব।'

রসিকবিল মিনি জু লাগোয়া জঙ্গলে মদের বোতল ও প্লাস্টিকের আবর্জনা।

পরিযায়ী পাখির আশ্রয়ে বিপদের ছায়া

দূষণ বাড়ছে রসিকবিলে

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২০ জানুয়ারি : কোচবিহার জেলার রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্র লাগোয়া জঙ্গলের মনোরম সবুজ আভা পর্যটকদের কাছে এক অনন্য আকর্ষণ। কিন্তু পিকনিকের মরশুম শুরু হতেই বদলে যাচ্ছে সেই চেনা ছবি। বন দপ্তরের নজরদারির অভাবে রসিকবিল সংলগ্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে দেদারে চলছে বনভোজন। আনন্দের শেষে ফেলে যাওয়া প্লাস্টিক, থার্মোকলের থালা-গ্লাস ও উচ্ছিষ্টে জঙ্গল ক্রমশ আবর্জনায় ঢেকে যাচ্ছে। সবুজের বুকে জমছে দূষণের স্তূপ। শুধু তাই নয়, পিকনিকের আড়ালে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পাশেই বসছে মদের আসর। খোলা জায়গায় পড়ে থাকা মদের বোতল ও ভাঙা কাচ পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি বিপদের আশঙ্কা বাড়িয়ে তুলছে। পরিবেশপ্রেমী ও সচেতন মহলের দাবি, দ্রুত কঠোর নজরদারি ও কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে রসিকবিলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশগত ভারসাম্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। জেলা বন বিভাগের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বনাঞ্চলে নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে। তবে ভিড়ের দিনে সুযোগ নিয়ে অনেকে বনাঞ্চলের ভিতরে ঢুকে খাওয়াদাওয়া করছেন বলে অভিযোগ মিলেছে। এধরনের বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে বন দপ্তর নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে।

> যাঁরা নিয়মভঙ্গ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আগামীদিনে আরও কড়া পদক্ষেপ করা হবে।
>
> **অসিতাভ চট্টোপাধ্যায়**
> *ডিএফও, জেলা বন বিভাগ*

যাঁরা নিয়মভঙ্গ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আগামীদিনে আরও কড়া পদক্ষেপ করা হবে।'

এদিকে, গজলডোবা সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক জলাশয়ে যেখানে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা কমছে, সেখানে প্রতিবছর রসিকবিলে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা বৃদ্ধি নতুন আশার আলো দেখিয়েছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি চলতে থাকলে রসিকবিলের এই পরিবেশগত গুরুত্ব প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে বলে পরিবেশকর্মীদের আশঙ্কা। পরিবেশকর্মী জীবনকৃষ্ণ রায়ের কথায়, 'প্রতিবছর পরিযায়ী পাখির সংখ্যা বৃদ্ধিতে রসিকবিল নতুন আশার আলো দেখিয়েছে। এই অবস্থায় পরিবেশের ক্ষতি হয়, এমন কিছু করে আনন্দ করা উচিত নয়। প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে আনন্দ করাই আমাদের প্রকৃত দায়িত্ব।'

জেলার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রসিকবিল মিনি জু অত্যন্ত জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র। বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে শীতকাল এলেই দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য পরিযায়ী পাখি আসে। মূলত এই পাখিদের জন্যই রসিকবিল আলাদা পরিচিতি পেয়েছে। জলাশয় লাগোয়া এলাকায় গড়ে উঠেছে মিনি জু। সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির পাখির পাশাপাশি চিতাবাঘ, চিতল হরিণ, ময়ূর ও ঘড়িয়াল রয়েছে। নিরিবিলি ও শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগ করতে এই জেলা তো বটেই, আশপাশের জেলা ও পড়শি রাজ্য অসম থেকেও পর্যটকদের ভিড় জমে।

তবে শীতের মরশুমে রসিকবিল ঘুরতে এসে অনেক পর্যটক লাগোয়া বনাঞ্চলে বনভোজন করছেন। নজরদারির অভাবে সেখানেই মদের আসর বসছে। ফলে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, তেমনই বন্যপ্রাণ ও পরিযায়ী পাখিদের স্বাভাবিক জীবনযাপন বিঘ্নিত হচ্ছে। আরেক পরিবেশকর্মী অরিজিৎ মালাকারের বক্তব্য, 'যেখানে-সেখানে মদের আসর বসানো অবৈধ। সংরক্ষিত জঙ্গলে মদের বোতল বা প্লাস্টিক বর্জ্য ফেলার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এক্ষেত্রে বন দপ্তরের কড়া পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি।'

সংকল্প সভা নিয়ে ব্লকজুড়ে উত্তেজনা

ঘোকসাডাঙ্গা ও পারডুবি, ২০ জানুয়ারি : মঙ্গলবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের রুইডাঙ্গার পাঁচ নম্বর এলাকায় বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভা অনুষ্ঠিত হল। প্রধান বক্তা ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা তথা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা। তিনি আরজি কর, চাকরি দুর্নীতি, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সহ নানা অভিযোগে রাজ্যের শাসকদলকে তুলোধোনা করেন। অভিযোগ করে তিনি বলেন, 'বিজেপি কোনও সভার আয়োজন করলে আদালত থেকে অনুমতি নিতে হয়। এখানে সভার অনুমতি দেওয়ায় ওসিকে গতকাল বদলি করা হয়েছে।' পাশাপাশি আসন্ন বিধানসভা ভোটে জিতে বিজেপি ক্ষমতায় এলে সব 'হিসেব বুঝে নেওয়া'রও হুঁশিয়ারি দেন রাহুল। তাঁর দাবি, 'এই সভা আটকাতে চেষ্টা করেছে তৃণমূল। গাড়ি আটকে কর্মীদের হুমকি, মারধর করা হয়েছে।'

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন, ব্লক কনভেনার অরবিন্দু বিশ্বাস, মাথাভাঙ্গার বিধায়ক সুশীল বর্মন সহ অন্যরা। অভিজিৎ অভিযোগ করেন, 'কোচবিহার চা বাগান, হিন্দুস্তান মোড় সহ বেশকিছু জায়গায় তাঁদের দলের গাড়ি আটকানো হয়। পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে অনেকে সভায় আসতে পেরেছেন। যদিও অনেকে ফিরে গিয়েছেন।' তবে তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক সাবলু বর্মনের কথায়, 'এসআইআর নিয়ে বিজেপির চক্রান্তে নির্বাচন কমিশন মানুষকে হয়রান করছে। তার প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেস নানা কর্মসূচি পালন করেছে। এদিনও ব্লকজুড়ে অবস্থান বিক্ষোভ চলে। মানুষই প্রতিবাদ করেছে। বিজেপি মিথ্যা অভিযোগ তুলে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে।'

এদিন কোচবিহার চা বাগান, হিন্দুস্তান মোড়, শীতলাবাড়ি মোড় সহ ৫ নম্বর এলাকায় আসার রাস্তায় অবস্থান বিক্ষোভ করে তৃণমূল। হিন্দুস্তান মোড় ও কোচবিহার চা বাগানে দু'পক্ষ মুখোমুখি হয়। যদিও মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তন্ময় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনীর উপস্থিতিতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। বিজেপি কর্মীরা সভায় পৌঁছোন। এদিকে, দিনভর বিজেপির সভা ও তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ নিয়ে চাপা উত্তেজনা ছিল ব্লকজুড়ে।

প্যারেড গ্রাউন্ডে গর্ত ভরাট শুরু

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২০ জানুয়ারি : নানা জলঘোলার পর অবশেষে প্যারেড গ্রাউন্ডে ফেন্সিং দেওয়ার কাজ পুরোপুরি বন্ধ করল প্রশাসন। প্যারেড গ্রাউন্ডে ফেন্সিং দেওয়ার জন্য যে গর্ত করা হয়েছিল সেটা মাটি দিয়ে ভরাট করার কাজ শুরু হয়েছে। খেলার জায়গা চিহ্নিত করার জন্য মাঠের পূর্বদিকের অংশ ফেন্সিং দিয়ে ঘেরার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। মঙ্গলবার দেখা যায়, প্যারেড গ্রাউন্ডে গর্ত বন্ধ করার কাজ করছেন শ্রমিকরা। রোলার দিয়ে গর্তগুলো সমানও করে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে কি প্যারেড গ্রাউন্ডে আর খেলার মাঠের জায়গা তৈরি করা হবে না? ফেন্সিং দেওয়া হবে না? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি প্রশাসনিক মহলে থেকে। তবে গর্ত ভরাটে যে ফেন্সিং দেওয়ার কাজ বন্ধের ইঙ্গিত সেটা স্পষ্ট।

প্যারেড গ্রাউন্ডের মাঝে বড় বড় গর্ত করা হয়েছিল। খেলার মাঠের জন্য আলাদা জায়গা নির্দিষ্ট করা হবে বলে এইরকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। নভেম্বর মাসে এই বিষয়টি সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে শহরে। একদল ফেন্সিং দেওয়ার বিরুদ্ধে সরব হন, আরেকদল এর পক্ষে নামেন। দুই তরফেই আলোচনা, প্রতিবাদ, আন্দোলন সবই হয়েছে ওই ইস্যু নিয়ে। বিতর্কের মাঝে সেই কাজ অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল এদিন বলেন, 'যদি গর্ত ভরাট করা হয় এটা ভালো খবর। মাঠ বাঁচিয়ে সবকিছু হোক। খেলার পরিবেশ তৈরি করা হোক অন্য কোনও রাস্তা বের করে।'

প্যারেড গ্রাউন্ডে খেলার মাঠের জায়গা তৈরির জন্য টেন্ডার করা হয়েছিল জেলা পরিষদের তরফে। এদিন এই নিয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈবকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে শুধু টেন্ডার করা হয়। পুরোটাই জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা দেখছেন। কাজের কী হচ্ছে সেটা তাঁরা ভালো বলতে পারবেন।' অন্যদিকে আলিপুরদুয়ারের

আলিপুরদুয়ার

মহকুমা শাসক দেবব্রত রায় বলেন, 'বিষয়টি শুনিনি। খোঁজ নিয়ে দেখব।' মাঠের গর্ত তো বন্ধ হচ্ছেই, তাহলে সেটা করাচ্ছে কারা? সেটার কিন্তু সঠিক উত্তর মেলেনি। প্যারেড গ্রাউন্ডের যেখানে গর্ত করা হয়েছিল তার পাশেই প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন মঞ্চ তৈরি হচ্ছে। প্যারেডের জন্য মাঠ তৈরির কাজ চলছে। কারণ যাই হোক, সব গর্ত ভরাটে ফেন্সিংয়ের কাজের আপাতত যে ইতি তা অনেকেই বলছেন।

জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'প্যারেড গ্রাউন্ডে খেলার মাঠের জন্য টাকা পাঠিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই কাজে বাধা দেওয়া হয় বিভিন্ন মহল থেকে। এখন সেই কাজ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম রয়েছে। আপাতত নির্বাচনের কাজ সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত। এদিকে বিশেষ নজরও দেওয়া হচ্ছে না।'

জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্চয় ঘোষ বলেন, 'গর্ত বন্ধ করা হচ্ছে কি না সেটা শুনিনি। দেখতে হবে।' আবার ফেন্সিং দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের মধ্যে আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের সম্পাদক ত্রিদিবেশ তালুকদার গর্ত ভরাট করার বিষয়কে স্বাগত জানিয়েছেন।

এনজেপি রেলস্টেশন হোক শিলিগুড়ির নামে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : নিউ চ্যাংরাবান্ধা স্টেশনের কাছাকাছি রয়েছে চ্যাংরাবান্ধা নামের জনপদ। নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনের লাগোয়া জনপদ হল ময়নাগুড়ি। আর নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন? তার নামের মধ্যে যে জনপদের নাম রয়েছে, সেই জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ৪০-৪৫ কিলোমিটার দূরে। অথচ যে শিলিগুড়ি শহরের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে এই স্টেশনের অবস্থান, তার নামের ছোঁয়া কোথাও নেই। এই নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের নাম নিয়ে যে শহর শিলিগুড়ির বাসিন্দাদের ঘোরতর আপত্তি থাকবে, সেকথা বলাই বাহুল্য। তাই তো নিউ জলপাইগুড়ি বা এনজেপি স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে 'নিউ শিলিগুড়ি' করার দাবি উঠেছে। জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ তৈরি হওয়া শিলিগুড়িবাসী যেমন সানন্দে স্বীকৃতি দিলেন এবং মেনে নিলেন, সে রকমভাবেই নিউ জলপাইগুড়ি নামের পরিবর্তন হলে জলপাইগুড়ির মানুষও মেনে নেবেন বলে মনে করছেন শিলিগুড়ির বুদ্ধিজীবীরা।

উত্তর-পূর্ব ভারতের অলিখিত রাজধানী শিলিগুড়ি। অথচ, এই শহরের প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত রেলস্টেশন বহন করছে পড়শি জেলার নাম। এতে বিভ্রান্তি বাড়ছে পর্যটকদের মধ্যে। শিলিগুড়ি শহরের ব্র্যান্ড ভ্যালুও কমছে। প্রশাসনিকভাবে স্টেশনটি জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত হতে পারে। কিন্তু আর্থসামাজিকভাবে এটি শিলিগুড়ির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উত্তরপ্রদেশের মুঘলসরাই স্টেশনের নাম বদলে যদি দীনদয়াল উপাধ্যায় করা যায় তবে নিউ জলপাইগুড়ির নাম বদলে নিউ শিলিগুড়িও করা যাবে, মত শহরবাসীর। শিলিগুড়ির গল্পকার বিপুল দাস এই বক্তব্যের সঙ্গে ১০০ শতাংশ সহমত। তাঁর বক্তব্য, 'প্রথম থেকেই আমি এই নামকরণের বিপক্ষে ছিলাম। জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত হলেও শিলিগুড়ি থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। আর স্টেশন থেকে জলপাইগুড়ি শহরের দূরত্ব প্রায় ৪৫ কিলোমিটার।' তাঁর দাবি, 'যে সময় এনজেপি নামকরণ হয় তখন রেল বোর্ডে অনেক প্রভাবশালী ছিলেন, যাঁরা জলপাইগুড়ির বাসিন্দা। তাই হয়তো স্টেশনের নাম নিউ জলপাইগুড়ি করে দেওয়া হয়। কিন্তু এই নামের জন্যে অনেক মানুষ বিভ্রান্ত হয়।'

দার্জিলিং, সিকিম বা ডুয়ার্সগামী পর্যটকদের মূল গন্তব্য এই শহর। অথচ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পর্যটকরা টিকিটে নিউ জলপাইগুড়ি নাম দেখে প্রায়শই বিভ্রান্ত হন। তাঁদের ধারণা হয়, শিলিগুড়ি শহর এনজেপি থেকে অনেক দূরে। শিলিগুড়ির বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মতে, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের নাম পরিবর্তন সময়ের দাবি। শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপক অমিতাভ কাঞ্জিলালের বক্তব্য, 'ভৌগোলিকভাবে স্টেশনটা এখন শিলিগুড়ি শহরের মধ্যেই পড়ে। জলপাইগুড়ির বর্ধিত অংশের মধ্যে অবস্থান হওয়ায় সেইসময় নিউ জলপাইগুড়ি নাম রাখা হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু এখন এটা শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় চলে এসেছে, তাই নিউ শিলিগুড়ি নাম হলে কারও কোনও সমস্যা থাকার কথা না।'

১৯৯৪ সালের আগে পর্যন্ত নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন জলপাইগুড়ির বর্ধিত এলাকার মধ্যে পড়ত। কিন্তু ১৯৯৪ সালে শিলিগুড়ি পুরনিগমের এলাকা বাড়ানো হয় এবং জলপাইগুড়ি জেলার বেশ কিছু এলাকাকে নিয়ে ১৪টি ওয়ার্ড তৈরি করে পুরনিগমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। সেই থেকে এনজেপি স্টেশনও পুরনিগমের সংযোজিত ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যেই পড়ে।

প্রশ্ন হচ্ছে, শিলিগুড়ির দাবি মেনে স্টেশনের নাম বদলালে জলপাইগুড়ি কি মেনে নেবে? সাহিত্যিক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যর বক্তব্য, 'নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন নামে শুধুমাত্র জলপাইগুড়ির লোকেদের আবেগ কাজ করছে। আর কিছু নেই। এখন নাম পরিবর্তন হলে শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ির মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হবে, একটা স্নায়বিক যুদ্ধ শুরু হবে। তাই নাম পরিবর্তন না হলেও ক্ষতি নেই।'

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹ ১ কোটির বিজয়ী হলেন
বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা সুদীপ ধারা - কে 23.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 48K 67647 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার পুরস্কার জেতার সুসংবাদ জানতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মাত্র কটি দশ টাকা খরচ করে আমার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৪৩ সংখ্যা, বুধবার, ৭ মাঘ ১৪৩২

প্রশ্ন কমিশনের স্বাতন্ত্র্যে

সাংবিধানিক প্রক্রিয়াই যখন, তখন এত ঢাকঢাক-গুড়গুড় কেন! 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'-র অজুহাতে কোটি লোককে যদি ডাকাই হবে, তাহলে তাঁদের তালিকা গোপন থাকার কারণ কী! নির্বাচন কমিশনের এই গোপনীয়তার যে যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই, তা বেআব্রু হল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। যে নির্দেশ নিয়ে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়- বিজেপির নীরবতা। এমনিতে কমিশনের কোনও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী চিঠি দিলে পালটা চিঠি দিয়ে কমিশনকে অভ্রান্ত পরিণামে মরিয়া থাকেন বিজেপি নেতারা।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর বিজেপি নেতারা কিন্তু মুখে আঙুল দাদা। নির্দেশটির ২৪ ঘণ্টা পরে মুখে তাঁদের রা'টি নেই। মানে কী? লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র গোপনীয়তার পক্ষে যুক্তি সাজানোর অস্ত্র আর একটিও নেই। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র অভিধানে প্রথম থেকে ম্যাপিং, লিংকিং ইত্যাদি শব্দ ছিল। হঠাৎ কমিশন আমদানি করে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি শব্দটিকে। যা এসআইআর-এর মূল গাইডলাইনে ছিল না।

কী সেই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি? বাংলায় যাকে বলা হচ্ছে তথ্যগত অসংগতি? তথ্যগুলো কেমন? কারও নামের বানান ভুল, ইংরেজি ও বাংলা নামের ফারাক কিংবা নামের প্রথম অংশের সঙ্গে দ্বিতীয় অংশ (ইংরেজিতে যাকে বলে ফার্স্ট নেম ও মিডল নেম) জুড়বে না আলাদা থাকবে ইত্যাদি নানাবিধ জগতের যত সামান্য ব্যাপার। দায়িত্ব দিলে যে কাজটি বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও) বাড়ি বাড়ি ঘুরে কিংবা টেলিফোনে কথা বলে সহজে করে ফেলতে পারতেন।

এজন্য এত নোটিশ, এত শুনানি, এত এত কর্মী-আধিকারিককে কাজে লাগানো, এত সময় ব্যয় ইত্যাদির দরকার হত না। প্রয়োজন হত না কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচের। এতে হয়রানির অভিযোগটা আর শুধু রাজনৈতিক দলের থাকছে না, সাধারণ মানুষের ক্ষোভে তাতে সিলমোহর পড়ে যাচ্ছে। একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশন শুধু রাজনৈতিক দলের নয়, সাধারণ মানুষের বিরাগভাজন হচ্ছে।

জনগণের অংশগ্রহণমূলক সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের কোনও সংস্থা মানুষের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হলে তার কার্যপদ্ধতি শুধু নয়, ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বিশেষ করে বিজেপি নেতাদের নানা মন্তব্যে নির্বাচন কমিশনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় জাগা স্বাভাবিক। কমিশনকে আগলে রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। শাসক বা অন্য কোনও দলের নয়। কিন্তু বিজেপি যেন সেই কাজটি করে চলেছিল।

প্রথম থেকেই কত নাম বাদ পড়বে, তার পরিসংখ্যান প্রকাশ করে বিজেপি যেন নির্বাচন কমিশনের কাজটা বেঁধে দিতে চাইছিল। বাংলায় তৃণমূল আবার একেবারেই অনাহূত হোন বা রবাহূত হোন- কারও নাম বাদ দেওয়ার বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে এসআইআর-এর উদ্দেশ্যকে ঘেঁটে দিতে মরিয়া ছিল। ফলে স্বাভাবিক সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার বদলে এসআইআর কারও ভোটের স্বার্থ সুরক্ষিত করার তাস বলে ধারণা তৈরি হচ্ছিল সাধারণ মানুষের মনেও।

নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ড ও সেই কাজের পরিণাম নিয়ে বিজেপির হইচই ওই ধারণাকে আরও পোক্ত করেছে। অন্যদিকে, কাজটিকে নানাভাবে বাধা দেওয়ার আগাগোড়া মরিয়া চেষ্টা করে গিয়েছে তৃণমূল। একটি স্বাভাবিক সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে বগলদাবা করার জন্য কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত পুরো দলীয় বাহিনীকে মাঠে নামিয়ে দিয়েছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। ফলে সাংবিধানিক প্রক্রিয়াটি যেন রাজনৈতিক চেহারা নিয়ে ফেলল। যা কমিশনের স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে।

বাংলায় মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডকে অগ্রাহ্য করার ফতোয়া কমিশনের উদ্দেশ্য নিয়ে আরও সংশয় সৃষ্টি করেছে। কেননা, এতদিন সরকারি ক্ষেত্রে এই নথিটি বয়সের নথি হিসেবে চূড়ান্ত মান্যতা পেত। সুপ্রিম কোর্ট সেই মান্যতায় সিলমোহর দেওয়ায় কমিশনের উদ্দেশ্য প্রশ্নের মুখে পড়েছে। অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্টের রায়কে তৃণমূলের জয় বলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়দের প্রচার কমিশনের মর্যাদাকে লঘু করে দিচ্ছে সন্দেহ নেই।

অমৃতধারা

প্রতিটি মানুষের সরল হওয়ার জন্য শিক্ষা লাভ করা উচিত। সরলতা থাকলে মানব জীবনের উদ্দেশ্য কৃষ্ণভক্তি লাভ অতি সহজ হয়, তা না হলে মানব জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই প্রতিটি মানুষের কায়, মন, বাক্যে সরল হওয়া উচিত। তাই প্রতিটি মানুষের এই শিক্ষা লাভ করা উচিত যে, ভগবানের কৃপায় ভৌতিক লাভ যা সব মিলেছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সেইজন্য গীতাতে বলা হয়েছে -'যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট।' অর্থাৎ- অধিক ভৌতিক লাভের জন্য প্রয়াসী হও না, কি তাতে অসন্তোষ প্রকাশ কর না। মানব সমাজে যে অশান্তি দেখা দিচ্ছে, তার মূলেতে আছে অসন্তোষ। তাই এই সন্তোষ একটি মহান গুণ বলে এক্ষেত্রে বলা হয়েছে।

-ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

গুরুদায়িত্ব কাঁধে এক আধুনিক 'হ্যামলেট'

আদর্শগত দ্বন্দ্ব ও গণতান্ত্রিক দ্বিধায় বিদীর্ণ নেহরু-মানস কি ভারতের ইতিহাসের গতিপথকে এক অনিশ্চিত সন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়েছিল?

অনমিত্র বিশ্বাস

গান্ধিজি তাঁর সাড়ম্বর বৈরাগ্যের আবহে একদা ঘোষণা করেছিলেন, 'জওহরলালই আমার উত্তরাধিকারী।' কিন্তু এই উত্তরাধিকার বা যৌবরাজ্য লাভের পথ নেহরুর জন্য খুব একটা মসৃণ ছিল না; বরং এই উচ্চাসনে বসার জন্য তাঁকে বিসর্জন দিতে হয়েছিল নিজের অনেক মৌলিক আদর্শ ও যুক্তিবাদের কঠিন জমি। নেহরুর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক মতামত মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে সবক্ষেত্রে হুবহু মেলেনি— এমনকি যখন তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদে আসীন ছিলেন, তখনও তাঁদের চিন্তার সমান্তরাল রেখাগুলো এক বিন্দুতে মেলেনি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতিচারণায় এই দ্বন্দ্বের এক নিখুঁত বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। সুভাষের মতে, নেহরুর সামনে তখন স্পষ্টত দুটি পথ খোলা ছিল। প্রথমত, নিজের সমস্ত যুক্তিচেতনা বিসর্জন দিয়ে পুরোপুরি 'গান্ধি উইং'-এর একজন অনুগত ও অন্ধ সদস্যে পরিণত হওয়া; অথবা স্পষ্ট ভাষায় গান্ধির তথাকথিত খামখেয়ালিপনার বিরোধিতা করা। নেহরু এর কোনওটিই বেছে নেননি। তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। যতদূর সম্ভব সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার যে স্বভাবনিহিত গণতান্ত্রিক নমনীয়তা তিনি প্রদর্শন করেছিলেন, তা অনেক সময় ব্যবহারিক রাজনীতির ঊর্ধ্বে এক অনন্য মহিমা লাভ করেছিল। তবে এই অন্তর্নিহিত দোটানাই পরবর্তীকালে তাঁর শাসনকাল ও ব্যক্তিগত ইমেজের ওপর গভীর ছায়া ফেলেছিল।

- এআই

সুভাষ-নেহরু সংঘাত ও ইতিহাসের এক অলঙ্ঘনীয় স্ববিরোধ

জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরুর সম্পর্ক এক বিশাল ও জটিল অধ্যায়। সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন, তখন গান্ধিজি তাঁকে একপ্রকার 'ত্যাজ্য' ঘোষণা করেছিলেন। সেই চরম সংকটের মুহূর্তে নেহরুর মধ্যস্থতার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। পরিণতিতে সুভাষকে বেছে নিতে হয়েছিল অজ্ঞাতবাসের অনিশ্চিত পথ। এরপর মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে সারথি করে তিনি যখন 'আধমরা' ভারতীয় রাষ্ট্রকে আঘাতের পর আঘাতে জাগিয়ে তোলার সংকল্পে স্বদেশের দিকে ধেয়ে আসছেন, তখন ১৯৪৩ সালে কলকাতার এক জনসভায় নেহরুর কণ্ঠে ঝরে পড়েছিল কঠোর প্রতিরোধ। নেহরু ঘোষণা করেছিলেন, তিনি তাঁর শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও সুভাষকে রুখে দেবেন। স্বাধীন ভারতের প্রেক্ষাপটে সুভাষকে নিয়ে তাঁর এই প্রাক্তন সহকর্মীর আচরণ ছিল প্রবলভাবে স্ববিরোধী। কমনওয়েলথ বা ডমিনিয়নের প্রতি দায়বদ্ধতার দোহাই দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন সৈনিককেও ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। যদিও পেনশনের ব্যবস্থার জন্য নেহরু ব্যক্তিগতভাবে কিছু উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় তা বাস্তবে খুব সামান্যই ফলপ্রসূ হয়েছিল। এমনকি ১৯৬১ সাল পর্যন্ত নেহরুকে জনসমক্ষে এটি স্পষ্ট করতে হয়েছিল যে, সরকারি কোনও কার্যালয়ে সুভাষের প্রতিকৃতি রাখা আইনত অপরাধ বা বেআইনি কিছু নয়।

শাহনওয়াজ কমিটি ও ষড়যন্ত্রের মেঘপুঞ্জ

১৯৫৬ সালে সুভাষচন্দ্রের রহস্যময় অন্তর্ধানের কিনারা করতে অথবা এই বিষয়ে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক কী হবে তা নির্ধারণ করতে শাহনওয়াজ কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটির ধুলোমাখা পুরোনো ফাইলের স্তূপ থেকে একটি চাঞ্চল্যকর চিঠির হদিস পাওয়া যায়। আজাদ হিন্দ ফৌজের এক প্রাক্তন সৈনিক তাঁর প্রাক্তন সেনানায়ক শাহনওয়াজ খাঁ-কে এই চিঠিটি লিখেছিলেন। চিঠির সারমর্ম ছিল প্রবল আবেগ ও অসংলগ্ন কিছু প্রশ্নের সমাহার। যেমন— 'আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে নেতাজি, আমাদের প্রিয় নেতাজি, অমন সামান্য একটা কারণে মারা যেতে পারেন?' সেই সৈনিকের লেখায় সুদূরপরাহত কনস্পিরেসি থিওরির পাশাপাশি নেহরুর বিরুদ্ধে এক ধরনের বিষোদ্গার ছিল। ইঙ্গিত এমনও ছিল যে, নেতাজির নিখোঁজ হওয়ার নেপথ্যে নেহরুর হাত থাকা অসম্ভব নয়। পরিশেষে তাঁর আকুল অনুরোধ ছিল, এই চিঠিটি যেন চূড়ান্ত রিপোর্টে স্থান পায়। কিন্তু বেচারা সৈনিক জানতেন না যে, লালকেল্লার ঐতিহাসিক বিচারপর্ব থেকে জীবিতাবস্থায় বের হওয়ার পরেই শাহনওয়াজ খাঁ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এরপর থেকে তিনি একনিষ্ঠ গান্ধিবাদী হিসেবে জীবন অতিবাহিত করবেন। আজাদ হিন্দের সেই রক্তক্ষয়ী অধ্যায়কে তিনি পরিত্যক্ত পাদুকার মতো পেছনে ফেলে এসেছিলেন। ফলে সেই আবেগি চিঠিটিকে তৎক্ষণাৎ ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়ার একাধিক যুক্তি ছিল। চিঠিতে কমিটির অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় কোনও প্রামাণ্য তথ্য ছিল না, ছিল কেবল এক বিশ্বস্ত সৈনিকের আক্ষেপ। অথচ সেই তুচ্ছ চিঠির সূত্র ধরেও নেহরুকে কোনওদিন কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি।

আদর্শগত দ্বিধা ও একনায়কতন্ত্রের ভয়াল ছায়া

নেহরু স্বাধীনতার প্রথম 'চৌকিদার' হিসেবে নিজের ইমেজ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। সেই সময়ে একজন সাধারণ নাগরিক কোনও জোরালো প্রমাণ ছাড়াই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলার সাহস পেতেন— এই গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরির জন্য নেহরুকে কিছুটা বাহবা দিতেই হয়। এমনকি অভিযোগগুলো যদি সত্যিও হয়, তবুও তাঁর এই প্রশ্রয় দেওয়ার মানসিকতা ছিল অনন্য। বলা হয়, মহম্মদ বিন তুঘলক নাকি আইন করেছিলেন যে প্রজারা ইচ্ছা করলে সুলতানের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে। এই সুযোগে অনেকেই মামলা করে জয়ী হত, কারণ অভিযোগকারী হেরে গেলে বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। নেহরুর ক্ষেত্রেও বিষয়টি অনেকটা তাই। দক্ষিণে ও বামে— উভয়পক্ষই নেহরুকে তাঁদের রাজনৈতিক ন্যারেশনে 'খলনায়ক' হিসেবে তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছে মূলত তাঁরই দেওয়া প্রশ্রয়ে। তবে নেহরুর এই অতি-ঔদার্য ভারতবর্ষের ক্ষতি করেনি, এমনটা বলা কঠিন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে তড়িঘড়ি করে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগ না করে যদি সুভাষ-প্রকল্পিত 'কন্ট্রোলড প্লেবিসিট' বা নিয়ন্ত্রিত জনমতের পথ অনুসরণ করা হত, তবে ১৮ শতাংশ সাক্ষরতার এই দেশটির হয়তো দীর্ঘমেয়াদি উপকার হত। মুসলিম লিগকে পুনরায় ভারতীয় নির্বাচনে লড়তে দেওয়া, কাশ্মীরের সাম্প্রদায়িক হিংস্রতাকে ৩৭০ ধারা দিয়ে সুরক্ষিত করা কিংবা চিন ও পাকিস্তানের রণলিপ্সুতার বিরুদ্ধে কূটনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা— এমন অনেক দায়ভারই নেহরুর কাঁধে আজও চাপানো হয়। এর অধিকাংশের উৎস ছিল অন্যের চোখে নিজেকে মহৎ প্রতিপন্ন করার এক নিরন্তর চেষ্টা। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, নেহরু যদি সেই ধাতের না হতেন এবং একজন কঠোর ডিক্টেটরের মতো আচরণ করতেন, তবে কি তা ভারতের ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলজনক হত? মহৎ একনায়কতন্ত্রও অনেক সময় পরবর্তীকালের কোনও কুৎসিত স্বৈরাচারের পূর্বসূরি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

রেনকোজি মন্দির ও অমীমাংসিত ইতিহাসের উপসংহার

নেহরুর প্রধান ত্রুটি ছিল ঔদার্য এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী এক গভীর সংশয়। তিনি ছিলেন অনেকটা বুদ্ধের সমসাময়িক বিম্বিসারের মতো, যিনি পুত্র অজাতশত্রুর বিদ্রোহের মুখে বুদ্ধের পরামর্শ মেনে তাকে কঠোর দণ্ড দিতে পারেননি, আবার সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে তার উচ্চাশাও প্রশমিত করতে পারেননি। নেহরুও সারাজীবন ডেনমার্কের সেই রাজপুত্র হ্যামলেটের মতো এক দোটানায় ভুগেছেন— যার কাঁধে পিতৃঋণের গুরুদায়িত্ব কিন্তু মনে চিরন্তন প্রশ্ন, 'টু বি অর নট টু বি'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় সৈনিকদের ভূমিকা নিয়ে তিনি কখনও সুভাষের মতো স্পষ্ট হতে পারেননি। সুভাষ বলেছিলেন, ভারতীয় সৈনিকরা মরতে হলে স্বাধীনতার যুদ্ধে মরবে; অন্যদিকে সাভারকার ও শ্যামাপ্রসাদ চেয়েছিলেন বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে থেকে অস্ত্রচালনা শিখে নিতে। নেহরু এর কোনওটিই জোর গলায় বলতে পারেননি। ফ্যাসিস্ট শক্তির প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল রোমান্টিক ইংলিশ মূল্যবোধে জারিত, আবার ব্রিটিশ শৃঙ্খলের বিনিময়ে তিনি জিন্নাহর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কৌশল শিখতেও রাজি ছিলেন না। মণিপুরের জঙ্গলে যখন আজাদ হিন্দ সৈনিকরা ক্ষুধা ও ম্যালেরিয়ায় ধুঁকছিল, তখন তাঁদের ওপর হেলিকপ্টার থেকে বিশ্বাসঘাতকতার প্ররোচনা দেওয়া লিফলেট ফেলার পেছনেও নেহরুর এক ধরনের প্রচ্ছন্ন সায় ছিল। স্বাধীনতার পর মাউন্টব্যাটেনকে দিয়ে আজাদ হিন্দ স্মৃতিসৌধে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ানো ছিল তাঁর এক প্রকার অদ্ভুত প্রায়শ্চিত্ত। অথচ সুভাষের তথাকথিত মৃত্যুসংবাদে তিনি 'দুঃখিত' ও 'নিশ্চিন্ত'— এই দুই বিপরীতধর্মী অনুভূতির কথা স্বীকার করেছিলেন। এক গুরুর দুই শিষ্য, অনেকটা ভীম-দুর্যোধন বা স্ট্যালিন-ট্রটস্কির মতো প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন। নেহরু হয়তো চেয়েছিলেন সুভাষের সদ্গতি ঘটুক বীরের মতো, যাতে তাঁকে নিজের হাতে কোনও বিসদৃশ কাজে লিপ্ত হতে না হয়।

(লেখক আইআইটি ভিলাই-এ গবেষক)

আজ

১৯৪৫

বিপ্লবী রাসবিহারী বসু প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৮৬

অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

ইরান যদি আমাদের আক্রমণ করে, তাহলে আমরা এমন শক্তিতে প্রতিক্রিয়া দেখাব যা তারা আগে কখনও অনুভব করেনি। ইরানের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা কেউ বলতে পারে না। তবে এটা নিশ্চিত যে, দেশটি আর আগের জায়গায় ফিরে যাবে না। তেহরানের প্রতিটি পদক্ষেপে নজর রাখা হচ্ছে।

- বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু

ভাইরাল/১

মন্দিরে মূর্তির গায়ের শাল চুরির ভিডিও ভাইরাল। উত্তরপ্রদেশের হাপুর জেলার মহাদেব মন্দিরে দুই মহিলা পুজো দিতে ঢুকেছিলেন। একজন মূর্তির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রণাম সারেন। তারপর মূর্তির গায়ে থাকা শাল নিয়ে পগারপার।

ভাইরাল/২

কেরলের বাসে কনডাক্টর টিকিট কাটছেন। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কার্ডবোর্ডে ঢাকা। তাঁর ওপর লেখা 'পুরুষদের জন্য কমিশন চাই'। মজা নয়। এক মহিলার হেনস্তার ভিডিওর জেরে একজন আত্মহত্যা করেছেন। তার প্রতিবাদে কনডাক্টরের এই অভিনব সাজ।

জনমন জনমত

এসআইআর-এর গেরো

এবার নেতাজির বংশধরদের এসআইআর শুনানিতে ডাক পড়েছে। তার মধ্যে চন্দ্র বসু ও তাঁর পরিবারের সদস্যরাও আছেন। চন্দ্র বসু অতীতে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ও সম্পর্কে নেতাজির দৌহিত্র। অবস্থা যা তাতে নাম থাকলে এলগিন রোডের স্বয়ং নেতাজিরও হয়তো ডাক পড়ত। নামের কোথাও সুভাষচন্দ্র বসু, কোথাও সুভাষ বসু, কোথাও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি!

আবার রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে পদবি কোথাও ঠাকুর, কোথাও টেগোর। নামে কোথাও আবার আরএন। সবচেয়ে সমস্যায় পড়তেন নজরুল। কোথাও নজরুল ইসলাম, কোথাও কাজী নজরুল ইসলাম। এখানেও পুরো লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি!

অমর্ত্য সেন, কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী, দীপ্সিতা ধরদের মধ্যে মিল এখন এটাই যে, অসংখ্য সাধারণ মানুষের মতো এঁরাও 'নির্যাতন' কমিশনের ইললজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির অধীনে।

যা চলছে পুরো পাগলামি! মানুষকে বিব্রত করার একটা ভালো পন্থা বের করেছে কমিশন। হঠাৎ হঠাৎ একেকটা ফরমান। আচমকা বাতিল হয়ে যাচ্ছে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট! কখনও এটা, কখনও ওটা। নিত্যনতুন আবদার। বিএলও-রাও বিরক্ত, সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত। পুরো যন্তরমন্তর ঘরে তৈরি মস্তিষ্ক প্রক্ষালন যন্ত্রে মগজ ধোলাইয়ের প্রোডাক্ট এই মুখিয়া কমিশনার ও তাঁর শাগরেদরা।

অমৃতেন্দু চট্টোপাধ্যায়
মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

যুদ্ধের বিশ্বায়ন ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

একসময় যুদ্ধ ছিল ব্যতিক্রম, আজ তা প্রায় নিয়ম। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায়, প্রায় প্রতিটি দেশই কোনও না কোনওভাবে যুদ্ধের মুখোমুখি। কোথাও সরাসরি সামরিক সংঘর্ষ, কোথাও গৃহযুদ্ধ, কোথাও বা কূটনীতি ও অর্থনীতির আড়ালে চলা নীরব যুদ্ধ। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, যুদ্ধের ধারণাটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। শিশুমৃত্যু, উদ্বাস্তু সংকট, ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর- এইসব দৃশ্য এখন আর বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয় না, বরং দৈনন্দিন সংবাদের তালিকায় নেমে এসেছে। বিশ্ব রাজনীতি আজ এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, যেখানে শান্তির ভাষা যত উচ্চস্বরে উচ্চারিত হচ্ছে, বাস্তবে অস্ত্রের প্রস্তুতিও ততই বাড়ছে। প্রযুক্তি ও সামরিক ক্ষমতায় অগ্রগতি হলেও মানবিক দায়বদ্ধতায় তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। এই বৈপরীত্যই ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি করছে।

এই পথের শেষ কোথায়? যদি প্রতিটি সংকটের উত্তর হয় শক্তি প্রদর্শন, তাহলে আগামী প্রজন্ম কী উত্তরাধিকার পাবে? সহাবস্থান নাকি স্থায়ী সংঘাত? আজ প্রয়োজন বিশ্ব নেতৃত্বের আত্মসমালোচনা। যুদ্ধকে অনিবার্য বলে মেনে নেওয়া নয়, বরং তাকে ঠেকানোর রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

অলোকা রায়
ধনতলা, ক্রান্তি, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

গণসংযোগের অভাবেই বিপাকে আন্দোলন?

আঞ্চলিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উন্নয়ন ও গণসংযোগের অভাব আজ উত্তরবঙ্গের দীর্ঘকালীন বঞ্চনার আন্দোলনকে ক্রমশ দিশাহীন করে তুলছে।

ক্ষীরোদা রায়

উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক আন্দোলনগুলি আজ এক অস্তিত্ব সংকটের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। কামতাপুর কিংবা গোর্খাল্যান্ড— বঞ্চনা, ভাষা ও পরিচয়ের দাবিতে গড়ে ওঠা এই লড়াইগুলোর ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা নিয়ে নতুন করে বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু বড় প্রশ্নটি অন্যত্র— এই আন্দোলনগুলি কি সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে? নাকি কার্যকর গণসংযোগের অভাব আর নেতৃত্বের অদূরদর্শিতায় এগুলো বারবারই কক্ষচ্যুত হচ্ছে? রাজনীতিতে আবেগ জ্বালানি হিসেবে কাজ করলেও, নিরন্তর জনসংযোগ ছাড়া কোনও আন্দোলনই দীর্ঘজীবী হয় না। নেতৃত্বের অভ্যন্তরীণ কোন্দল আর অস্পষ্ট প্রচারের ফলে আন্দোলনের মূল লক্ষ্য আজ অনেকটাই কুয়াশাচ্ছন্ন।

বঞ্চনার ক্যানভাস ও সামাজিক বিচ্ছেদ

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, আঞ্চলিক আন্দোলনগুলির সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব তৈরি হয়েছে। আন্দোলনের ভাষা আজও একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভাবাবেগেই আটকে আছে; অথচ বঞ্চনার ক্ষত উত্তরবঙ্গ ও পাহাড়ের প্রতিটি স্তরেই সমানভাবে গভীর। উন্নয়নের প্রশ্নে এই ক্ষোভ কেবল কামতাপুরিদের নয়, বরং প্রান্তিক কৃষক, চা শ্রমিক, কর্মহীন যুবসমাজ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরও। উত্তরবঙ্গে এখনও এইমসের মতো কোনও বিশেষায়িত চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে না ওঠা কিংবা শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির রেল আধুনিকীকরণের স্বপ্নটি কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকা—এই বঞ্চনাগুলো সর্বজনীন। অথচ তিনটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রবেশদ্বার হিসেবে এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক গুরুত্ব আন্তর্জাতিক মানের।

- এআই

কৃষিপণ্য ও শিল্পের পদ্ধতিগত অবহেলা

উত্তরবঙ্গের কৃষি ও শিল্প আজও এক পদ্ধতিগত অবহেলার শিকার। মালদার আম, দিনাজপুরের লিচু কিংবা ডুয়ার্সের আনারস—আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবল চাহিদা থাকলেও এই কৃষিপণ্যগুলিকে কেন্দ্র করে কোনও সংগঠিত প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে ওঠেনি। ধান, পাট বা সুপারির বিপুল ফলন থাকলেও মূল্য সংযোজন ও বাজার সম্প্রসারণের কোনও দিশা নেই। ব্রিটিশ আমলের পুরোনো হাট-বাজারগুলো আজ জরাজীর্ণ। বিপরীতে, দেশভাগের পরবর্তী প্রেক্ষাপটে দক্ষিণবঙ্গে যোগাযোগ ও বাজার ব্যবস্থার যে বৈপ্লবিক প্রসার ঘটেছে, উত্তরবঙ্গ সেই উন্নয়নের আলোকবৃত্ত থেকে অনেক দূরেই রয়ে গিয়েছে।

বেকারত্বের বিষাদ ও নতুন সামাজিক অসুখ

উন্নয়নের এই খরা সবচেয়ে বড় আঘাত হেনেছে উত্তরবঙ্গের যুবসমাজে। কর্মসংস্থানের অভাবে জন্মভিটে ছেড়ে পরিযায়ী হওয়ার সিদ্ধান্ত আজ আর কারও শখ নয়, বরং এক যন্ত্রণাদায়ক বাধ্যবাধকতা। এর চেয়েও ভয়ংকর সামাজিক বাস্তবতা হল—স্থায়ী উপার্জনের পথ না পেয়ে অনেক তরুণ-তরুণী ভার্চুয়াল জগতের অন্ধকার গলিতে পা বাড়াচ্ছেন, জড়িয়ে পড়ছেন কুরুচিকর কনটেন্ট তৈরির পথে। এটি কেবল নৈতিক অবক্ষয় নয়, বরং রাষ্ট্রের উন্নয়ন-ব্যর্থতার এক বিকৃত প্রতিফলন। এই বিপজ্জনক সন্ধিক্ষণে রাজনৈতিক নেতৃত্বের মৌন অত্যন্ত পীড়াদায়ক।

পরিচয়ের রাজনীতি বনাম উন্নয়নের ভাষা

এই সামগ্রিক বঞ্চনাই কামতাপুর ও গোর্খা আন্দোলনের জ্বালানি। কিন্তু আন্দোলনের কুশীলবরা আজও এই বাস্তবতাকে আধুনিক রাজনৈতিক ভাষায় রূপ দিতে পারেননি। কেবল পরিচয়ের রাজনীতি দিয়ে পেটের খিদে মেটানো সম্ভব নয়— প্রয়োজন প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও কর্মসংস্থানের ব্লু-প্রিন্ট। গণসংযোগের পথ আজ আর কেবল সভা-মিছিলে সীমাবদ্ধ নেই; সংবাদমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে নিরন্তর সংলাপই পারে আন্দোলনের গুরুত্বকে প্রাসঙ্গিক রাখতে। নেতৃত্বের দূরদর্শিতা ও গণসংযোগের সক্ষমতা ছাড়া এই বঞ্চনার ইতিহাস মুছে ফেলা কঠিন।

(লেখক লীলাবতী মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৫০

পাশাপাশি : ২। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি ৫। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ৬। ভাগ্যের জোর, ভাগ্যের আনুকূল্য ৮। উত্তর-পশ্চিম ভারতের নদী ৯। প্রচলন, রেওয়াজ, অস্থির ১১। চটক আছে এমন ১৩। খেয়ামাঝি ১৪। জাদুর তন্ত্রমন্ত্র।

উপর-নীচ : ১। অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে আইঢাই অবস্থা ২। শরীর, দেহ ৩। সংগীতের ছয়মাত্রার তালবিশেষ ৪। তানপুরার আরেক নাম ৬। মিত্র, সখা, সুহৃৎ, স্বজন ৭। চাল ৮। মজবুত ও বড় বাক্স ৯। গুপ্তচর, চড়া ১০। সূর্য ১১। চড়াই পাখি, ঔজ্জ্বল্য, জেল্লা, ভড়ং ১২। পুত্র, বালক ১৩। পর্যন্ত,অবধি।

সমাধান ■ ৪৩৪৯

পাশাপাশি : ১। ওলাবিবি ৩। চাউর ৫। উপরচালাক ৬। বিজনি ৭। বান্ধব ৯। আলাপ-সালাপ ১২। নানান ১৩। কর্মান্তর।

উপর-নীচ : ১। ওয়াহাবি ২। বিলাপ ৩। চামচা ৪। রক্তক ৫। উনি ৭। বাপ ৮। বরাবর ৯। আস্তানা ১০। পড়েন ১১। লায়েক।

বিন্দুবিসর্গ

সুস্থ সৌগত

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন সাংসদ সৌগত রায়। মঙ্গলবার দুপুরে তাঁকে ছুটি দেওয়া হয়। বাড়িতে আপাতত তাঁকে বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি।

বাড়বে কর

বাড়তে পারে কলকাতা পুরসভার সম্পত্তি করের পরিমাণ। বুধবার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে এই বিষয়ে পুরসভায় বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। কর আদায়ের বৈষম্য দূর করতেই এই সিদ্ধান্ত।

উত্তপ্ত ভাঙড়

ফের উত্তপ্ত ভাঙড়। বোমার আঘাতে এক তৃণমূল কর্মীর হাত ঝলসে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তির আইএসএফের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী।

ইডি'র হানা

জিএসটি ফাঁকি দেওয়ার মামলায় কলকাতার একাধিক জায়গায় হানা দিল ইডি। আইপ্যাক কাণ্ড থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের ঘিরে রইল কেন্দ্রীয় বাহিনী। অসমের গুয়াহাটির মামলার সূত্রে এই তল্লাশি চালায় ইডি।

শুনানির মেয়াদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা, পিছোতে পারে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ

দশ জেলায় আরও ১২ অবজার্ভার

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : সুপ্রিম নির্দেশের জেরে শুনানির মেয়াদ বাড়তে চলেছে। তবে শুধু শুনানিই নয়, এর ফলে ফর্ম-৭ জমা দেওয়া ও ভোটার তালিকা নিয়ে আপত্তি জানানোর সময়ও বাড়বে। একই সঙ্গে ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিনও পিছোনোর সম্ভাবনা রয়েছে। এমনটাই মনে করছে কমিশন। মঙ্গলবার রাতে অথবা বুধবার সকালে এ ব্যাপারে সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সিইও দপ্তর সূত্রে এ কথা জানা গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কারণে চিহ্নিত শুনানির তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছে। সিইও মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, ওই তালিকার পাশাপাশি ২০০২-এর সঙ্গে মিল না থাকা আনম্যাপড ৩১ লক্ষের তালিকাও প্রকাশ করবে কমিশন।

দু'দফায় আনম্যাপড ও লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির আওতায় ১ কোটি ২৫ লক্ষের শুনানি চূড়ান্ত করে ১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা কার্যত অসম্ভব ছিল কমিশনের। প্রমাদ গুনছিল সিইও দপ্তরও। সেই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম নির্দেশ আখেরে কমিশনকেই কিছুটা স্বস্তি দিল বলে মনে করছে কমিশনের আধিকারিকরা। সোমবার এসআইআর মামলার রায়ে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা টাঙানোর ১০ দিন পরে শুনানি করার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

রাজ্যে এসআইআর শুনানিতে আরও কড়া নজরদারি চালাতে ফের ১২ পর্যবেক্ষককে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের নজরে রাজ্যের ১০ জেলা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই ১০ জেলাই সীমান্তবর্তী এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। প্রাথমিকভাবে কমিশন মনে করছে, এই জেলাগুলিতে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে গাফিলতি আছে। এসআইআর-এর কাজে তদারকির জন্যে আগেই দু'দফায় ১৬ জন রোল অবজার্ভারদের একটি টিমকে রাজ্যে পাঠিয়েছিল দিল্লি।

প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, নতুন এই ১২ জনের দলটি দুই মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, দুই দিনাজপুর, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং হুগলির এসআইআর-এর চলতি কাজের ওপর নজর রাখবেন। শুনানি পর্বে বিশেষত লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কারণে যেসব ভোটারকে শুনানিতে ডাকা হচ্ছে তাঁদের নথির বিষয়ে বিশেষ নজর দেবেন তাঁরা। সোমবারই শীর্ষ আদালত কমিশনের লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কারণে যাদের চিহ্নিত করেছে, সেই সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ব্লক অফিস থেকে শুরু করে মহকুমা শাসকের দপ্তর পর্যন্ত টাঙিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। সেই নোটিশ টাঙানোর ১০ দিন পরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানিতে ডাকতে হবে বলেও জানিয়ে দিয়েছে আদালত। শুধু লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির বিষয়েই নয়, শুনানিতে বয়স প্রমাণের নথি হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকেও গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। শুনানিতে সহায়ক হিসেবে যে কোনও ব্যক্তি এমনকি বিএলএ (রাজনৈতিক দলের এজেন্ট)-কেও সঙ্গে নিতে পারবেন বলে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। একই সঙ্গে প্রান্তিক মানুষকে যাতে হয়রানির মুখে পড়তে না হয় সে কারণে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত শুনানি কেন্দ্র করতে কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত এবং সেই কাজে পর্যাপ্ত সংখ্যায় উপযুক্ত সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের যাতে কমিশন কাজে লাগাতে পারে তার জন্যে রাজ্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পরেই রাজ্যের মুখ্যসচিবকে দিল্লিতে জরুরি তলব করেছিল কমিশন। সেখানেই সুপ্রিম নির্দেশ এবং রাজ্যের এসআইআর পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

যদিও এদিন বিজেপি দাবি করেছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের ভুল ব্যাখ্যা করছে তৃণমূল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এদিন বলেছেন, 'শুনানিতে বিএলএ-২ ঢুকতে পারে না। সুপ্রিম কোর্ট সহায়ককে শুনানিতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। সহায়ক আর বিএলএ এক নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে এসআইআরকে ভন্ডুল করতে চাইছে তৃণমূল।

হয়রানির দায় মমতার : শুভেন্দু

ধুবুলিয়া, ২০ জানুয়ারি : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন ঘিরে রাজ্যজুড়ে যখন ত্রাহি ত্রাহি রব, তখন সেই গণ-হয়রানির দায় সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাড়ে ঠেলে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার নদিয়ার ধুবুলিয়ার সভা থেকে তাঁর দাবি, ভোটার তালিকায় নামের বানানে ভুলের জন্য কমিশন নয়, দায়ী নবান্নর অসহযোগিতা। রাজ্য সরকার ইচ্ছা করে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর না দেওয়ায় আজ সাধারণ মানুষকে নামের বানানের ভুলের জন্য শুনানির চক্কর কাটতে হচ্ছে।

শুভেন্দুর অভিযোগ, বিহার মডেলে ভোটার তালিকা স্বচ্ছ করতে নির্বাচন কমিশন রাজ্যের কাছে ১০০০ ডেটা এন্ট্রি অপারেটর চেয়েছিল। কিন্তু ৪-৫ কোটি টাকা খরচ হবে— এই অজুহাতে রাজ্য সরকার তা দেয়নি। ফলে ২০০২ সালের তালিকার ইংরেজি ডিজিটাইজেশনের সময় 'Roy' হয়েছে 'Ray' কিংবা 'Das' হয়েছে 'Dass'।

শুভেন্দুর তির্যক মন্তব্য, 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী আর রোহিঙ্গাদের বাঁচাতে এই লোকবল দেয়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন। তার ফলেই আজ বৈধ নাগরিকদের লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। বিহারে এই প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে হলেও বাংলায় ইচ্ছাকৃতভাবে জটিলতা তৈরি করা হয়েছে।'

নিজের ভোটব্যাংককে আশ্বস্ত করতে শুভেন্দু এদিন বলেন, 'হ্যাঁ, কিছু হিন্দু ভাইয়ের অসুবিধা হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু এটা রাষ্ট্র রক্ষার লড়াই। আজ এইটুকু কষ্ট সহ্য না করলে আগামী প্রজন্মের ধ্বংসলীলা দেখতে হবে।'

রাজ্যকে 'গ্রেটার বাংলাদেশ' বানানোর চক্রান্তের ভয় দেখিয়ে তিনি স্পষ্ট করে দেন, এই হয়রানি আসলে অনুপ্রবেশকারী মুক্ত ভারতের এক ছোট মূল্য। নাকাশিপাড়া বা সামশেরগঞ্জের সাম্প্রতিক হিংসার উদাহরণ টেনে হিন্দু ভোটারদের সংহতি চাওয়ার পাশাপাশি ক্ষমতায় এলে মোদির উন্নয়নের 'বন্যা' বইবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। মূলত, প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে ঢাল করে হিন্দু ভোটের মেরুকরণ ধরে রাখাই এখন শুভেন্দুর প্রধান লক্ষ্য।

আমার সন্তান যেন থাকে জামার মধ্যে... *মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি : পিটিআই।*

প্রকল্প অস্ত্রে সিঙ্গুরে মমতার পালটা সভা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : ২০১১ সালের আগে হুগলির ছোট্ট জনপথ যে সিঙ্গুর হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক পালাবদলের কেন্দ্রবিন্দু, ১৫ বছর পর ২০২৬ সালের গোড়ায় তা আবার হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক জমি দখলের উৎসস্থল। গত রবিবার সিঙ্গুরের মাটিতে সভা করে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু তাঁর ভাষণে সিঙ্গুরের জন্য কর্মসংস্থানের দিশা কিছু ছিল না। এবার সেই মাটিতেই আগামী ২৮ জানুয়ারি সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ওই সভা থেকেই বেশকিছু সরকারি প্রকল্প এবং পরিষেবা প্রদান করার কথা তাঁর। ইতিমধ্যেই তার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। সিঙ্গুরের সাড়ে ১১ একর জমিতে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে লজিস্টিক হাব তৈরির কথা আগেই জানিয়েছে রাজ্য সরকার। এবার আরও দু-একটি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রীর সিঙ্গুর সফরকে কার্যত মোকাবিলা করতে চান মমতা।

স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, '২৮ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর আসার কথা রয়েছে। সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর ২০১৬ সালে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সিঙ্গুরের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভরসা করেন। তাই তাঁর সভায় যে রেকর্ড ভিড় হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।'

- বছর কুড়ি পর সিঙ্গুর যেন ফের হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক জমি দখলের উৎসস্থল
- গত রবিবার সেখানে সভা করে গিয়েছেন মোদি, ২৮ তারিখ সেখানে যাবেন মমতা
- সবকিছু ঠিক থাকলে ওই সভা থেকে বেশ কিছু প্রকল্প এবং পরিষেবা প্রদান করার কথা তাঁর

> অনিচ্ছুকদের জমি ২০১৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফিরিয়েছিলেন। সিঙ্গুরের মানুষ তাঁকে ভরসা করেন। সভায় রেকর্ড ভিড় হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না
>
> **-বেচারাম মান্না**

২০০৬-২০০৭ সালে টাটাদের ছোট গাড়ি ন্যানো কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, তার জেরেই ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটেছিল। এরপর সিঙ্গুরের ঘুঙ্গির খাল দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। ২০১৬ সালে অনিচ্ছুক কৃষকরা তাঁদের জমি ফিরে পেয়েছেন। ২০১১ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ২০২৬ সাল ফের হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক পালাবদলের রোডম্যাপ। সিঙ্গুরের সভা থেকেই রাজ্যের 'মহাজঙ্গলরাজ' খতমের ডাক দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আবার সেই সিঙ্গুরেই গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়নকেই হাতিয়ার করবেন এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন, সেই ব্যাপারে নিশ্চিত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আরও ১৬ লক্ষ পরিবারকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে চলতি মাসেই দেওয়ার কথা। সিঙ্গুরের সভা থেকেই এই টাকা ছাড়ার কথা রয়েছে। এর ফলে গোটা রাজ্যে এই প্রকল্পে ২৮ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। এছাড়াও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ব্যয়বরাদ্দের কোনও বৃদ্ধির ঘোষণা হয় কি না, সেদিকেও নজর রয়েছে সকলের। পাশাপাশি সিঙ্গুরের বাসিন্দাদের কর্মসংস্থানের জন্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে কোনও চমক থাকে কি না, সেদিকেও সকলের নজর রয়েছে। ফলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিঙ্গুর হয়ে উঠেছে তৃণমূল এবং বিজেপির লড়াইয়ের ভরকেন্দ্র।

শিক্ষাকর্মীদের পরীক্ষা শুরুর সম্ভাবনা মার্চে

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : অবশেষে চিন্তার ভাঁজ কিছুটা হলেও গেল শিক্ষাকর্মীদের কপাল থেকে। দীর্ঘ ১০ মাস বেতনহীন তাঁরা। শিক্ষকদের লিখিত পরীক্ষা মিটে গেলেও শিক্ষাকর্মীদের পরীক্ষার কোনও আঁচ পাওয়া যাচ্ছিল না স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকে। ফলে পরীক্ষা প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু করার আর্জি জানাচ্ছিলেন শিক্ষাকর্মীরা। মঙ্গলবার শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, সব জট কাটিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের আগেই গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা শেষ করতে চান কর্তৃপক্ষ। মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলি মিটলেই শুরু করা হবে শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া।

সম্প্রতি নবান্নে এই বিষয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। এসএসসি প্রস্তাব অনুযায়ী, ১ ও ১৫ মার্চ গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি'র পরীক্ষা নেওয়া হবে। নবান্ন সবুজ সংকেত দিলেই লিখিত পরীক্ষা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি

নবান্নের সবুজ সংকেতের অপেক্ষা

জারি করবে এসএসসি। গ্রুপ-সি শূন্যপদের সংখ্যা ২৯৮৯টি। গ্রুপ-ডি শূন্যপদ ৫৪৮৮টি। ইতিমধ্যেই দুটি পদের নিয়োগের জন্য আবেদন করেছেন প্রায় ১৬ লক্ষ পরীক্ষার্থী। গ্রুপ-সি'তে নিয়োগের জন্য আবেদন জমা পড়েছে ৮ লক্ষের কাছাকাছি। গ্রুপ-ডি'তে নিয়োগের জন্য জমা পড়েছে সাড়ে ৮ লক্ষেরও বেশি আবেদন। সব মিলিয়ে মোট ৮৪৭৭টি শূন্যপদের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন পুরোনো ও নতুন পরীক্ষার্থীরা। এখানেই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন চাকরিহারারা। তাঁদের মত, এত কম শূন্যপদে পরীক্ষা দিলে অর্ধেকের বেশি চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা পুনর্নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ নাও পেতে পারেন। যেসব 'যোগ্য' বঞ্চিত হবেন, তাঁদের জন্য রাজ্য সরকার কী ভাবছে, সেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন চাকরিহারারা।

'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী অমিত মণ্ডল বলেন, 'এতদিন ধরে বেতন বন্ধ। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত পরিস্থিতি নিয়ে আমরা পরীক্ষায় বসব। যেসব যোগ্য সুযোগ পাবেন না, তাঁদের জন্য রাজ্য সরকার কী ভাবছে, তা অবিলম্বে স্পষ্ট করুক। এখনও পর্যন্ত আমরা যাঁরা কর্মরত ছিলাম, তাঁদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও মেটানো হয়নি। সেই পাওনাগুলি নিয়েও রাজ্য কী পদক্ষেপ করবে তা জানানো হোক।' শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ বাড়ালেও কেন শিক্ষাকর্মীদের সুরাহা করা হচ্ছে না, আদালতের উদ্দেশে সেই প্রশ্নও তুলছেন 'যোগ্য' শিক্ষাকর্মীরা।

বিমাহীন গাড়ি নিয়ে কেন্দ্রের নীতিতে না

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : বিমাহীন গাড়ির বিরুদ্ধে কড়া আইন আনতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। এতদিন গাড়ির রেজিস্ট্রেশন বা পারমিট না থাকলে গাড়ি আটক করতে পারত পুলিশ। বিমা না থাকলে শুধু জরিমানা করা ছাড়া গাড়ি আটকের সুযোগ ছিল না পুলিশের। এতে বিমাহীন গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়লে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত জটিলতা বাড়ছিল। বিমা ছাড়াই রাস্তায় গাড়ি চালানোর প্রবণতা বাড়ছিল। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক এই প্রবণতা রুখতে রাস্তায় বিমাহীন গাড়ির ক্ষেত্রে শুধু জরিমানা নয়, গাড়ি আটক করার আইন যুক্ত করতে মোটর ভেহিকলস আইন সংশোধন করতে চায়। সাংবিধানিক জটিলতা এড়াতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সহ সব রাজ্যের মতামত জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছে। রাজ্যগুলির মতামত পাওয়ার পর তা খতিয়ে দেখে আইন সংশোধনের বিষয়ে পদক্ষেপ করবে কেন্দ্র।

মঙ্গলবার রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'গাড়ি আটক করা, বুলডোজার চালানো বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতিতে আমরা বিশ্বাসী নই। এই ধরনের আইন সংশোধন করে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার বিমা কোম্পানিকে প্রচুর টাকা পাইয়ে দিতে চায়? বিজেপির পার্টি তহবিল তাদের টাকায় ভরাতে চায়?' স্নেহাশিস বলেন, 'ওদের বক্তব্য ভালো করে খতিয়ে দেখে রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে তার মতামত জানাবে। তবে রাজ্য সরকার মনে করে, মানুষ গাড়ি কেনে বিমা করিয়েই। বিমা ছাড়া গাড়ি চালানোর মানসিকতা মানুষের থাকে না বলেই আমরা বিশ্বাস করি। তবু কেন্দ্রের কী বক্তব্য, রাজ্য সরকার তা খতিয়ে দেখবে ও জবাব দেবে।'

বেলডাঙায় প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী : হাইকোর্ট

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : জীবন, জীবিকা, সম্পত্তি রক্ষার স্বার্থে পদক্ষেপ করতেই হবে আদালতকে। দীর্ঘ ৩০ ঘণ্টা ধরে বেলডাঙায় তাণ্ডবের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এমনটাই মন্তব্য করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। এই অশান্তির ঘটনায় মুর্শিদাবাদে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী বেলডাঙায় মোতায়েন করতে পারবে রাজ্য। এনআইএ-কে দিয়েও কেন্দ্র প্রয়োজন মনে করলে তদন্ত করাতে পারবে। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, অবিলম্বে যাতে বেলডাঙায় শান্তিশৃঙ্খলা পুনরায় বজায় থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার ও জেলা শাসককে। কারোর জীবন, জীবিকা, মর্যাদা, সম্পত্তি যাতে বিপন্ন না হয়, তার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ করতে হবে।

এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে তাই গোয়েন্দা তথ্য ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে তারা কী পদক্ষেপ করেছে। এদিন আদালতে আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য সওয়াল করেন, পূর্ব পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। পুলিশ সুপারও স্বীকার করেছেন। রেল, জাতীয় সড়ক, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, সম্পত্তি নষ্ট, সাংবাদিক-নিগ্রহ করা হয়েছে। রাজ্য প্রশাসন সদিচ্ছাবশত এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি বা কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার করেনি। ওই এলাকা সংবেদনশীল। পাশাপাশি

- মুর্শিদাবাদে বার বার এই ধরনের ঘটনা উদ্বেগজনক
- অশান্তির ঘটনা অস্বীকার করা যায় না
- মানুষের জীবন, স্বাধীনতা, মর্যাদা সবার আগে
- মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে

মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকা উত্তেজনাপ্রবণ হয়ে ওঠায় উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্বের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও প্রভাব পড়ছে। নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে প্রতিনিয়ত এই ঘটনা ঘটছে। এই ঘটনায় এনআইএ-কে দিয়ে তদন্ত করানো হোক।

যদিও রাজ্য পালটা দাবি করেছে, অশান্ত এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। তারা রুটমার্চ করছে। পুলিশ-প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই ধরনের মামলা করা হচ্ছে।

নতুন চার প্রজাতির ধান

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : রাজ্যের আবহাওয়া ও বিপরীতধর্মী জলবায়ুর উপযোগী চারটি নতুন উচ্চফলনশীল ধান তৈরি করল রাজ্যের কৃষি দপ্তর। মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে এই কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খরা এবং বন্যা আবহে যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয়, সেই কথা মাথায় রেখেই এই ভিন্ন ধরনের ধানের প্রজাতির ফলন করা হবে।

নতুন উদ্ভাবিত চারটি প্রজাতির মধ্যে তিনটি 'সুভাষিণী', 'লছমন্তি' ও 'মুসাফির' বিশেষভাবে তৈরি হয়েছে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে খরাপ্রবণ এলাকার জন্য। পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার মতো জেলাগুলিতে খরিফ মরশুমে এই ধান হেক্টর প্রতি ৫২ থেকে ৫৫ কুইন্টাল ফলন দিতে সক্ষম। কম বৃষ্টিতেও যাতে চাষিদের ফসল ফলাতে বড় ধাক্কা না লাগে, সেই লক্ষ্যেই এই তিন প্রজাতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের বন্যাপ্রবণ এলাকার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে নতুন ধান 'ইরাবতী'। দীর্ঘ সময় জমি জলমগ্ন থাকলেও এই ধান নষ্ট হবে না। ঝড়-বৃষ্টিতে সহজে এই ধানগাছ হেলে পড়ার আশঙ্কাও কম। তাই উপকূলবর্তী এলাকার কৃষকদের এই ধান নতুন দিশা দেখাবে বলে আশাবাদী কৃষি দপ্তর। পুরুলিয়ার খরা প্রতিরোধ গবেষণা কেন্দ্র ও চুঁচুড়ার ধান গবেষণা কেন্দ্রে দীর্ঘ কয়েক বছরের গবেষণার পর এই প্রজাতিগুলি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, এই চারটি ধানকে নিয়ে ২০১১ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত সরকার গবেষণার মাধ্যমে মোট ২৫টি নতুন ফসলের প্রজাতি উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে ১৫টিই ধানের প্রজাতি। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে এই নতুন ধরনের ধানগুলি কৃষকদের ভরসা হয়ে উঠবে বলেই আশাবাদী কৃষি দপ্তর।

উচ্চমাধ্যমিকের মডেল প্রশ্ন বিলি নিয়ে ক্ষোভ

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : সামনেই উচ্চমাধ্যমিক। হাতে বাকি নেই আর এক মাসও। এর মধ্যেই চতুর্থ সিমেস্টারের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক মডেল প্রশ্নের বই বিলি করার সিদ্ধান্ত নিল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ২৭ জানুয়ারি থেকে এই বই পাওয়া যাবে নির্ধারিত মূল্যে। এই সিদ্ধান্ত নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক। শিক্ষক মহলের প্রশ্ন, এত পরে মডেল প্রশ্নপত্র বিলি করলে পরীক্ষার্থীরা প্রস্তুতি নেবেন কখন?

পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে। পড়ুয়ারা সকলেই বাড়িতে নিজেদের প্রস্তুতি সারছেন। এই মুহূর্তে মডেল প্রশ্নের বই প্রকাশিত হওয়া অর্থহীন বলে মনে করছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা। তাঁদের প্রশ্ন, মডেল প্রশ্নপত্র দেখিয়ে পড়ুয়াদের শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ দেবেন কখন? সিমেস্টার ব্যবস্থায় প্রথমবার চতুর্থ সিমেস্টার হওয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই দুশ্চিন্তায় স্কুলের শিক্ষকরা। দফায় দফায় ক্লাস টেস্টের সুযোগ পেলেও পড়ুয়াদের মধ্যে ভয় কাটছে না। তাঁরা প্রশ্নপত্রের ধরন নিয়ে রীতিমতো বিচলিত। শিক্ষকদের দাবি, সংসদের আগেভাগে পরিকল্পনা করা উচিত ছিল। সিমেস্টার ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নপত্র বিলি শুরু হয়ে গেলে আর কোনও বিভ্রান্তি তৈরিই হত না।

অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে চন্দন গড়াই বলেন, 'মডেল প্রশ্নের বই রিজিওনাল অফিসে গিয়ে পড়ুয়াদের কেনার নির্দেশ দিয়েছে সংসদ। পরীক্ষার মুখে এই ধরনের নির্দেশ একেবারেই অনুপযোগী। পড়ুয়াদের সুবিধার জন্য মডেল প্রশ্নগুলি সংসদের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হোক।' সংসদের

> মডেল প্রশ্নের বই রিজিওনাল অফিসে গিয়ে কেনার নির্দেশ একেবারেই অনুপযোগী। পড়ুয়াদের সুবিধার জন্য সেগুলি সংসদের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হোক
>
> **-চন্দন গড়াই**

সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও তাদের এই কালবিলম্বকে নিন্দা করে অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেসের তরফে চন্দন মাইতি বলেন, 'প্রশ্নপত্র প্র্যাকটিস করানোর এখন আর সময় কোথায়? গ্রামের স্কুলগুলিতে ৫০ শতাংশ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নেই। সেখানে পড়ুয়াদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করাবেন কারা? সবদিক বিচার করে সংসদের এই সিমেস্টার পদ্ধতি চালু করা উচিত ছিল।'

দলে অভিষেক ঘনিষ্ঠদের গুরুত্ব বাড়ছে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : দলে নিজের টিম গোছাচ্ছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আপাতত দলের মাঝের সারির মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাসরা কিছুটা 'অন্তরালেই'। প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় এবং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও শারীরিক কারণে ততটা সক্রিয় নেই। এই সুযোগটাই অভিষেককে তাঁর একেবারে আস্থাভাজনদের নিয়ে 'নিজের কোর টিম' গড়তে সাহায্য করেছে। স্বভাবতই দলে গুরুত্ব বাড়তে শুরু করেছে মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, কলকাতা পুরসভার অভিজ্ঞ কাউন্সিলার অরূপ চক্রবর্তী, রাজু বসুর মতো নেতাদের। এখন অধিকাংশ ইস্যুতে দলের মুখপাত্রের ভূমিকায় পার্থ, অরূপের মতো নেতাদের টিভি পর্দায় দেখা যাচ্ছে। এতদিন যাঁদের দেখা যেত না বললেই চলে। এই মুহূর্তে দলের সাংগঠনিক বিষয়ে একাধিক ইস্যুতে দলের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, তা অভিষেকের নির্দেশে ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসেই চূড়ান্ত হচ্ছে। তবে চূড়ান্ত অনুমোদনে সায় থাকছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

অভিষেকপন্থী এক প্রবীণ শীর্ষনেতার মন্তব্য, পার্থ, অরূপের মতো 'বলিয়ে-কইয়ে', নিজ গুণে 'সফল' নেতারা যেভাবে দলের সামনের সারিতে চলে আসছেন, তাতে ভবিষ্যতে এঁদের দিয়েই দলে অভিষেকের 'নিজস্ব কোর টিম' গড়ে উঠবে। আগামী দিনে জাতীয় রাজনীতির পাশাপাশি রাজ্য রাজনীতিতে সরাসরি জড়িয়ে যাবেন অভিষেক বলে মন্তব্য দলের ওই প্রবীণ শীর্ষনেতার। নেত্রীর নির্দেশে রাজ্য প্রশাসনে যুক্ত হওয়ার সুযোগও পাবেন অভিষেক।

মমতায় রুষ্ট সেনারা বোসের কাছে

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : ভোটমুখী বাংলায় সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু এবার ফোর্ট উইলিয়াম। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা 'বিস্ফোরক' অভিযোগের প্রেক্ষিতে পালটা ময়দানে নামল ভারতীয় সেনা। একজন কমান্ড্যান্ট পদমর্যাদার অফিসার বিজেপির হয়ে এসআইআর-এ কাজ করছেন— মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবির বিরুদ্ধে নজিরবিহীনভাবে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের হস্তক্ষেপ চাইল ইস্টার্ন কমান্ড।

গত সপ্তাহে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে দুই সেনাকর্তা সরাসরি রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের অভিযোগ, দেশের সর্বোচ্চ পেশাদার প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতির আঙিনায় টেনে আনা হয়েছে। নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, ফোর্ট উইলিয়ামে বসে জনৈক অফিসার ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া প্রক্রিয়ায় গেরুয়া শিবিরকে মদত দিচ্ছেন। সেনা এই অভিযোগকে শুধু 'ভিত্তিহীন' নয়, 'মর্যাদাহানিকর'

বলেও মনে করছে।

রাজ্যপাল এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখেছেন। জানা গিয়েছে, তিনি ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের নজরে পুরো বিষয়টি এনেছেন। বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বিদ্রুপ করে বলেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে বাংলার রাষ্ট্রপতি ভাবেন, তাই যা খুশি বলছেন।' সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম স্পষ্ট জানিয়েছেন, অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তবে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রমাণ দিতে হবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে চিঠি লিখে তদন্তের দাবি করা উচিত।

উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ— সীমান্ত জেলাগুলোয় এসআইআর নিয়ে সবথেকে বেশি উত্তেজনা। বিএলও-রা যখন বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন, তখন 'ডি-ভোটার' হওয়ার আশঙ্কায় ঘুম ছুটেছে হাজার হাজার মানুষের। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ভয়কেই রাজনৈতিক ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন মমতা। আর সেই রণকৌশলে এবার লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে খোদ ফোর্ট উইলিয়ামকে।

ভোটার তালিকা সংশোধনকে এনআরসি-র 'প্রথম ধাপ' হিসেবে প্রচার করছে তৃণমূল, অন্যদিকে ভোটার তালিকা 'স্বচ্ছ' করার দাবিতে অনড় নির্বাচন কমিশন। এর মাঝে সেনাকে টেনে এনে মুখ্যমন্ত্রী কি নতুন কোনো মেরুকরণের চেষ্টা করছেন? উত্তর দেবে সময়।

পৃথিবীর পাঠশালা

ঘুমন্ত সুন্দরী গ্রাম

কাজাখস্তানের কালাচি গ্রামে এক অদ্ভুত রোগ দেখা দিয়েছিল, যার নাম 'স্লিপিং সিনড্রোম'। এখানকার মানুষ হুটহাট ঘুমিয়ে পড়ত এবং সেই ঘুম ভাঙত কয়েকদিন পর! কেউ বাইক চালাতে চালাতে, কেউ বা কথা বলতে বলতে গভীর ঘুমে তলিয়ে যেত। ঘুম ভাঙার পর তাদের কিছুই মনে থাকত না, সঙ্গে থাকত হ্যালুসিনেশন। বিজ্ঞানীরা পরে জানান, গ্রামের কাছে পরিত্যক্ত ইউরেনিয়াম খনি থেকে বের হওয়া কার্বন মনোক্সাইড বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে দিচ্ছিল, যার ফলেই এই বিপত্তি। পুরো গ্রাম যেন রূপকথার সেই ঘুমন্ত পুরীতে পরিণত হয়েছিল।

ভাইকিংদের ব্লুটুথ

আমরা রোজ মোবাইলে 'ব্লুটুথ' ব্যবহার করি, কিন্তু এই নামটা এল কোথা থেকে? আসলে দশম শতাব্দীর ডেনমার্কের রাজা 'হ্যারাল্ড ব্লুটুথ'-এর নামানুসারে এই প্রযুক্তির নামকরণ হয়। রাজা হ্যারাল্ড যেমন স্ক্যান্ডিনেভিয়ার বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একত্রিত করেছিলেন, তেমনই এই প্রযুক্তি বিভিন্ন ডিভাইসকে (ফোন, কম্পিউটার) তারহীনভাবে সংযুক্ত করে। শোনা যায়, রাজা হ্যারাল্ড ব্লুবেরি খেতে খুব ভালোবাসতেন, তাই তাঁর দাঁত সবসময় নীল থাকত—সেখান থেকেই তাঁর নাম হয়েছিল ব্লুটুথ। প্রযুক্তির লোগোটি আসলে ভাইকিংদের রুন বর্ণমালার 'H' এবং 'B'-এর সংমিশ্রণ।

মাটির নীচে

অস্ট্রেলিয়ার কুবার পেডি শহরের মানুষ মাটির ওপরে নয়, মাটির নীচে বাস করে! মরুভূমির অসহ্য গরম (প্রায় ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) থেকে বাঁচতে তারা মাটির নীচে ঘরবাড়ি, চার্চ, এমনকি হোটেলও বানিয়েছে। এটি বিশ্বের 'ওপাল রাজধানী' নামে পরিচিত, কারণ এখানকার খনিতে প্রচুর ওপাল পাথর পাওয়া যায়। পুরোনো খনির গর্তগুলোকেই তারা বাসস্থানে রূপান্তর করেছে। বাইরে থেকে দেখলে শুধু ধুলোবালি, কিন্তু মাটির নীচে নামলেই দেখা মিলবে আধুনিক সুযোগসুবিধাযুক্ত এক আস্ত শহরের।

একাকী তিমি

সমুদ্রের নীচে তিমিরা একে অপরের সঙ্গে গান গেয়ে কথা বলে। কিন্তু '৫২ হার্ৎজ' নামের একটি তিমি গত ৩০ বছর ধরে একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারণ, তার ডাকার শব্দ বা ফ্রিকোয়েন্সি ৫২ হার্ৎজ, যা অন্য সাধারণ তিমিদের (১৫-২৫ হার্ৎজ) চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। ফলে সে ডাকলে অন্য তিমিরা তা শুনতে পায় না বা বুঝতেই পারে না। বিজ্ঞানীরা তাকে 'বিশ্বের সবচেয়ে একাকী তিমি' নাম দিয়েছেন। বিশাল সমুদ্রের বুকে সঙ্গীর খোঁজে তার এই অনন্ত এবং উত্তরহীন আহ্বান সত্যিই বড় করুণ।

আর দু'দিনের অপেক্ষা।। *কোচবিহারের কুমোরটুলিতে সরস্বতী প্রতিমা সাজাতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পী। -অর্পণ গুহ রায়*

পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে উদ্যোগ

প্যারাগ্লাইডিংয়ের সুযোগ কার্সিয়াংয়ে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : শীতের মরশুমে এবার কার্সিয়াং ঘুরতে গিয়েও পর্যটকরা প্যারাগ্লাইডিং করার সুযোগ পাবেন। পাহাড়ে কীভাবে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমকে আরও বেশি পর্যটকের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, সেই ভাবনা থেকে গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কার্সিয়াংয়ের দূরপিনদাড়া গ্রাম থেকে এই প্যারাগ্লাইডিং করার সুযোগ পাবেন পর্যটকরা। দূরপিনদাড়া গ্রাম থেকে দুধিয়ার বালাসন নদী পর্যন্ত ১৫ থেকে ২০ মিনিটের এই প্যারাগ্লাইডিংয়ে পাহাড়, জঙ্গল, চা বাগান এবং নদীর সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করার সুযোগ পাওয়া যাবে। ২৬ জানুয়ারি এই নতুন প্যারাগ্লাইডিং স্পটের উদ্বোধন করা হবে। প্রতিবছর অ্যাডভেঞ্চার

- কার্সিয়াংয়ের দূরপিনদাড়া গ্রাম থেকে প্যারাগ্লাইডিং করার সুযোগ পাবেন পর্যটকরা
- দূরপিনদাড়া গ্রাম থেকে দুধিয়ার বালাসন নদী পর্যন্ত ১৫ থেকে ২০ মিনিটের এই প্যারাগ্লাইডিংয়ে পাহাড়, জঙ্গল দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে
- ২৬ জানুয়ারি উদ্বোধন

ট্যুরিজমের আশায় দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পর্যটকরা পাহাড়ে ঘুরতে আসেন। পার্বত্য এলাকাতে কোন কোন জায়গায় নতুন অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম চালু করা যায়, সেজন্য জিটিএ জায়গা দেখাও শুরু করেছে। ইতিমধ্যে জিপলাইনিং, কায়াকিং সহ আরও বেশ কিছু অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটি চালু করা হয়েছে। বিশেষ করে পাহাড়ে প্যারাগ্লাইডিংয়ের উপর নজর দেওয়া হয়েছে। জিটিএ'র পর্যটন বিভাগের প্রোজেক্ট অফিসার ডঃ দাওয়া গ্যালপো শেরপা বলছেন, 'পর্যটকদের মধ্যে প্যারাগ্লাইডিংয়ের চাহিদা খুব রয়েছে। পাহাড়ের সবক'টি স্পটে প্যারাগ্লাইডিং থেকে ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এবার কার্সিয়াং ঘুরতে এসেও পর্যটকরা পাখির চোখে মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আনন্দ নিতে পারবেন।'

কার্সিয়াংয়ে মোট ১২টি প্যারাগ্লাইডার আনা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাইডারদের সঙ্গে পর্যটকরা প্যারাগ্লাইডিং করার সুযোগ পাবেন।

রাজগঞ্জে জয়েন্ট বিডিওকে দায়িত্ব

প্রথম পাতার পর

তিনি দিনের পর দিন অফিসে অনুপস্থিত থাকায় রাজগঞ্জ ব্লকের আর্থিক ও প্রশাসনিক কাজে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা বিলি করা যাচ্ছিল না।

ইতিমধ্যে নানা কাজ করলেও বিলের টাকা পাওয়া যাচ্ছে না বলে ঠিকাদাররা সরাসরি জেলা শাসকের কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন। সৌরভকে বিডিও'র কাজের দায়িত্ব পেছনে ঠিকাদারদের ওই অভিযোগকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছে প্রশাসন। ঠিকাদারদের অভিযোগ জেলা শাসকের কাছে জমা পড়ার পর প্রশাসন তদন্ত করে।

সেই তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়ার পর জেলা শাসক তা নবান্নে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পর সৌরভকে বিডিও'র কাজের দায়িত্বভার দেওয়া হল। ঠিকাদার দিলীপ দাস মঙ্গলবার বলেন, 'খুব ভালো লাগছে। আরও ভালো লাগবে ২৩ জানুয়ারি তিনি (পড়ুন প্রশান্ত বর্মন) জেলে গেলে।'

২০২৫ সালের ২৮ অক্টোবর কলকাতার দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে অপহরণ ও খুনের মামলায় মূল অভিযুক্ত প্রশান্তই। গত ২৬ নভেম্বর বারাসত জেলা আদালতের বিচারক শান্তনু ঝাঁ তাঁর আগাম জামিন মঞ্জুর করেন। কিন্তু ২২ ডিসেম্বর হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ আগাম জামিনের ওই রক্ষাকবচ নাকচ করে প্রশান্তকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন।

এরপর থেকে নিখোঁজ তিনি। তাঁর অনুপস্থিতিতে এতদিন রাজগঞ্জ বিডিও অফিসের কাজকর্ম জোড়াতালি দিয়ে চলছিল। প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাজে সমস্যা হচ্ছিল। জয়েন্ট বিডিও দায়িত্ব নেওয়ায় যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন রাজগঞ্জ বিডিও দপ্তরের সাধারণ কর্মীরা। তাঁদের একজনের কথায়, 'নানা প্রশাসনিক অসুবিধা হচ্ছিল বিডিও না থাকায়। এবার আর অসুবিধা হবে না।'

হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রশান্ত প্রবীণ আইনজীবী মুকুল রোহতগির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানান। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে ২৩ জানুয়ারির মধ্যে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেয়।

উন্নয়নের পাঁচালি'

প্রথম পাতার পর

কিন্তু তাদের উন্নয়ন সীমাবদ্ধ নেতাদের বাড়িতেই। রাস্তা থেকেই দেখা যাচ্ছে করুণাকান্ত রায়ের বাড়িতে সরকারি টাকায় বসানো পানীয় জলের পাম্প ও সোলার লাইট। এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি।'

বিষয়টি সম্পর্কে জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ জাকারিয়া পারভিন কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেন। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপতী রায় বলেন, 'এই টার্মে কোনও পানীয় জলের পাম্প বসানো হয়নি। সম্ভবত ২০২৩ সালের আগে, অর্থাৎ আগের বোর্ডের সময় এই প্রকল্পটি হয়েছে। কেন ওই জায়গায় বসানো হয়েছে, তা খোঁজ নিয়ে জানাব।'

করুণাকান্ত অবশ্য দাবি করছেন, 'গ্রামের মানুষই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বাইরে কোথাও পাম্প বসালে চুরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই আমার বাড়িতেই বসানো হয়েছে।' সোলার লাইট প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি চড়া সুরে বলেন, 'আমরাই পঞ্চায়েত সদস্য। যেখানে সিদ্ধান্ত নেব, সেখানেই বসবে।' গ্রামের সাধারণ মানুষের এতে কী উপকার হচ্ছে, সে প্রশ্নের কোনও সদুত্তর তিনি দেননি।

'উন্নয়নের পাঁচালি' শুধু নেতার বাড়িতে হওয়ায় গ্রামজুড়েই ক্ষোভ রয়েছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতারাও সেই ক্ষোভের আঁচ পাচ্ছেন। আগামী ভোটে তার কতটা প্রভাব পড়বে, তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন দলের নীচুতলার নেতা-কর্মীরাও।

বাপিকে বাড়তি দায়িত্ব

জলপাইগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদকের পর এবার রাজ্য কিষান মোর্চার ইনচার্জ। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির তরফে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হল বাপি গোস্বামীকে। মঙ্গলবার দলের যুব, মহিলা, এসসি, এসটি, ওবিসি সহ মোট ৭টি মোর্চার নতুন ইনচার্জের নাম ঘোষণা করেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বঙ্গ বিজেপির নতুন রাজ্য কমিটি ঘোষণার ১৪ দিনের মাথায় এই তালিকা প্রকাশ করা হল।

এই বাড়তি দায়িত্ব প্রমাণ করছে বাপির গুরুত্ব বাড়ছে রাজ্য রাজনীতিতে। বাপি বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলার প্রাক্তন সভাপতি। বর্তমানে তিনি দলের শিলিগুড়ি জোনের কনভেনার ও রাজ্য সাধারণ সম্পাদক। এবার রাজ্য কিষান মোর্চারও ইনচার্জ হলেন। বাপি বলেন, 'আমি দলের কাজে এই মুহূর্তে রায়গঞ্জে রয়েছি। আগেও যে দায়িত্ব পেয়েছি, সেটা যথাযথভাবে পালন করেছি। দল মনে করেছে আমাকে এই পদ দিলে দলের ভালো হবে। আমি নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করব।'

ঘাসফুল চাষে উন্নয়নে নজর

প্রথম পাতার পর

২০১৯ সালে আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির জন বারলাকে ঢেলে ভোট দিয়েছিলেন মাদারিহাটের বাসিন্দারা। ভোটে জিতে বান্দাপানি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা দত্তক নিয়েছিলেন জন। কিন্তু বান্দাপানির উন্নয়নে জনের অবদান শূন্য।

বরং জন দত্তক নিলেও বান্দাপানির উন্নয়নে ঝাঁপিয়ে পড়ে তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত, মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতি এবং জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ। পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়। ডিমডিমা চা বাগান থেকে নাংডালা, জয়বীরপাড়া, ঢেকলাপাড়া হয়ে বান্দাপানি পর্যন্ত রাস্তাটি কয়েক কোটি টাকায় পাকা করা হয়। নদীভাঙন রোধে কয়েকটি এলাকায় ছোট ছোট পাড়বাঁধ তৈরি হয়।

এই কর্মযজ্ঞের পাশাপাশি তৃণমূলের নাগাড়ে প্রচার চলে, উন্নয়নে মনোজ এবং জন কিছুই করেননি। ২০২৪ সালের উপনির্বাচনে এই জোড়া কৌশলের ফল মেলে হাতে হাতে। মাদারিহাট কেন্দ্রে বুথের সংখ্যা ২২৩টি। তার মধ্যে এলাকার ২৪টি চা বাগানেই ১০০টি বুথ আছে। তার ৮০টিতে এগিয়ে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী জয়প্রকাশের। এতে আরও উৎসাহ বাড়ে ঘাসফুল শিবিরের।

পরিণামে বান্দাপানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা টেম্পু ওরাওঁয়ের মহল্লা থেকে বাগানের দক্ষিণদিকের অংশটি যোগ করেছে পেভার্স ব্লকের রাস্তা। বাগানের দক্ষিণ প্রান্তে তৈরি হয়েছে ঝাঁ চকচকে ক্রেশ। তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা সাধারণ চা শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার করেন, 'দেখলি, কেমন রাস্তা বানিয়ে দিলাম।'

২০২৪ সালের ৯ নভেম্বর ভগতপাড়ায় গিয়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গেই বৈঠক করেন রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি। সেখানে বিজেপির ভোটার বেশি। এলাকার রাস্তাটি পাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন মন্ত্রী। তৃণমূলের তৎকালীন ফালাকাটা ব্লক সভাপতি সুভাষচন্দ্র রায় বলেছিলেন, 'রাস্তা পাকা করে দিতে না পারলে জীবনে আর আপনাদের কাছে ভোট চাইতে আসব না।'

এলাকার কট্টর বিজেপি সমর্থকরাও ভেবেছিলেন, উপনির্বাচনে দলের প্রার্থী জিতলেও তো মমতাই মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। বরং তৃণমূল বলছে যখন, তখন বিধানসভা নির্বাচনের আগে দেড় বছর সময় দেওয়া যাক। দেখি, ওরা কী করে! উপনির্বাচনে ওই এলাকায় ভালো ভোট পেয়েছিলেন তৃণমূলের জয়প্রকাশ। বাজিমাত হওয়ার পর ওই টোটকাকেই মাদারিহাটের বিভিন্ন এলাকায় ব্যবহার করছে শাসকদল।

জয়প্রকাশ জিতেছিলেন ২৮১৬৮ ভোটে। সংখ্যাটা কম নয়, মানছে বিজেপি। তবে তৃণমূল বিলক্ষণ জানে, উপনির্বাচনের মতো শুধু আশ্বাসে আর চিঁড়ে নাও ভিজতে পারে। তাই হাতে হাতে কাজ দেখিয়ে বিজেপি অধ্যুষিত এলাকায় ভোট চাওয়ার 'রাস্তা' বানাচ্ছে তৃণমূল। দলদলি ডাইভারশন লাগোয়া মহল্লাটিতে কাঁচা রাস্তায় এখন কংক্রিট ঢালাই চলছে জোরকদমে।

উত্তর রাঙ্গালিবাজনায় চারটি পার্টের পঞ্চায়েত সদস্যই বিজেপির। অথচ ওই এলাকায় একাধিক রাস্তা তৈরি হয়েছে। তৃণমূলের নীচুতলার কর্মীরাই বলছেন, চোখে আঙুল দিয়ে কাজ দেখিয়ে দিতে না পারলে দ্বিতীয়বার একই কৌশল কাজ করবে না। রেষারেষি সরিয়ে আপাতত তাই পদ্মবনেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে ঘাসফুল।

প্রতিবাদ

আলিপুরদুয়ার, ২০ জানুয়ারি : এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে জমিয়তে-উলেমায়ে-হিন্দের সদস্যরা সরব হলেন। এনিয়ে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। জেলা সভাপতি মহম্মদ আজমিল হক বলেন, 'এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষের হাতে নোটিশ ধরানো হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি অফিসের কর্মীদের ভুলের জন্য সাধারণ মানুষকেই হয়রান করা হচ্ছে।'

বিশ্বমানের ট্রেনে 'তৃতীয় শ্রেণি'র মানসিকতা

বিতর্কের 'দাগ' বন্দে ভারত স্লিপারে

দীপ সাহা

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : ভারতের রেল পরিষেবায় যে ট্রেনকে 'গেম চেঞ্জার' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল, বাণিজ্যিক যাত্রা শুরুর আগেই সেই স্বপ্নের ট্রেনের গায়ে লাগল কলঙ্কের দাগ। বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু হতে বাকি আরও দু'দিন। তার আগেই দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের অন্দরের যে ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠে এল, তাতে লজ্জায় মাথা নত হওয়ার জোগাড় সচেতন নাগরিকদের। উদ্বোধনী যাত্রার জৌলুস কাটতে না কাটতেই এই বিলাসবহুল ট্রেনের কামরাজুড়ে দেখা গেল চরম অরাজকতার ছবি।

রেলমন্ত্রক এই সেমি-হাইস্পিড ট্রেনটির প্রচারের জন্য কোনও খামতি রাখেনি। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এই ট্রেনের অন্দরসজ্জা হার মানাবে বিমানকেও। কমলা ও ধূসর রঙের নান্দনিক দেওয়াল, স্বয়ংক্রিয় দরজা, ঝকঝকে শৌচালয়- সব মিলিয়ে এক এলাহি আয়োজন। কিন্তু উদ্বোধনী যাত্রায় আমন্ত্রিত অতিথি, ব্লগার এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের একাংশ যেভাবে এই সম্পদকে ব্যবহার করলেন, তা দেখে প্রশ্ন উঠছে আমাদের 'সিভিক সেন্স' বা নাগরিক বোধ নিয়ে।

কামাখ্যা-হাওড়া ট্রেনের যাত্রাপথে দেখা গিয়েছে, মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে জুসের খালি প্যাকেট, সিটের ফাঁকে বা ম্যাগাজিন হোল্ডারে গুঁজে রাখা এঁটো চায়ের কাপ। অথচ ট্রেনের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে প্রতিটি দরজার পাশেই রয়েছে ডাস্টবিন। কিন্তু নিজের আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে ডাস্টবিনে আবর্জনা ফেলার সামান্য কষ্টটুকুও করতে রাজি নন অনেকে। বিষয়টি শুধু নোংরা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভাইরাল হওয়া একাধিক ছবিতে দেখা গিয়েছে, কেউ কেউ জুতো পায়েই উঠে পড়েছেন আপার বার্থে, আবার কেউ ট্রেনের ঝকঝকে প্যানেলে পা তুলে আয়েশ করে ঘুমোচ্ছেন।

দুর্গাপুর থেকে প্রথম দিনের যাত্রার সাক্ষী হতে আসা যাত্রী সোমনাথ দে আক্ষেপের সুরে বলেছেন, 'ট্রেনটা সত্যিই দুর্দান্ত। কিন্তু যাত্রীদের একাংশের যা আচরণ, তাতে মনে হচ্ছে ক'দিন পর এটাও সাধারণ লোকাল ট্রেনের দশায় পৌঁছাবে।' তথাকথিত কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের বিঁধে তাঁর মন্তব্য, 'এঁরা ক্যামেরার লেন্সে ফোকাস রাখতে জানেন, কিন্তু পরিচ্ছন্নতার দিকে ন্যূনতম নজরটুকু নেই।'

শুধু কামাখ্যা-হাওড়া রুটেই নয়, মালদা থেকে কামাখ্যাগামী ট্রেনের অন্দরের ভিডিওতেও একই ছবি ধরা পড়েছে। এক জনপ্রিয় ব্লগার সেই ভিডিও শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'ট্রেন বিশ্বমানের হতে পারে, কিন্তু আমাদের সিভিক সেন্স আজও মান্ধাতার আমলের।' আইনজীবী হীরক চক্রবর্তীর কথায় উঠে এসেছে কড়া সমালোচনা। তিনি বলছেন, 'অনেকে ভাবেন বেশি টাকা দিয়ে টিকিট কেটেছি মানে যা খুশি তাই করার লাইসেন্স পেয়েছি। আসলে যারা নিজের ঘর পরিষ্কার রাখতে জানে না, তারা বাইরের জগতেও অসভ্যতা করে।'

তবে মুদ্রার অন্য পিঠও রয়েছে। ব্লগারদের একাংশের দাবি, উদ্বোধনী যাত্রায় রেলের ব্যবস্থাপনায় বড়সড়ো গলদ ছিল।

জলপাইগুড়ির বাসিন্দা সৌম্যদীপের অভিযোগ, 'সেদিন স্মারক টিকিট বিলি করা হলেও, বহু মানুষ বিনা টিকিটেই ট্রেনে উঠে পড়েছিলেন। রেলের তরফে বাধার কোনও বালাই ছিল না। ফলে বেনোজল ঢুকে ট্রেন নোংরা করার মতো লোকের অভাব হয়নি।'

বিতর্ক এবং যুক্তি-পালটা যুক্তির মাঝে যে সত্যটি প্রকট হয়ে উঠছে তা হল, পরিকাঠামোর উন্নয়ন হলেও মানসিকতার উন্নয়ন এখনও যোজন দূরে। হাজার কোটি টাকা খরচ করে রেলমন্ত্রক বিশ্বমানের পরিষেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেই পরিষেবার রক্ষণাবেক্ষণ শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়।

বন্দে ভারত স্লিপার ভারতীয় রেলের আধুনিকীকরণের প্রতীক। কিন্তু প্রথম যাত্রাতেই যেভাবে বার্থের দেওয়ালে লাথি মারা হল বা যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা হল, তাতে ট্রেনের স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। রেলের সাফাইকর্মীরা হয়তো ট্রেন ঝকঝকে করে দেবেন, কিন্তু আমাদের মানসিকতার এই নোংরা সাফ করবেন কে?

নতুন ট্রেনের দেওয়ালে পা, মেঝেয় আইসক্রিমের কাপ।

নিয়ম ভেঙে আইনের ডিগ্রি প্রশান্তর

প্রথম পাতার পর

জয়জিৎ অবশ্য জানিয়ে দিয়েছেন, বিধি ভেঙে কাউকে পরীক্ষায় বসতে দেবেন না তাঁরা। তাঁর কথা, 'এলএলএমের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বিধি মেনে ক্লাসে উপস্থিত থাকে না। সব কলেজই এক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা দেখায়। তবে এলএলবি'র ক্ষেত্রে উপস্থিতির কড়াকড়ি আমরাও করে থাকি। প্রশান্ত স্পেশাল কেউ নন। যদি প্রয়োজনীয় উপস্থিতি না থাকে তাহলে ফর্ম ফিলআপ করতে দেওয়া হবে না। শুধু শুধু অপবাদ নেব না আমরা।' এখন একথা বললেও শুরু থেকে কেন বিধি মানার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ হয়নি, কীভাবে প্রশান্ত বিধি ভেঙে একের পর এক পরীক্ষায় পাশ করলেন সেসব প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর অবশ্য মেলেনি জয়জিতের কাছ থেকে।

শুধু আইনের ডিগ্রি নিয়েই থেমে থাকেননি প্রশান্ত। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় পিএইচডি'র কোর্স ওয়ার্কও করেছেন তিনি। সেখানেও উঠেছে দুর্নীতির অভিযোগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি বলছে 'কোর্স ওয়ার্ক' ছয় মাসের রেগুলার কোর্স। অর্থাৎ অন্য আর পাঁচটা কোর্সের মতো সেখানে নিয়মিত ক্লাস করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রশান্তকে ছয় মাস ধরে ক্লাস করতে দেখেননি কেউই। কোর্স ওয়ার্ক করতে হলে ছয় মাসের জন্য ছুটি নিতে হত প্রশান্তকে। তবে নবান্ন সূত্রের খবর, প্রশান্ত টানা ছয় মাসের জন্য ছুটি নেননি। তাহলে কীসের ভিত্তিতে তিনি কোর্স ওয়ার্কের পরীক্ষায় বসার সুযোগ পেলেন, কে তাঁকে সুযোগ পাইয়ে দিল তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। প্রশান্তর কোর্স ওয়ার্কের ফলাফলের স্বীকৃতির জন্য ০১-১২-২০২১'এ ডিপার্টমেন্টাল রিসার্চ কমিটির জরুরি বৈঠক হয় এবং সেই বৈঠকেই প্রশান্তর ফলাফলকে মান্যতা দেওয়া হয়।

বিস্ময়কর বিষয় হল, ২০২১ সালে যখন প্রশান্ত কোর্স ওয়ার্ক করছেন তখন তিনি এলএলবি (রেগুলার কোর্স)-র ছাত্র। অর্থাৎ একইসঙ্গে দুটি রেগুলার কোর্সে পড়াশোনা করেছেন প্রশান্ত। যা আইনে কোনওভাবেই সম্ভব নয় বলেই জানিয়েছেন শিক্ষাবিদরা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার তাপসকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা, 'এ ক্ষেত্রে পদে পদে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ভাঙা হয়েছে। গোটা বিষয়টির তদন্ত হওয়া উচিত।'

সুবীরেশ ভট্টাচার্য উপাচার্য থাকাকালীনই একের পর এক আইন ও বিধি ভেঙে নানা অপকর্ম করেছেন প্রশান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও আধিকারিকই প্রশান্ত ইস্যুতে মুখ খুলতে চাইছেন না। তবে প্রশান্তর কুকীর্তিতে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। প্রশান্তর দুর্নীতি নিয়ে আলাদা তদন্ত কমিটি গঠনেরও দাবি উঠেছে।

চোপড়ার স্যালাইন

প্রথম পাতার পর

সার্বিকভাবে বাংলায় শিল্পে সমস্যার শেষ নেই। রাজ্যের শিল্পোদ্যোগীদের বিনিয়োগ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ওষুধ শিল্প তেমনই। তার মধ্যে রাজ্যের একটি সংস্থার তৈরি স্যালাইন নিষিদ্ধ হয়ে গেল। সংস্থাটি আবার উত্তরবঙ্গের। যদিও গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার জন্য দায় সেই সংস্থারই।

গত বছর নিষিদ্ধ করার পর স্বাস্থ্য ভবন দাবি করে, নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে চোখের আড়ালে এই স্যালাইন উৎপাদন করা হয়। তারপরই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ওই স্যালাইন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। এবার ফের গুণমান পরীক্ষায় রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইন অনুত্তীর্ণ হওয়ায় বিতর্ক দানা বেঁধেছে।

'পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস'-এর তৈরি রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইন ছাড়াও চলতি বছরে গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ হল বিভিন্ন সংস্থার তৈরি ৪৫টি ওষুধের নির্দিষ্ট কিছু ব্যাচ। যার মধ্যে রয়েছে ফুসফুসে সংক্রমণ, সাইনাস, টনসিল, নাক-কান-গলার ইনফেকশন, কাশি ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, বুকে যন্ত্রণা প্রশমন এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণের একাধিক ওষুধ।

তালিকায় রয়েছে হাওড়ার উলুবেড়িয়ার 'লাইফ ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর তৈরি ক্রোমোস্ট্যাট ইনজেকশন, জগাছার 'ডায়মন্ড ড্রাগস'-এর তৈরি ড্রায়েড অ্যালুমিনিয়াম জেল, কলকাতার 'সানি ইন্ডাস্ট্রিজ'-এর তৈরি পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও 'ক্যাপলেট ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড'-এর তৈরি ওআরএস-এর একটি ব্যাচ।

গুজরাট, পঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড সহ একাধিক রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থার তৈরি ওষুধও গুণমানের পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। নির্দিষ্ট ওই ব্যাচের ওষুধগুলি আর ব্যবহার করা যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। যে ওষুধগুলি এখনও বাজারে রয়েছে, রোগীর নিরাপত্তার স্বার্থে সেগুলি সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

উত্তরকন্যায় দাবি

জটেশ্বর, ২০ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গে অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণ ব্যবস্থায় মুসলিম অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার সুরক্ষা, রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের সুপারিশের পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং সাম্প্রতিক সংশোধিত ওবিসি এ তালিকা বাতিলের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে উত্তরকন্যায় স্মারকপত্র জমা দিল উত্তরবঙ্গ অনগ্রসর মুসলিম সংগ্রামী সমিতি। এই স্মারকলিপি জমা দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি আবুল হোসেন, সম্পাদক মহসিন আলি, মুখপাত্র পাশারুল আলম প্রমুখ।

মেলার আয়োজন

পলাশবাড়ি, ২০ জানুয়ারি : প্রথম শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে চার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হল 'বিদ্যালয় প্রস্তুতিকরণ মেলা'। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি এপি স্কুল, পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি সিএস প্রাইমারি স্কুল, পাতলাখাওয়া ২ নম্বর বোর্ড স্কুল এবং মেজবিল স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই মেলা হয়। শিক্ষা দপ্তর অনুমোদিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে এই আয়োজন।

ছোট্ট তারা

উপধৃতি পাল দিনহাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। আবৃত্তিতে মহকুমা থেকে জেলা, সর্বত্রই পুরস্কার জিতেছে এই খুদে।

আমতলা মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভে সিপিএম নেতা-কর্মীরা। মঙ্গলবার।

আন্দোলনে বামেরা

কোচবিহার, ২০ জানুয়ারি : হিয়ারিং ও লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে হয়রানির অভিযোগ তুলে কোচবিহারে আন্দোলনে নামল বামেরা। পাশাপাশি ১০০ দিনের কাজ চালু করা, আলুর ন্যূনতম দাম ১৪ টাকা কেজি করা সহ নানা দাবিতে মঙ্গলবার জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে শামিল হল বামেদের শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলি। এদিন এআইকেএস, সিটু, এআইএডব্লিউআরইউয়ের তরফে কোচবিহার শহরে মিছিল করা হয়। এরপর সাগরদিঘি চত্বরে বিক্ষোভে শামিল হন তাঁরা। আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়, প্রাক্তন বিধায়ক তমসের আলি সহ অন্যরা।

বৃক্ষরোপণ

কোচবিহার, ২০ জানুয়ারি : স্বামী ব্রহ্মানন্দজির জন্মতিথি উপলক্ষ্যে কোচবিহার রামকৃষ্ণ মঠের উদ্যোগে মঠের ছাত্রাবাসের সামনে বৃক্ষরোপণ করা হল। মঙ্গলবার সেখানে ঝাউ, রাধাচূড়া, পাম সহ মোট ২২টি চারাগাছ লাগানো হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠের উপাধ্যক্ষ স্বামী গিরীশাত্মানন্দ।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	৩
এ নেগেটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	৪
বি নেগেটিভ	-	২
এবি পজিটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	২
ও পজিটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	১

■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	৩
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	৬
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	২
এবি নেগেটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	৭
ও নেগেটিভ	-	১

■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	১৪
এ নেগেটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	১
বি নেগেটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	২৯
ও নেগেটিভ	-	০

সরস্বতীপুজোয় ট্রেন্ড নকশা আঁকা পোশাক

পাঞ্জাবিতে পলাশ ফুল

দিনহাটা, ২০ জানুয়ারি : সামনেই সরস্বতীপুজো। আর এই পুজোকে কেন্দ্র করে দিনহাটা শহরজুড়ে বেড়েছে হ্যান্ডমেড জুয়েলারি ও কাস্টমাইজড পোশাকের চাহিদা। শাড়ি হোক বা অন্য যে কোনও পোশাক, ম্যাচিং জুয়েলারিতে এবার বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে হাতের তৈরি গয়না। ক্রেতাদের পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী ব্যবহার করে তৈরি করা হচ্ছে নানা ধরনের অলংকার। এই সব গয়নায় থাকছে পলাশ ফুল, সরস্বতী প্রতিমা, বীণা, হাঁস ও বইয়ের নকশা, যা পুজোর ভাবনাকে আরও ফুটিয়ে তুলছে। পাশাপাশি থাকছে পুরুষের জন্যে কাস্টমাইজড পোশাকের সম্ভার। পুজো উপলক্ষ্যে পোশাকে বিভিন্ন ধরনের নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ডিজাইনের অন্ত নেই

শুধু মহিলাদের জন্যই নয়, সরস্বতীপুজোয় সাজগোজের জন্য পুরুষদের জন্যও থাকছে কাস্টমাইজড পোশাকের সমাহার। অনেকে পাঞ্জাবিতে পলাশ ফুল, সরস্বতী ঠাকুরের মূর্তি বা বীণার নকশা আঁকিয়ে নিচ্ছেন। দিনহাটার ফকিরটারি এলাকার বাসিন্দা জহির আলম জানান, সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে তাঁর কাছে প্রচুর ইউনিক কালেকশনের অর্ডার এসেছে, যা বছরের অন্য সময় তেমন দেখা যায় না। ছেলেরা হলুদ বা সাদা পাঞ্জাবির উপর এই বিশেষ নকশা করাচ্ছেন, আবার মেয়েরাও কুর্তি বা শাড়িতে একই ধরনের ডিজাইন করিয়ে নিচ্ছেন।

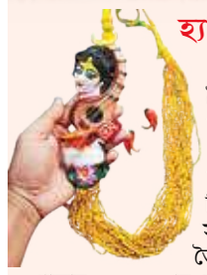

হ্যান্ডমেড জুয়েলারি

অনেক শিল্পী ক্লে দিয়ে তৈরি করছেন পলাশের হাঁসুলি, পলাশের বিভিন্ন আকারের মালা। কোথাও আবার হলুদ পলাশের লম্বা মালা, কড়ি দিয়ে সাজানো বিশেষ ডিজাইনও নজর কাড়ছে ক্রেতাদের। দিনহাটার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রীতম সরকার বহু বছর ধরেই হ্যান্ডমেড জুয়েলারি তৈরি করে আসছেন। এ বছর কাজের চাপ থাকায় খুব বেশি সময় না পেলেও কাস্টমারদের কথা মাথায় রেখে তিনি ক্লে দিয়ে তৈরি করছেন নানা ধরনের আকর্ষণীয় জুয়েলারি। প্রীতম বলেন, 'শুধু ব্যবসার জন্য নয়, কাস্টমারদের পছন্দের জিনিস তৈরি করে দিতে পারলে আমারও ভালো লাগে।' তাঁর তৈরি গয়না চাহিদা অনুযায়ী বিক্রি হচ্ছে তুলনামূলক চড়া দামেই।

সরস্বতীপুজোয় সাজতে তরুণ প্রজন্মের চাই নতুন কিছু। তাই তারা ঝুঁকছে রকমারি হ্যান্ডমেড জুয়েলারি ও কাস্টমাইজড পোশাকের দিকে। এই ব্যবসা আবার সেই একই প্রজন্মের কাছে বিকল্প রোজগারের দরজা খুলে দিচ্ছে। খোঁজ নিলেন অমৃতা দে

চাহিদা বিপুল

পোশাক হোক বা গয়না, সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে এই চাহিদা যে বিপুল, তা স্বীকার করছেন দিনহাটা শহরের জলখাওয়া কলোনির বাসিন্দা নিলাম শা। তিনিও হ্যান্ডমেড জুয়েলারি তৈরি করেন। নিলাম শা জানান, পুজো ঘিরে তাঁর কাছেও প্রচুর অর্ডার এসেছে। সবমিলিয়ে সরস্বতীপুজোকে কেন্দ্র করে দিনহাটায় হ্যান্ডমেডশিল্পীদের ব্যস্ততা ও ক্রেতাদের উৎসাহ দুটোই এখন তুঙ্গে।

দামের রকমফের

হ্যান্ডমেড জুয়েলারিগুলি সম্পূর্ণ কাস্টমাইজড হওয়ায় কাজের ধরন অনুযায়ী দাম নির্ধারণ করা হয়। জুয়েলারির দাম ন্যূনতম ১০০ টাকা থেকে শুরু হয়ে ৬০০-৭০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। পাঞ্জাবিতে শুধুমাত্র আঁকার জন্য খরচ পড়ছে ২০০ টাকা থেকে, কাজ অনুযায়ী সেই দাম আরও বাড়ছে। শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজে কলকা বা বিশেষ নকশা করাতে খরচ প্রায় ৮০০-৯০০ টাকা থেকে শুরু হচ্ছে।

বিকল সিটি স্ক্যান মেশিন, ভোগান্তি

এমজেএনের পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২০ জানুয়ারি : কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের একমাত্র সিটি স্ক্যান মেশিনটি বিকল হয়ে যাওয়ায় ভোগান্তি দেখা গিয়েছে। রোগী ও পরিজনদের অভিযোগ, সোমবার থেকে এমজেএনে সিটি স্ক্যান পরিষেবা বন্ধ। তার ফলে রোগীদের মোটা টাকা খরচ করে বেসরকারি ক্লিনিকের উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে। যাঁদের সেই সামর্থ্য নেই, তাঁরা মেশিন সারাইয়ের অপেক্ষা করছেন। সংকটজনক রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সিটি স্ক্যানের রিপোর্ট অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কখনও সিটি স্ক্যান, কখনও এমআরআই, আবার কখনও এক্স-রে মেশিন খারাপ হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। অথচ হাসপাতালে বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যা আরও বেড়েছে। তাই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে বিকল্প মেশিন বসানোর দাবিতে সরব হয়েছেন রোগীর পরিজনরা।

তবে ইঞ্জিনিয়াররা বিকেলের দিকে সিটি স্ক্যান মেশিনটি সারাই করেছেন। এমএসভিপি সৌরদীপ রায়ের কথায়, 'সিটি স্ক্যান মেশিন খারাপ হয়ে যাওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছিল। দায়িত্বপ্রাপ্তদের বলা হয়েছিল দ্রুত সারাই করার জন্য। বিকেল থেকে পরিষেবা স্বাভাবিক করা হয়েছে।'

নামে মেডিকেল কলেজ হলেও পরিষেবা সংক্রান্ত নানা কাজের জন্য মাঝেমধ্যেই রোগীদের ভোগান্তির শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ। হাসপাতালের বহির্বিভাগ বা জরুরি বিভাগে আসা রোগীরা যে সিটি স্ক্যান মেশিনটি ব্যবহার করতেন তা সোমবার থেকে বিকল হয়ে যায় বলে রোগীদের দাবি। যদিও হাসপাতালের দাবি সোমবার নয়, মঙ্গলবার সকালে তা বিকল হয়েছে। মঙ্গলবার দিনভর বহু রোগীকেই পরিষেবা নিতে গিয়ে ফিরে যেতে দেখা যায়। কোচবিহার-২ ব্লকের দেবীরহাটের বাসিন্দা জিতেন রায়ের অভিযোগ, 'গলব্লাডার স্টোনের অস্ত্রোপচারের জন্য চিকিৎসক সিটি স্ক্যান করাতে বলেছেন। কিন্তু সিটি স্ক্যানের ওখানে যাওয়ার পর কর্মীরা বললেন মেশিন খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমার ফোন নম্বর রেখে দিয়েছে। বলেছে, মেশিন ঠিক হলে ফোন করে জানাবে।'

হাসপাতাল সূত্রে খবর, এখানে প্রতিদিন কমবেশি ৫০-৬০ জনের সিটি স্ক্যান করা হয়। হাসপাতালের এক রোগীর দাদা সায়ন্তন দাসের অভিযোগ, 'চিকিৎসক আমার ভাইয়ের সিটি স্ক্যান করার কথা লিখে দিয়েছেন। কিন্তু মেশিন খারাপ থাকায় স্ক্যান হয়নি। বেসরকারি জায়গায় স্ক্যান করানোর মতো আর্থিক পরিস্থিতি নেই। তাই মেশিন ঠিক হওয়ার অপেক্ষা করছি।' এক রোগীর পরিজন পরিতোষ বর্মন বললেন, 'মেশিন বিকল হতেই পারে। তাই বলে বিকল্প ব্যবস্থা থাকবে না তা তো হতে পারে না। একাধিক মেশিন থাকলে এই সমস্যা হত না। মেডিকেল কলেজে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ মেশিনগুলির বিকল্প ব্যবস্থা রাখা উচিত।'

হাসপাতালে রোগীদের পরীক্ষানিরীক্ষা নিয়ে মাঝেমধ্যেই বিস্তর অভিযোগ ওঠে। আল্ট্রাসনোগ্রাফির ক্ষেত্রে মেশিনের সংকুলান না থাকায় তিন-চার মাস পরে পরীক্ষার তারিখ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অন্য মেশিনগুলিও মাঝেমধ্যে বিকল হওয়ার অভিযোগ ওঠে। বিকল্প মেশিন না থাকায় এক্স-রে, এমআরআই সেন্টারের সামনে প্রতিদিনই রোগীদের ভিড় উপচে পড়ে। গুরুত্বপূর্ণ মেশিনগুলি একাধিক সংখ্যায় থাকলে এই সমস্যা মিটবে বলে দাবি করেছেন রোগীর পরিজনরা।

এমজেএন মেডিকেল কলেজে রোগীর ভিড়। মঙ্গলবার। -জয়দেব দাস

সাগরদিঘি সাফাই করালেন আমিনা

কোচবিহার, ২০ জানুয়ারি : সাগরদিঘি হেরিটেজ। দিঘিটি পুরসভার অধীনে নেই। প্রশাসনের অধীনে রয়েছে। ফলে সাগরদিঘি সংস্কার বা পরিষ্কার করতে অপারগ পুরসভা। সাগরদিঘি পরিষ্কার করা নিয়ে কোচবিহার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ একাধিকবার এমন কথা বললেও দায়িত্ব পাওয়ার সাতদিনের মধ্যেই দিঘি পরিষ্কার করালেন কোচবিহার পুরসভার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন আমিনা আহমেদ। মঙ্গলবার একবারে ৬০-৭০ জন শ্রমিক নামিয়ে দিঘি চত্বর সাফাই করান। ঐতিহ্যবাহী দিঘিটি পরিষ্কার করা নিয়ে পুরসভার দুই চেয়ারম্যানের ভিন্ন চিন্তাধারার বিষয়টি সামনে আসতেই কোচবিহারের রাজনৈতিক সহ বিভিন্ন মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

সাগরদিঘি সাফাই নিয়ে আমিনার বক্তব্য, 'এতদিন কে কী বলেছেন তা আমি জানি না। তবে দিঘিটি প্রশাসনের অধীনেই থাক আর যার অধীনেই থাক, শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব তো পুরসভার। আর সাগরদিঘিকে বাদ রেখে সেটা কোনওভাবেই করা সম্ভব নয়। সে কারণেই আজকে আমরা দিঘিটি পরিষ্কার করেছি।' তাঁর আরও সংযোজন, দিঘিতে যেহেতু প্রচুর কচ্ছপ, ব্যাং ও অন্য নানা জলজ প্রাণী রয়েছে, তাই প্রশাসনিক নির্দেশ থাকায় দিঘির জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়নি। আমিনার এই কাজের প্রশংসা করেছেন কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক গোবিন্দ নন্দী।

সাগরদিঘির চারধারে জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, কোচবিহার আদালত, কোচবিহার পুরসভা, স্টেট ব্যাংক, কোচবিহার সদর মহকুমা শাসকের দপ্তর সহ অসংখ্য অফিস রয়েছে। দিঘির চারধারে সুন্দর রাস্তা, ফুটপাথ, ফুটপাথের ধার দিয়ে সুন্দর করে বোলার্ড বসানো রয়েছে। এছাড়া দিঘির চারপাশে ঐতিহ্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে হেরিটেজের আদলে অত্যাধুনিক অসংখ্য লাইট লাগানো রয়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক দিঘিটি দেখতে আসেন। এই অবস্থায় সংস্কারের অভাবে দিঘিটি দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গল ও আবর্জনায় ভরে রয়েছে। দিঘির জলে অসংখ্য প্লাস্টিক সহ নানা ধরনের বোতল, চায়ের কাপ সহ নানা ধরনের গ্লাস ও বিভিন্ন আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা যায়। দিঘি চত্বর পরিষ্কার হওয়ায় খুশি শহরবাসীও। বাপ্পি দের কথায়, 'কোচবিহার শহরের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র আবর্জনায় সাফাই পুরসভার খুব ভালো উদ্যোগ।'

সাগরদিঘি চত্বরে চলছে আবর্জনা পরিষ্কার।

রাস্তা সংস্কারের দাবি

মেখলিগঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : মেখলিগঞ্জ বাজার থেকে মহকুমা হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের দাবি তুলেছেন মেখলিগঞ্জবাসী। ৯ ওয়ার্ডের মহকুমা শহর মেখলিগঞ্জের এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। সড়কের অবস্থা খুবই খারাপ। বিভিন্ন জায়গায় পিচের আস্তরণ উঠে যাওয়ায় ছোট ছোট গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। এলাকায় প্রায় তিনটি সরকারি-বেসরকারি স্কুল আছে। এছাড়া এটি মেখলিগঞ্জ শহরে ঢোকার মূল রাস্তা হওয়ায় সংলগ্ন পঞ্চায়েত এলাকা এবং হলদিবাড়ি ব্লকের বাসিন্দারাও অসুবিধায় পড়ছেন। মেখলিগঞ্জ পিডব্লুডি'র তিস্তা ব্রিজ কনস্ট্রাকশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সামাদ আলি বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। তৈরি করা হয়েছে প্রস্তাবও। বরাদ্দ পেলেই বিষয়টি নিয়ে ভাবা হবে।'

অভিযোগ, কাঁঠালতলা মোড় থেকে সিংহপাড়া মোড় পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা ভীষণ খারাপ। স্থানীয় মানস কর বলেন, 'বিভিন্ন জায়গায় রাস্তায় পিচের আস্তরণ উঠে গিয়েছে। রাস্তার প্রস্থ সব জায়গায় সমান নয়। কোথাও ডিভাইডার আছে। কোথাও নেই। কাঁঠালতলা মোড় কার্যত দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়ে উঠেছে।।'

শহরের অন্য সিনেমা হলগুলির তুলনায় একটু বেশিই আধুনিক ছিল এই সিনেমা হলটি। সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায় রমরমিয়ে চলত। দীর্ঘদিন চলার পর মালিকানা বদল হওয়ায় রনি স্কোয়ার নামে পরিচিত হয় সিনেমা হলটি। একসময় যেখানে সগর্বে দাঁড়িয়ে ছিল সিনেমা হলটি, আজ সেই জায়গাটা একেবারেই ফাঁকা।

কমলা টকিজ শুধুই স্মৃতি

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২০ জানুয়ারি : সময় প্রবহমান। কালের নিয়মে এতে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও শেষরক্ষা হয়নি। বর্তমানে মাল্টিপ্লেক্স এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্ম সহজলভ্য হলেও কোচবিহারের প্রবীণদের কাছে আজও নস্টালজিয়া কমলা টকিজ। পরবর্তীতে যা রনি স্কোয়ার নামে পরিচিত ছিল। কালের অমোঘ নিয়মে আজ একেবারেই নিশ্চিহ্ন এই প্রেক্ষাগৃহ। কত কিশোরের প্রথম প্রেম, কত পড়ুয়ার স্কুল ফাঁকি দিয়ে দুপুরের শোয়ে ভিড় জমানোর যে নীরব সাক্ষী। বছর কয়েক আগেও বিকেল ও সন্ধ্যায় কত মানুষের জমায়েত দেখা যেত সিনেমা হলটির সামনে। কিন্তু আজ সেখানে ঘিরে রয়েছে একরাশ শূন্যতা।

আটের দশকে পথ চলা শুরু কমলা টকিজের। প্রথম থেকেই ডিস্ক প্রোজেক্টরে বড় পর্দায় ছবি দেখানো হত প্রেক্ষাগৃহটিতে। শহরের অন্য সিনেমা হলগুলির তুলনায় একটু বেশিই আধুনিক ছিল এই সিনেমা হলটি। সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায় রমরমিয়ে চলত। দীর্ঘদিন চলবার পর মালিকানা বদল হওয়ায় রনি স্কোয়ার নামে পরিচিত হয় সিনেমা হলটি। একসময় যেখানে সগর্বে দাঁড়িয়ে ছিল সিনেমা হলটি, আজ সেই জায়গাটা একেবারেই ফাঁকা। এদিন সেখানে তাকাতেই দেখা গেল জায়গাটি আজ বিবর্ণ। একরাশ স্মৃতি সেখানে যেন ভিড় করে আসে। বর্তমানে গাছগাছড়ায় ঘেরা গোটা এলাকা। দূরে ছড়িয়ে রয়েছে পাথর। রাস্তার সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দু-একটা দোকান। লোকজন সেরকম নেই। আগে অবশ্য প্রেক্ষাগৃহের দৌলতে দোকানগুলিতে ভিড় লেগেই থাকত। দুপুরের রোদ পোহাবার ফাঁকেই এক দোকানি বললেন, 'বছর আটেক আগে সিনেমা হলটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বছর দুয়েক হল প্রেক্ষাগৃহটিও ভেঙে ফেলা হয়েছে।' শহরের প্রবীণ বাসিন্দা বিপ্লব লস্করের কথায়, 'হলটির উদ্বোধনের দিন জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেওয়া টিকিটে আমরা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে সেদিন দর্শকদের মিষ্টিও খাওয়ানো হয়েছিল। এরপর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে বহুবার সিনেমা হলে গিয়েছিলাম। সেসময় হলটির নাম ছিল কমলা টকিজ।'

কত প্রজন্মের হাসিকান্না, কত না-বলা গল্পের নীরব সাক্ষী ছিল এই প্রেক্ষাগৃহটি। খুব কম দিনেই হলটি আজ শহরবাসীদের স্মৃতির পাতায়। হলটি চালু থাকাকালীন মানুষের উন্মাদনা, টিকিটের জন্য লম্বা লাইন, প্রেক্ষাগৃহের ভেতরের দর্শকদের চিৎকার- এসব ভাবলে আজও নস্টালজিক হয়ে পড়েন ওই এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ রায়। তিনি বলেন, 'আজও কত ছবির নাম মনে পড়ে এই প্রেক্ষাগৃহের কথা ভাবলে। খাগড়াবাড়ি মোড়ের সেই প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাপ্রেমীদের ভিড় আজ কেবল স্মৃতি।'

এই সিনেমা হলের পোস্টার দেখতে একসময় বাইরে সাইকেলের লাইন দেখা যেত স্কুল এবং কলেজ পড়ুয়াদের। একটা সময় ছিল যখন প্রেক্ষাগৃহে ছবি দেখবার ফাঁকে পপকর্ন কিংবা কফিতে গলা ভেজাতেন তরুণ-তরুণীরা। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ছবি দেখতে গিয়ে হুইহুল্লোড়ে প্রেক্ষাগৃহ ভরে থাকত। এইসব নানান নস্টালজিয়াকে উসকে প্রবীণ বাসিন্দা তথা শিক্ষক নির্মল দে বললেন, 'কলেজে পড়াকালীন সময়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এই প্রেক্ষাগৃহে কত সিনেমা দেখেছি। একবার রাতের শো বন্ধ করে শোভনসুন্দর বসু, নাট্য-অভিনেতা চিন্ময় রায়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল। স্মৃতির সরণি বেয়ে এসব কথা আজও মনে পড়ে।'

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কিংবা মাল্টিপ্লেক্সের দাপটে শেষের দিকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চললেও সিনেমা হলটি টিকে থাকার কথা ছিল। কিন্তু কালের নিয়মে ধীরে ধীরে মুছে যেতে হল পুরোনো এই প্রেক্ষাগৃহটিকে। যা তরুণ প্রজন্মের কাছে আজ কেবলই ইতিহাস।

এখানেই ছিল একসময়ের কমলা টকিজ।

বিজ্ঞাপনে শ্রী হারিয়েছে রাজশহর

কোচবিহার, ২০ জানুয়ারি : 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'- শঙ্খ ঘোষের এই লাইনটির যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায় গুঞ্জবাড়ি মোড়, সাগরদিঘি সংলগ্ন এলাকা সহ গোটা শহর ঘুরলে। কোথাও ঝুলছে রাজনৈতিক দলের বিজ্ঞাপন, আবার কোথাও মাস কয়েক আগে হয়ে যাওয়া অনুষ্ঠানের পোস্টার। দিনের পর দিন সেগুলি শহরজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও সেগুলি সরাতে কোনও হেলদোল নেই প্রশাসনের।

পুরসভার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন আমিনা আহমেদ বলছেন, 'যারা পোস্টার লাগিয়েছে পুরসভার তরফে তাদের সেগুলি সরিয়ে দিতে অনুরোধ করা হবে। এরপরেও না খুললে আমরা পুরসভার তরফে সেগুলি সরিয়ে দেব।' গত বছরের ২৪ ডিসেম্বর থেকে দিনহাটায় শুরু হয়েছিল শিশু কিশোর উৎসব। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর মাসখানেক হতে চললেও এতদিনেও সেই পোস্টার ঝুলছে গুঞ্জবাড়ি মোড়ে। এখনও দুর্গোৎসবের ফেক্স ঝুলতে দেখা গেল শহরের বিভিন্ন জায়গায়। কোচবিহার স্টেডিয়ামের সীমানা প্রাচীরের গায়ে ঝুলে রয়েছে বিভিন্ন ফ্লেক্স। সাগরদিঘি চত্বরে বিধিনিষেধকে উপেক্ষা করেই বিভিন্ন সংগঠন এবং ক্লাবের তরফে পোস্টার লাগানো হয়েছে। কর্মীসভা শেষ হওয়ার পরেও শহরজুড়ে পোস্টার লাগিয়ে রাখা হয়েছে।

শহরের বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজের সামনেও বাড়িভাড়া, টিউশন সহ নানাবিধ বিজ্ঞাপনী তোরণ লাগানো হয়েছে। বিজ্ঞাপনের থেকে মুক্তি পায়নি গাছগুলিও। গাছের গায়ে পেরেক পুঁতে পোস্টার লাগানো হয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। এভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিজ্ঞাপন লাগানোয় দৃশ্য দূষণ হচ্ছে বলে অভিযোগ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আস্থা ফাউন্ডেশনের পিংকি রায়। তাঁর কথায়, 'শহরের সৌন্দর্য রক্ষায় সকলেরই সচেতন হওয়া উচিত।'

গুঞ্জবাড়ি মোড়ে এভাবেই লাগানো রয়েছে ফ্লেক্স। ছবি : জয়দেব দাস

শহরে বিভিন্ন স্থাপত্য রক্ষার জন্য সংস্কার পর্ব জোরকদমে চলছে। সেইসঙ্গে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শহরের সৌন্দর্যায়ন করা হচ্ছে। অথচ সেই শহরেই দৃশ্য দূষণ ঘটাচ্ছে বিভিন্ন সংগঠন। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, হেরিটেজ শহরের সৌন্দর্য রক্ষার দায় কি শুধুই প্রশাসনের? শহরের বাসিন্দা এবং ক্লাবগুলির কি কোনও দায় নেই? পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাস গ্রুপের সম্পাদক অরূপ গুহ'র বক্তব্য, 'যত্রতত্র বিজ্ঞাপন এবং হোর্ডিংয়ে দৃশ্য দূষণের পাশাপাশি পথচারীদের দুর্ঘটনার আশঙ্কাও থাকে। সেজন্য পুরসভার নজরদারির পাশাপাশি ক্লাব, নাগরিক সংগঠনগুলির এবিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।'

যারা পোস্টার লাগিয়েছে পুরসভার তরফে তাদের সেগুলি সরিয়ে দিতে অনুরোধ করা হবে। এরপরেও না খুললে আমরা পুরসভার তরফে সেগুলি সরিয়ে দেব।

-আমিনা আহমেদ

বাংলার কণ্ঠস্বর বিজেপি মোদি

আমার বস, নীতিন বরণে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : নীতিন নবীনের হাত ধরে বিজেপিতে এবার 'মিলেনিয়াল' যুগের সূচনা হল। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করতেই হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ল দলের সদর দপ্তর। জেপি নাড্ডার ব্যাটন নীতিনের হাতে তুলে লাড্ডু খাইয়ে, ফুলের মালা পরিয়ে বিজেপিতে 'নবীন-বরণ' করে নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পরে দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে নমোর সদর্পে ঘোষণা, 'মাননীয় নীতিন নবীনজি... আমি একজন কর্মীমাত্র আর আপনি আমারও বস। নীতিন নবীন আমাদের সবার সভাপতি।'

নতুন সভাপতিকে প্রথম দিনই মোদি বুঝিয়ে দিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ সহ চার রাজ্য ও এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আসন্ন বিধানসভা ভোটই তাঁদের পাখির চোখ। সেই বৈতরণি পার করতে তাই অন্যতম প্রধান কান্ডারি হতে হবে বিহারের প্রাক্তন সড়ক ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রীকে।

মোদির সাফ কথা, 'গত ১১ বছরে বিজেপির ওপর মানুষের ভরসা ক্রমশ বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ ও তেলেঙ্গানায় বিজেপি জনতার কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার সুবাদে সরকারের পক্ষে টিকে থাকা মুশকিল হয়। বিজেপি সেই প্রথা ভেঙে দিয়েছে। গত দেড়-দু'বছরে বিজেপির ওপর মানুষের ভরসা আরও মজবুত হয়েছে। বিধানসভা বা স্থানীয় নির্বাচনে বিজেপির স্ট্রাইক রেট অভূতপূর্ব।' আসন্ন পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে বিজেপির সাফল্য নিয়ে প্রত্যয়ী বার্তা শোনা গিয়েছে নীতিন নবীনের মুখেও। বিজেপির বাংলা দখলের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে বলে পালটা কটাক্ষ করেছেন কলকাতার মহানাগরিক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, 'যেখানে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আছে, সেখানে মানুষের সমস্যা বেশি।'

নীতিন নবীনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়ার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর মুখে এদিন দেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করে তাড়ানোর হুঁশিয়ারিও শোনা গিয়েছে। অনুপ্রবেশকারী এবং শহুরে নকশালদের দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বড় বিপদ বলেও দাবি করেন তিনি। তৃণমূলের নাম না করে মোদি বলেছেন, 'যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ভোটব্যাংকের রাজনীতির কারণে অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করছে, আমরা পূর্ণশক্তি দিয়ে তাদের মুখোশটা জনগণের সামনে খুলে দেব।'

নতুন সভাপতিকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আজ আমাদের দেশ অনুপ্রবেশকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে। বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিও এখন তাদের দেশে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করছে এবং তাদের ফেরত পাঠাচ্ছে। কোনও দেশ অনুপ্রবেশকারীদের বরদাস্ত করে না। অনুপ্রবেশকারীরা যেভাবে আমাদের দেশের গরিব ও তরুণদের অধিকার খর্ব করছে, ভারত সেটা কিছুতেই মেনে নেবে না। দেশের নিরাপত্তার পক্ষে সাংঘাতিক বিপদ এই অনুপ্রবেশকারীরা। তাদের খুঁজে বের করে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো অত্যন্ত জরুরি।'

বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা ভোটে অনুপ্রবেশ ইস্যুটিই বিজেপির অন্যতম তুরুপের তাস। এসআইআরের মাধ্যমে ভুয়ো ভোটারের অছিলায় অনুপ্রবেশকারী ও বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের খুঁজে বের করে দেশ থেকে তাড়ানোর হুঁশিয়ারি প্রায়ই শোনা যায় বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতাদের গলায়। বাংলাদেশি সন্দেহে বীরভূমের বাসিন্দা সোনালি বিবিকে কাঁটাতারের ওপারে পুশ ব্যাক করা হয়েছিল। শেষমেশ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয় কেন্দ্র। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে ভিনরাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের হেনস্তার অভিযোগও উঠছে প্রায় প্রতিদিন। জবাবে তৃণমূল অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে পুষ্ট হয় বলে পালটা অভিযোগ তোলে গেরুয়া শিবির। এই অবস্থায়

> **গত ১১ বছরে বিজেপির ওপর মানুষের ভরসা ক্রমশ বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ ও তেলেঙ্গানায় বিজেপি জনতার কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়েছে।**
>
> -নরেন্দ্র মোদি

প্রধানমন্ত্রী যেভাবে অনুপ্রবেশ নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন তাতে ভোটের মুখে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির পারদ আরও চড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। শহুরে নকশালরাও দেশের পক্ষে বড় চ্যালেঞ্জ বলে এদিন জানিয়েছেন মোদি।

তরুণ প্রজন্মকে কাছে টানার বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এখনকার ভাষায় বলতে গেলে নীতিনজি একজন মিলেনিয়াল। উনি সেই প্রজন্মের মানুষ যারা ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত রূপান্তরের সাক্ষী।' মোদি বলেন, 'নীতিন নবীন এমন এক প্রজন্মের মানুষ যাঁরা ছোটবেলায় রেডিও থেকে তথ্য পেতেন আর এখন এআই-এর সক্রিয় ব্যবহারকারী। নীতিনজির মধ্যে তারুণ্যের শক্তিও রয়েছে আবার সাংগঠনিক কাজকর্মের ব্যাপক অভিজ্ঞতাও রয়েছে। এটা আমাদের দলের প্রতিটি কর্মীর পক্ষেই উপযোগী।'

সুপ্রিম রোষে মানেকা

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : পথকুকুর মামলার রায় নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পশুপ্রেমী মানেকা গান্ধিকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার একটি পডকাস্টে মানেকার শরীরী ভাষা এবং আদালতের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি এন.ভি. আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ।

শুনানি চলাকালীন মানেকার আইনজীবী রাজু রামচন্দ্রন যখন আদালতের মন্তব্য নিয়ে সওয়াল করছিলেন, তখন বিচারপতিরা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'আপনার মক্কেল পডকাস্টে কী ধরনের মন্তব্য করেছেন, শুনেছেন? ওঁর শরীরী ভাষা দেখেছেন? উনি কোনও চিন্তাভাবনা না করেই সবার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন।' এর জবাবে

পথকুকুর মামলা

আইনজীবী রামচন্দ্রন জানান, তিনি মুম্বই হামলার জঙ্গি আজমল কাসভের হয়েও লড়েছিলেন। তখন বিচারপতি নাথ পালটা বলেন, 'আজমল কাসভও আদালতের অবমাননা করেনি, কিন্তু আপনার মক্কেল করেছেন।'

বিচারপতিরা প্রশ্ন তোলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকাকালীন মানেকা গান্ধি পথকুকুর সমস্যার সমাধানে কতটা 'বাজেট বরাদ্দ' করতে সাহায্য করেছিলেন? আদালত স্পষ্ট জানায়, শুধুমাত্র 'মহত্ত্ব' দেখিয়েই তাঁরা মানেকার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা শুরু করছেন না।

গত বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল চত্বর থেকে পথকুকুর সরানো নিয়ে আদালতের নির্দেশকে 'অবাস্তব' বলে সমালোচনা করেছিলেন মানেকা।

'ট্যারিফ' আতঙ্কে ধস

মুম্বই, ২০ জানুয়ারি : সোমবারের পর মঙ্গলবারও ধস নামল শেয়ার বাজারে। সেনসেক্স এদিন ১০৬৫.৭১ পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ৮২১৮০.৪৭ পয়েন্টে। একইভাবে নিফটি ৩৫৩ পয়েন্ট খুইয়ে থিতু হয়েছে ২৫২৩২.৫০ পয়েন্টে। দু'দিনের পতনেই লগ্নিকারীরা ১২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সম্পদ খুইয়েছেন।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে আমেরিকার বিরোধিতা করায় ইউরোপের ৮টি দেশের ওপর ট্যারিফ বসানোর হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই হুমকির জেরে সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে এদেশেও।

নীল আকাশের নীচে... *মঙ্গলবার হিমাচলের স্পিতি ভ্যালিতে।*

সব চুক্তির সেরা, বার্তা ইইউ প্রধানের

ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্য সমঝোতা

দাভোস, ২০ জানুয়ারি : সুইৎজারল্যান্ডের দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মধ্যে প্রস্তাবিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে 'মাদার অফ অল ডিলস' বা 'সব চুক্তির সেরা' বলে অভিহিত করলেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেয়েন। মঙ্গলবার এক ভাষণে তিনি জানান, দু-পক্ষই এখন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই চুক্তি হলে প্রায় ২০০ কোটি মানুষের এক বিশাল বাজার তৈরি হবে, যা বিশ্বের মোট জিডিপি-র প্রায় এক-চতুর্থাংশ।

উরসুলা বলেন, 'এখনও কিছু কাজ বাকি থাকলেও আমরা এক ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তির দোরগোড়ায়। কেউ কেউ একে সব চুক্তির সেরা বলছেন। ইউরোপ সর্বদা বিশ্বকে বেছে নেয় এবং বিশ্বও ইউরোপকে বেছে নিতে প্রস্তুত।' বাণিজ্য চুক্তিকে চূড়ান্ত রূপ দিতে আগামী সপ্তাহে উরসুলা ভারত সফরে আসছেন। ২৬ জানুয়ারি দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে তিনি এবং ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কস্তা প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির থাকবেন। ২৭ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ভারত-ইইউ শিখর সম্মেলনে অংশ নেবেন তাঁরা।

দাভোসে যখন ভারত-ইউরোপ মৈত্রী দানা বাঁধছে, ঠিক তখনই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপস্থিতি ঘিরে তৈরি হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা। ছয় বছর পর দাভোসের বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে যোগ দিতে চলেছেন ট্রাম্প। তবে তাঁর এই প্রত্যাবর্তন ঘটছে এক সংঘাতপূর্ণ আবহে। গ্রিনল্যান্ড দখল ইস্যুতে ইউরোপের আটটি দেশের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে ট্রাম্প ইতিমধ্যেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁর দাবি, প্রথাগত আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি ও জোটের দিন শেষ, এখন শুধু শক্তি আর লেনদেনের রাজনীতি চলবে। ট্রাম্পের বক্তব্যের সঙ্গে সংগতি রেখে গ্রিনল্যান্ডের সেনাঘাঁটিতে যুদ্ধবিমান মোতায়েনের কথা ঘোষণা করেছে নর্থ আমেরিকান এরোস্পেস ডিফেন্স কমান্ড (নোরাড)। গ্রিনল্যান্ড উপকূলের পিতুফিকের মার্কিন সেনাঘাঁটিতে বিমানগুলিকে মোতায়েন করা হবে। ভারসাম্য রাখতে গ্রিনল্যান্ডে সেনা সংখ্যা বাড়াচ্ছে ডেনমার্কও। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের বিশেষ সংবর্ধনা সভায় আমন্ত্রিত হয়েছেন ভারতের সাত প্রভাবশালী শিল্পপতি। টাটা সন্সের এন চন্দ্রশেখরন, ভারতী এন্টারপ্রাইজের সুনীল ভারতী মিত্তাল, ইনফোসিসের সলিল পারেখ সহ সাত সিইও-র এই অংশগ্রহণ বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে তুলে ধরছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, একদিকে ইউরোপের সঙ্গে 'মাদার অফ অল ডিলস'-এর হাতছানি আর অন্যদিকে ট্রাম্পের কড়া বাণিজ্যনীতির চ্যালেঞ্জ, এই দুয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ভারতের ভূমিকা এখন বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে।

> **এখনও কিছু কাজ বাকি থাকলেও আমরা এক ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তির দোরগোড়ায়। কেউ কেউ একে সব চুক্তির সেরা বলছেন।**
>
> -উরসুলা ভন ডার লেয়েন

দাভোসে উপস্থিত শিল্পপতিদের কাছে ট্রাম্পের বার্তা স্পষ্ট— ভূ-রাজনীতি এখন আর বাজারের নেপথ্য ঝুঁকি নয়, বরং বিনিয়োগ ও কর্পোরেট কৌশলের প্রধান চালিকাশক্তি। দিল্লির প্রজাতন্ত্র দিবসের মঞ্চই ঠিক করে দেবে আগামীর বিশ্ব অর্থনীতির গতিপথ।

এসআইআর, সরব তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : এসআইআর নিয়ে শীর্ষ আদালতে ধাক্কা খাওয়ার পর মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগ আরও জোরালো করল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজধানীতে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের শাসকদলের দাবি, এসআইআর এখন আর নিরপেক্ষ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়। তা পরিণত হয়েছে 'সফটওয়্যার ইনটেনসিভ রিগিং'-এ। তৃণমূলের তিন রাজ্যসভার সাংসদ দলনেতা ডেরেক ও' ব্রায়েন, সাগরিকা ঘোষ এবং সাকেত গোখলেদের অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ার নামে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গ্রামের বাসিন্দা ও প্রবীণ নাগরিকদের চরম হয়রানির মুখে ফেলা হচ্ছে।

সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের কাজ হওয়া উচিত সংবিধান ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করা। অথচ এসআইআরের নামে এমন এক প্রক্রিয়া তৈরি করা হয়েছে, যেখানে নিরপেক্ষতার বদলে সন্দেহই প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠছে।' ডেরেকের অভিযোগ, গত ২৮ নভেম্বর তৃণমূলের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠক করলেও সেই বৈঠকের ট্রান্সক্রিপ্ট আজও প্রকাশ করা হয়নি। পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের কোনও উত্তরও দেয়নি কমিশন।

তৃণমূলের মতে, এতদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রশ্নগুলো তুলে ধরছিলেন, সোমবার শীর্ষ আদালতের নির্দেশে কার্যত সেই দাবিগুলিরই স্বীকৃতি মিলেছে। এদিন আদর্শ আচরণবিধি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল।

বিজেপিকে বিঁধলেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : মৃত ইঞ্জিনিয়ারের মৃতের ঘটনায় মঙ্গলবার নির্মাণ কাণ্ডের রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার অভয় কুমারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। অভিযুক্ত আরও এক ডেভেলপারের বিরুদ্ধে এফআইআর হলেও তিনি বেপাত্তা। এই আবহে প্রশাসনের খামখেয়ালিপনার সমালোচনা করে রাহুল এক্সে লিখেছেন, 'সাধারণ মানুষ ট্যাক্স দিচ্ছেন উন্নত পরিষেবার জন্য। বিনিময়ে পাচ্ছেন খারাপ রাস্তা, ভেঙে পড়া ব্রিজ। মানুষ দুর্নীতি, দূষণ, উদাসীনতায় মরছে। শহুরে জীবন ভেঙে পড়ছে। ওটা কোনও দুর্ঘটনা নয়। ওটা প্রশাসনিক দুর্নীতি ও গাফিলতির ফল। অথচ জবাবদিহির বালাই নেই।' রাহুলের বক্তব্যের ইঙ্গিত পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে প্রশাসনিক অবহেলার।

অন্য ভূমিকায়... *মঙ্গলবার রায়বেরেলি প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনে রাহুল গান্ধি।*

গোষ্ঠী-হিংসায় কোকরাঝাড়ে হত ২

গুয়াহাটি, ২০ জানুয়ারি : ফের উত্তপ্ত অসমের কোকরাঝাড়। মঙ্গলবার বোড়ো এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় নামানো হয়েছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (আরএএফ)। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়া রুখতে কোকরাঝাড় ও সংলগ্ন চিরাং জেলায় সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা।

হিংসার সূত্রপাত সোমবার গভীর রাতে। কারিগাঁও পুলিশ আউটপোস্টের মানসিং রোডে তিন বোড়ো তরুণকে নিয়ে যাওয়া একটি গাড়ি দুই আদিবাসীকে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। এরপরই উত্তেজিত গ্রামবাসীরা ওই তিন তরুণকে বেধড়ক মারধর করে এবং গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনায় দু-জনের মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার সকালে উত্তেজনা চরমে পৌঁছোয়। দুই সম্প্রদায়ের মানুষ জাতীয় সড়ক অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। হামলা চালানো হয় কারিগাঁও পুলিশ আউটপোস্টে, পুড়িয়ে দেওয়া হয় একটি সরকারি অফিস ও বেশ কিছু বাড়ি।

সুইৎজারল্যান্ড সফরে থাকা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা সমাজমাধ্যমে রাজ্যবাসীকে এক বার্তায় জানান, 'আমি পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি এবং পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'এলাকায় সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। কোকরাঝাড় জেলায় সংঘর্ষ ও গণপিটুনির ঘটনার পর র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে। কোকরাঝাড় ও পাশের জেলা চিরাংয়ে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।' বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের প্রাক্তন মুখ্যনির্বাহী সদস্য প্রমোদ বোড়ো এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তারা যেন প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, যাতে মানুষ নির্ভয়ে বসবাস করতে পারে।' প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাসিন্দাদের আইন হাতে না তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি থমথমে। গণপিটুনি ও হিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগে এদিন পর্যন্ত ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বিতর্কে রবি

চেন্নাই, ২০ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোটের মুখেও তামিলনাড়ুতে রাজ্যপাল আরএন রবি বনাম ডিএমকে-র নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরোধ থামার কোনও লক্ষণ নেই। মঙ্গলবার বিধানসভার ভাষণের শুরুতেই তাই তাল কাটল। প্রথা অনুযায়ী, অধিবেশনের শুরুর দিন রাজ্য সরকারের লিখে দেওয়া ভাষণ পাঠ করেন রাজ্যপাল। এদিনও সেভাবেই শুরুটা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সভায় প্রথমে রাজ্য সংগীত বেজে ওঠায় রাজ্যপাল আচমকা বেরিয়ে যান। তিনি অভিযোগ করেন, বিধানসভায় জাতীয় সংগীতের অবমাননা করা হয়েছে। তাঁর মাইকও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জবাবে মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন বলেন, 'ইচ্ছাকৃতভাবে রাজ্যপাল এমন কাজ করে বিধানসভার নীতি ও ঐতিহ্য লঙ্ঘন করেছেন।'

মানচিত্র বদলের নেশায় ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২০ জানুয়ারি : বিশ্বের মানচিত্র কি এবার নিজের ইচ্ছা মতো বদলে দিতে চাইছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প? সোমবার তাঁর একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র শোরগোল। কোনও ক্যাপশন ছাড়াই ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে উত্তর আমেরিকার একটি মানচিত্র পোস্ট করেছেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে কানাডা এবং গ্রিনল্যান্ড— দু-দেশই আমেরিকার পতাকার লাল-নীল-সাদা রঙে রাঙানো। ইন্টারনেটে এই ছবি ছড়িয়ে পড়তেই প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি এবার প্রতিবেশী দেশগুলিতে 'আগ্রাসনের' ছক কষছেন হোয়াইট হাউসের কর্তা?

শুরুটা হয়েছিল গ্রিনল্যান্ড নিয়ে। ট্রাম্পের দাবি, আমেরিকার নিরাপত্তার খাতিরে ডেনমার্কের এই দ্বীপটি ওয়াশিংটনের দখলে আসা প্রয়োজন। এমনকি ২০২৬-এর মধ্যে গ্রিনল্যান্ডকে আমেরিকার অংশ হিসেবে ঘোষণা করার একটি গ্রাফিক্স তিনি শেয়ার করেছেন, যেখানে তাঁর পাশে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং বিদেশসচিব মার্কো রুবিওকে দেখা যাচ্ছে। ট্রাম্পের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, ডেনমার্ক বা ইউরোপের দেশগুলি এই দাবি না মানলে তাদের পণ্যে চড়া শুল্ক আরোপ করা হবে।

সংঘাতের আঁচ পৌঁছেছে লন্ডনেও। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে লিবারেল ডেমোক্র্যাট নেতা এড ডেভি ট্রাম্পকে 'আন্তর্জাতিক গ্যাংস্টার' এবং 'জবরদস্তিকারী' বলে আক্রমণ করেছেন। তাঁর মতে, ডেনমার্ক বা ব্রিটেনের মতো বন্ধু দেশগুলিকে এভাবে হুমকি দিয়ে ট্রাম্প আসলে ন্যাটোকে ধ্বংস করছেন, যা প্রকারান্তরে পুতিন ও জিনপিংকে শক্তিশালী করবে।

কানাডাকে আমেরিকার পতাকার রঙে রাঙানো মানচিত্রটি

গ্রিনল্যান্ড থেকে কানাডা

সাধারণ মানুষকে আরও বেশি আতঙ্কিত করেছে।

যদিও সরকারিভাবে কানাডা নিয়ে কোনও ঘোষণা আসেনি, তবুও নেটিজেনদের একাংশ মনে করছেন, ট্রাম্পের এই 'টেরিটোরিয়াল অ্যাম্বিশন' বা এলাকা দখলের আকাঙ্ক্ষা বিশ্বশান্তির জন্য বড় বিপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এবার প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর মুখোমুখি

ওয়াইনে ২০০ শতাংশ শুল্ক, জারি নোবেল-যুদ্ধ

ওয়াশিংটন, ২০ জানুয়ারি : ২০২৬-এর শুরুতেই গ্রিনল্যান্ড দখল এবং বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর মধ্যে কূটনৈতিক উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। গাজা পুনর্গঠনের জন্য ট্রাম্পের প্রস্তাবিত 'বোর্ড অফ পিস'-এ যোগ দিতে ফ্রান্স অস্বীকার করায় ট্রাম্প ফরাসি ওয়াইন ও শ্যাম্পেনের ওপর ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন। ট্রাম্পের স্পষ্ট বার্তা, 'আমি ওঁর (ম্যাক্রোঁ) ওয়াইনের ওপর ২০০ শতাংশ শুল্ক বসাব, তখন উনি বোর্ডে যোগ দেবেন।'

ফরাসি প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ সূত্র এই হুমকিকে 'অগ্রহণযোগ্য' ও 'অকার্যকর' বলে বর্ণনা করেছে। ফ্রান্সের বিদেশ মন্ত্রক ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের যুক্তিকে কটাক্ষ করে বলেছে, 'ভবিষ্যতে আগুন লাগতে পারে ভেবে এখনই ঘর পুড়িয়ে দেওয়া অথবা হাঙর আক্রমণ করতে পারে ভেবে লাইফগার্ডকে খেয়ে ফেলার মতো যুক্তি দিচ্ছে আমেরিকা।' ফ্রান্সের অর্থমন্ত্রী রোল্যান্ড লেসকিউর সতর্ক করে দিয়েছেন, গ্রিনল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব নিয়ে টানাটানি করলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আমেরিকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এরই মধ্যে ম্যাক্রোঁর একটি ব্যক্তিগত বার্তা সমাজমাধ্যম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ ফাঁস করে দিয়েছেন ট্রাম্প। সেখানে ম্যাক্রোঁকে বলতে শোনা যায়, 'বন্ধু, আমরা সিরিয়া ও ইরান ইস্যুতে একমত, কিন্তু গ্রিনল্যান্ড নিয়ে আপনি কী করছেন, তা আমার বোধগম্য নয়।'

ম্যাক্রোঁ প্যারিসে একটি বিশেষ জি৭ বৈঠকের প্রস্তাব দেন যেখানে রাশিয়া, ইউক্রেন ও ডেনমার্ককে আমন্ত্রণ জানিয়ে এই সংকট সমাধানের কথা বলা হয়েছে।

এদিকে নোবেল শান্তি না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ ডোনাল্ড ট্রাম্পের চিঠির জবাবে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গোর স্টোর বলেছেন, 'আমি ওঁকে বারবার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছি, কিন্তু উনি বুঝতে চাইছেন না। নোবেল প্রদান করে একটি স্বাধীন কমিটি, এতে নরওয়ে সরকারের কোনও হাত নেই।'

জঙ্গিঘাঁটি দেখে চোখ ছানাবড়া সেনার

শ্রীনগর, ২০ জানুয়ারি : জঙ্গলের গভীরে জঙ্গিদের বানানো ১০ ফুট বাই ১০ ফুট বাংকারে উঁকি মেরে চোখ ছানাবড়া হওয়ার জোগাড় সেনাবাহিনীর। মজবুত পাথুরে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা রান্নাঘরে থরে থরে সাজানো কমপক্ষে ৫০ প্যাকেট নুডলস, এক ক্রেট ভর্তি টমেটো ও আলু, ১৫ রকমের মশলা, ১০ কেজির দুই থলি ভর্তি বাসমতী চাল, ডাল, কয়েক ব্যাগ গম ও বাজরা, দু'টি বড় গ্যাস সিলিন্ডার, বার্নার, শুকনো জ্বালানি কাঠ এবং অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস।

জম্মু-কাশ্মীরের কিস্তোয়ারে দুই জইশ জঙ্গি সইফুল্লা এবং আদিলের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে সেনা। তল্লাশি অভিযান চালাতে গিয়ে গতকালই এক জওয়ান হাবিলদারের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি অন্তত চারজন সন্দেহভাজনকে পাকড়াও করেছে বাহিনী।

জইশ জঙ্গিদের খোঁজে পাহাড়ি জঙ্গলে তল্লাশি চালানোর সময় তাদের গোপন একটি ডেরার হদিস পায় সেনারা। গাছের আড়ালে এমনভাবে বাংকারে বানানো হয়েছে যে, কাকপক্ষীতেও টের পাবে না! শুধু তা-ই নয়, বাংকারটিকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে, উলটো দিক থেকে হামলা হলে তা সহজেই আটকে দিতে পারবে।

সোমবার ওই বাংকারের খোঁজ

মেলে ১২ হাজার ফুট উঁচুতে। সেখানে গোপন কুঠরি থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর খাবারদাবার, গ্যাস সিলিন্ডার সহ রান্নার নানা সরঞ্জাম। সেনা সূত্রে খবর, যে পরিমাণ জিনিস উদ্ধার হয়েছে, তা দেখে মনে হচ্ছে অনেক দিন ধরেই ওই ডেরায় লুকিয়েছিল জঙ্গিরা। শুধু তা-ই নয়, আরও বেশ কয়েকদিন থাকার রসদও ছিল তাদের কাছে। তবে স্থানীয়দের কারও সহযোগিতা ছাড়া এই জায়গায় বাংকার বানানো এবং খাবার মজুত করা সম্ভব ছিল না বলেই মনে করা হচ্ছে।

জঙ্গিদের সাহায্যকারী সন্দেহে ইতিমধ্যে চারজন স্থানীয় বাসিন্দাকে আটক করে জেরা চলছে বলে খবর।

সাংবাদিক সম্মেলনে ফুরফুরে মেজাজে সূর্যকুমার যাদব।

আজ শুরু বিশ্বকাপ কম্বিনেশনের পরীক্ষা

নাগপুর, ২০ জানুয়ারি : কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের। তারপর আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে যাবে টি২০ বিশ্বকাপ।

সপ্তাহ দুয়েক পর শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের লক্ষ্যে বুধবার নাগপুরের জামথার ক্রিকেট মাঠে মিশন নিউজিল্যান্ড শুরু করছে সূর্যকুমার যাদবের ভারত। কিউয়ি মিশনের লক্ষ্য মূলত দুটি। এক, প্রাক বিশ্বকাপ দলের কম্বিনেশনের পরীক্ষা সেরে নেওয়া। দুই, অধিনায়ক সূর্যের ফর্ম। পরিসংখ্যান ও তথ্য বলছে, ব্যাট হাতে চরম দুঃসময় চলছে স্কাইয়ের। রান নেই একেবারেই। বিশ্বকাপের লক্ষ্যে অধিনায়ক সূর্যের রানে ফেরা খুব জরুরি।

শেষ কয়েক বছরে নিউজিল্যান্ড টিম ইন্ডিয়ার 'কাঁটা' হয়ে উঠেছে। ভারতের মাটিতে ২০২৪ সালে টেস্ট সিরিজ জিতেছেন কিউয়িরা। হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় ডুবে গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট। দিনকয়েক আগে রোকোর ভারতকে উড়িয়ে দিয়ে প্রথমবার একদিনের সিরিজও জিতেছেন কিউয়িরা। আগামীকাল থেকে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ শুরুর প্রাক্কালে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে ঘুরছে একটাই প্রশ্ন, এবার কি ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে টি২০ সিরিজেও হারতে হবে ভারতকে? প্রশ্নের জবাব এখনই পাওয়া যাবে না। তবে নাগপুরের জামথার ক্রিকেট মাঠে ইঙ্গিত মিলতেই পারে। ২০২৪ সালে টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। তারপর থেকে টানা আটটি দ্বিপাক্ষিক সিরিজে অপরাজেয় সূর্যের ভারত। সংখ্যাটা কি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নয় হবে?

নজরে সূর্যের ফর্ম

শ্রেয়স আইয়ার নয়। ঈশান কিষান খেলবেন প্রথম একাদশে। আজ বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ঘোষণা করেছেন ভারত অধিনায়ক স্কাই। যদিও ঈশানের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি তিনি। অভিষেক শর্মার সঙ্গে সঞ্জু স্যামসনের ওপেন করা সময়ের অপেক্ষা। তিন নম্বরে হয়তো ভারত অধিনায়ক সূর্য। এমনটা হলে ঈশানকে চারে ব্যাটিং করতে দেখা যেতে পারে। পাঁচ-ছয়ে অলরাউন্ডার হিসেবে হার্দিক পান্ডিয়া ও অক্ষর প্যাটেলের জায়গা নিশ্চিত। সাত নম্বরে হয়তো রিঙ্কু সিংকে দেখা যাবে। জসপ্রীত বুমরাহ ও বরুণ চক্রবর্তীর প্রথম একাদশে থাকা নিয়ে সংশয় নেই। যদিও হর্ষিত বনাম শিবম ও কুলদীপ বনাম অর্শদীপের অদৃশ্য লড়াই রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে।

টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে কিছু সংশয় থাকলেও কিউয়ি শিবিরে সেই সব নেই। একদিনের দলের অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েল চোটের কারণে প্রথম টি২০ ম্যাচে অনিশ্চিত। মিচেল স্যান্টনারের নেতৃত্বাধীন নিউজিল্যান্ডের জন্যও বুধবার থেকে শুরু হতে চলা সিরিজ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পরীক্ষার। ভারতের মাটিতে ড্যারিল মিচেলের স্বপ্নের ফর্ম কিউয়িদের টি২০ সিরিজ শুরুর আগেই বাড়তি অক্সিজেন দিচ্ছে। নাগপুরের জামথার মাঠে স্পিনাররা বরাবরই সাদা বলের ক্রিকেটে বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকেন। আগামীকাল ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচের নেপথ্যে স্পিন বনাম স্পিনের লড়াইও চলবে।

এখন দেখার, কুড়ির বিশ্বকাপের কম্বিনেশন পরীক্ষার প্রথম রাউন্ডে কারা সফল হন।

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড
প্রথম টি২০
সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : নাগপুর
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

ভারতের মাটি থেকে টি২০ সিরিজ জয়ের চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন মিচেল স্যান্টনার।

কোনও ফ্যাশন শোয়ে নয়, নাওমি ওসাকা চলেছেন টেনিস কোর্টে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে প্রবেশের আগে তাঁর পোশাক দেখে চমকে যান ভক্তরা। মঙ্গলবার মেলবোর্নে।

'বি' গ্রেডে নামানো হচ্ছে রোকোকে!

মুম্বই, ২০ জানুয়ারি : ওডিআইয়ে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন বিরাট কোহলি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দল সিরিজ জিততে ব্যর্থ হলেও চেনা মেজাজেই দাপট দেখিয়েছেন বিরাট। যদিও বার্ষিক চুক্তিতে তার কোনও প্রভাব পড়ছে না। তিন ফর্ম্যাটের মধ্যে টেস্ট ও টি২০ থেকে ইতিমধ্যেই অবসর নিয়েছেন বিরাট। আন্তর্জাতিক কেরিয়ার টিকে শুধুমাত্র কুড়িকুড়ি ক্রিকেটে। যার প্রতিফলন পড়ছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পরবর্তী বার্ষিক চুক্তিতে। বোর্ড সূত্রের খবর, সর্বোচ্চ 'এ প্লাস' ক্যাটিগোরি থেকে একেবারে 'বি' গ্রেডে অবনমন ঘটছে কিং কোহলির। রোহিত শর্মার ক্ষেত্রেও একই ভাবনা। বিরাটের মতো রোহিত শুধু ওডিআই খেলছেন ভারতের হয়ে। গত বার্ষিক চুক্তিতে জসপ্রীত বুমরাহ, রবীন্দ্র জাদেজার পাশাপাশি সর্বোচ্চ 'এ প্লাস' ক্যাটিগোরিতে জায়গা পেয়েছিলেন প্রাক্তন দুই অধিনায়ক।

আসন্ন চুক্তিতে রোকোকে সেই বাড়তি সুবিধা দেওয়া হবে না বলে বোর্ড সূত্রে খবর। জাদেজার ক্ষেত্রেও এক রাস্তায় হাঁটবে বোর্ড। বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষ আধিকারিকের দাবি, পরবর্তী বার্ষিক চুক্তিতে 'এ প্লাস' (৭ কোটি টাকা) গ্রেডই তুলে দেওয়া হচ্ছে। বদলে এ, বি ও সি— তিনটি ক্যাটিগোরিতে ভাগ করা হবে ক্রিকেটারদের। বিরাট, রোহিতকে মধ্যম গ্রেড অর্থাৎ 'বি'-তে রাখা হবে। যার অর্থ গত এক দশকের

বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি

বেশি সময়ে প্রথমবার সর্বোচ্চ ক্যাটিগোরির বাইরে হয়তো রাখা হবে বিরাটকে। গত বার্ষিক চুক্তিতে 'এ' ক্যাটিগোরিতে (৫ কোটি) জায়গা পেয়েছিলেন মহম্মদ সিরাজ, লোকেশ রাহুল, শুভমান গিল, হার্দিক পান্ডিয়া, মহম্মদ সামি, ঋষভ পন্থ। 'বি' গ্রেডে (৩ কোটি) ছিলেন সূর্যকুমার যাদব, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, যশস্বী জয়সওয়াল, শ্রেয়স আইয়ার। গ্রুপ 'সি'-তে (১ কোটি) মোট ১৯ জন।

ওয়াক ওভার পেয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে সিনার

মেলবোর্ন, ২০ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন জানিক সিনার ও নাওমি ওসাকা।

মঙ্গলবার প্রথম রাউন্ডে হুগো গ্যাস্টনের বিরুদ্ধে ওয়াকওভার পান প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই সিনার। প্রথম দুটি সেট ৬-২, ৬-১ গেমে জিতেছিলেন ইতালিয়ান তারকা। এরপরেই চোটের কারণে গ্যাস্টন নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে সিনার খেলবেন জেমস ডাকওয়ার্থের বিরুদ্ধে। প্রতিযোগিতার পঞ্চম বাছাই লরেঞ্জো মুসেত্তিও প্রথম রাউন্ডে ওয়াকওভার পেয়েছেন বেলজিয়ামের রাফায়েল কলিংননের কাছে।

প্রতিযোগিতার নবম বাছাই টেলর ফ্রিৎজ প্রতিপক্ষ ভ্যালেন্টিন রোয়ারকে ৭-৬ (৭/৫), ৫-৭, ৬-১, ৬-৩ গেমে হারিয়েছেন। আরেক তারকা স্টেফানোস সিতসিপাস ৪-৬, ৬-৩, ৬-২, ৬-২ গেমে সিন্তারো মচুঝুকির বিরুদ্ধে জিতেছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে নাওমি ওসাকা ৬-৩, ৩-৬, ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন ক্রোয়েশিয়ার অ্যান্টোনিয়া রুজিককে। এলিনা রাইবাকিনা ৬-৪, ৬-৩ ফলে পরাজিত করেন কাজা জুভানকে। পুরুষদের ডাবলসে প্রথম রাউন্ড থেকেই ভারতের নিকি কালিয়ান্দা পোনাচা ও থাইল্যান্ডের প্রুচা ইসরো জুটি ৭-৬ (৭/৩), ৭-৫ গেমে স্পেনের পেদ্রো মার্টিনেজ-জুমে মুনারের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছেন।

সিওই-তে শেষপর্বের রিহ্যাব

নিউজিল্যান্ড সিরিজেই ফিরছেন তিলক

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : হাতে ঠিক পাঁচটা ম্যাচ।

আর এই শেষ পাঁচেই বিশ্বকাপের আগাম প্যাঁচপয়জার কষে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের সামনে। বুধবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজ শুরু। বিশ্বকাপ প্রস্তুতির শেষ তুলির টান দেওয়ার সুযোগ। যার আগে এদিন কিছুটা স্বস্তির খবর গৌতম গম্ভীরদের জন্য। ক্রমশ সুস্থতার পথে তিলক ভার্মা।

তলপেটের সমস্যায় গত ৭ জানুয়ারি অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছিল তিলককে। তারপর থেকে মাঠের বাইরে। চলতি রিহ্যাবের কারণে নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচে তিলককে দলে রাখেনি অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি। পরিবর্ত হিসেবে ডাক পেয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার। তবে ২৮ জানুয়ারি চতুর্থ টি২০ ম্যাচে (বিশাখাপত্তনম) টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে তিলকের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সূত্রে এমনই দাবি। খবর, চোটের জায়গায় কোনওরকম ব্যথা-যন্ত্রণা নেই। ইতিমধ্যেই হালকা অনুশীলন করে নিয়েছেন ভারতীয় দলের মিডল অর্ডার ব্যাটার। বেঙ্গালুরুস্থিত বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স (সিওই) থেকে ফিট সার্টিফিকেট পেয়ে গেলে খেলায় বাধা থাকবে না তিলকের। ঠিক সেই লক্ষ্যে রিহ্যাবের শেষপর্ব সিওই-তেই কাটানোর সিদ্ধান্ত। লক্ষ্য, মেডিকেল টেস্টে উতরে গিয়ে ফিট হয়ে ভারতীয় দলে ফেরার ছাড়পত্র আদায় করে নেওয়া।

বোর্ডের এক আধিকারিক দাবি করেছেন, 'সবকিছু ঠিকঠাক চললে ২৮ জানুয়ারি বিশাখাপত্তনমে হতে যাওয়া চতুর্থ টি২০ ম্যাচে মাঠে ফিরতে সমস্যা হবে না তিলক ভার্মার। ইতিমধ্যেই ফিজিক্যাল ট্রেনিং শুরু করেছেন। দুই-একদিনের মধ্যে ব্যাটিং প্রস্তুতিও শুরু করে দেবেন। বাকি শুধু মেডিকেল টেস্টে উতরে যাওয়া।'

ভারতীয় টি২০ দলের ব্যাটিংয়ের অন্যতম ভরসা তিলক। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ফর্মে না থাকা মিডল অর্ডারে চাপ বাড়াচ্ছে। বিকল্প ভাবনায় নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচের জন্য শ্রেয়স দীর্ঘদিন পর টি২০ ভারতীয় দলে ডাক পেয়েছেন। তবে তিলক ফিরলে চিন্তা অনেকটাই কমবে গম্ভীরদের।

শ্রেয়স নয়, তিন নম্বরে খেলবেন ঈশানই

২৪ ঘণ্টা আগেই ঘোষণা সূর্যকুমারের

নাগপুর, ২০ জানুয়ারি : শ্রেয়স আইয়ার নাকি ঈশান কিষান?

বুধবার নাগপুরের জামথা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টি২০ সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচ। তার আগে গত কয়েকদিন ধরে তিলক ভার্মার জায়গায় তিন নম্বরে কে খেলবেন তা নিয়ে বিতর্ক চলছিল। এদিন সিরিজ শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগে যে বিতর্কে জল ঢাললেন স্বয়ং সূর্যকুমার যাদব। জানিয়ে দিলেন, চোটের জন্য প্রথম তিন ম্যাচে না থাকা তিলক ভার্মার জায়গায় খেলবেন ঈশান।

নিজের সেই দাবির সপক্ষে সূর্যর যুক্তি পরিষ্কার। ঝাড়খণ্ডের উইকেটকিপার-ব্যাটার যেহেতু বিশ্বকাপ দলে রয়েছেন, তাই ঈশানকেই তাঁরা অগ্রাধিকার দেবেন। এক প্রশ্নের জবাবে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'ঈশানই তিন নম্বরে খেলবে। বিশ্বকাপ দলে রয়েছে ও। তাই খেলার সুযোগ ওর প্রাপ্য।' যার অর্থ, ২০২৩-এর নভেম্বরের পর আগামীকাল প্রত্যাবর্তন ঘটছে ঈশানের।

প্রথম তিন ম্যাচে নেই তিলক। শূন্যতা পূরণে শ্রেয়সকে ডাকা হয়েছে। তবে শ্রেয়স বিশ্বকাপ দলে নেই। ঈশান আছেন। তাই কাপ প্রস্তুতির ভাবনায় ঈশানকে প্রাধান্য। তবে তিলকের পাশাপাশি ওয়াশিংটন সুন্দরের চোট বিশ্বকাপ শুরুর আগে ভারতীয় দলের পরিকল্পনা কিছুটা হলেও ঘেঁটে দিচ্ছে। সূর্যও মানছেন, তিলক, সুন্দরকে কিউয়ি সিরিজে মিস করবেন। বলেছেন, 'ক্রীড়াবিদদের কেরিয়ারে চোটআঘাত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। একজনের চোট, আরেকজনের সামনে সুযোগ তৈরি করে দেয়। তবে আমরা তিলক, ওয়াশিকে মিস করব।'

তিলকদের চোটে টিম কম্বিনেশন বদলাচ্ছে। রদবদলের ভাবনায় আরও একটা প্রশ্ন উঁকি মারছে। অধিনায়ক সূর্যর নিম্নমুখী গ্রাফে কি এবার ব্রেক লাগবে? ৩৬০ ডিগ্রি ব্যাটিং দাপট কি ফিরবে স্কাইয়ের ব্যাটে? লম্বা ব্যাডপ্যাচ কাটাতে অনেকেই নানান পরামর্শ দিচ্ছেন। যদিও সূর্যর সাফ কথা, নিজের ব্যাটিং স্টাইল, অ্যাপ্রোচে কোনও কাটছাঁট করবেন না।

নিন্দুকদের পালটা জবাবে সূর্যর মন্তব্য, 'কোনও পরিবর্তন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। গত তিন-চার বছরে এভাবেই সাফল্য পেয়েছি। নেটে ভালো ব্যাট করছি। প্রশ্ন শুধু রান করা নিয়ে। সেটাই লক্ষ্য। তবে নিজের ব্যাটিং ভাবনা বদলাচ্ছি না। যদি রান পাই ভালো, নাহলে কোথায় ভুলভ্রান্তি হচ্ছে, সেটা খুঁজে নিতে বসব।'

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অর্ধশতরান করেছিলেন হর্ষিত রানা। অনুশীলনের মাঝে তাঁর সেই ব্যাট দেখছেন হার্দিক পান্ডিয়া। নাগপুরে মঙ্গলবার।

কল্যাণীতে সবুজ পিচ, চার পেসারের ভাবনায় বাংলা

দলে যোগ দিলেন সামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : সকালে কলকাতায় পৌঁছানো। বেলার দিকে দক্ষিণ কলকাতায় এসআইআর হাজিরা দেওয়া। সেখান থেকে বেরিয়ে বিকেলের মধ্যে কল্যাণীতে পৌঁছে গেলেন মহম্মদ সামি।

বৃহস্পতিবার থেকে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে শুরু হচ্ছে বাংলা বনাম সার্ভিসেসের ম্যাচ। সেই ম্যাচের আগে সামিকে পাওয়ায় নিশ্চিতভাবেই শক্তিশালী হল বাংলা দল। কল্যাণীর সবুজ পিচে সামি হতেই পারেন বাংলার এক্স ফ্যাক্টার। শুধু তাই নয়, বাংলার রনজির নকআউট পর্বের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সম্ভাবনার কথাও আজ উসকে দিয়েছেন সামি। এসআইআর হাজিরার পর সামি বলেছেন, 'রনজির প্রথম পর্বে ভালো খেলেছিলাম আমরা। সেই ছন্দ ধরে রাখতে হবে। আমাদের পরের পর্বে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সেটা মাথায় রেখে মাঠে নামতে হবে।'

কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে গতকালের পর আজও ঘণ্টা তিনেক অনুশীলন করেছে বাংলা দল। দ্বিতীয় উইকেটকিপার ব্যাটার হিসেবে এখনও সুমিত নাগের পরিবর্ত নেওয়া হয়নি। সাকির হাবিব গান্ধির উপরই ভরসা রাখতে চাইছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। চন্দ্রহাস দাসকে আজ বাংলার রনজি স্কোয়াড থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁরে অনূর্ধ্ব-২৩ দলে যোগ দিতে বলা হয়েছে। তার মধ্যেই সার্ভিসেস ম্যাচের লক্ষ্যে বাংলার প্রথম একাদশ প্রায় চূড়ান্ত। বড় অঘটন না হলে চার পেসারে সার্ভিসেস ম্যাচে মাঠে নামবে টিম বাংলা। সামির সঙ্গে আকাশ দীপ, মুকেশ কুমার, সূরয সিন্ধু জয়সওয়াল থাকছেনই। একমাত্র অলরাউন্ডার হিসেবে থাকছেন শাহবাজ আহমেদ। রনজির দ্বিতীয় পর্বে বাংলার ওপেনিং জুটিও বদলাচ্ছে। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের সঙ্গে সুদীপ চট্টোপাধ্যায় চোট সারিয়ে ফিরছেন ওপেনিংয়ে।

মঙ্গলবার এসআইআর-এর শুনানিতে হাজিরা দিলেন মহম্মদ সামি। দক্ষিণ কলকাতার কাটজুনগর হাইস্কুলে তাঁর শুনানি হয়।

হাঁটুর চোটের জন্যই অবসর, বলছেন সাইনা

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : ২০২৩ সালের পর তাঁকে আর ব্যাডমিন্টন কোর্টে দেখা যায়নি। হাঁটুর চোট নিয়ে ভুগছেন দীর্ঘদিন ধরে। শেষপর্যন্ত হাঁটুর চোটেই অবসরে সাইনা নেহওয়াল। বলেছেন, 'আমার হাঁটুর কার্টিলেজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেইসঙ্গে আমার আথ্রাইটিসও রয়েছে। আমি এটা বাবা-মা এবং কোচকেও জানিয়েছে। আমার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয়।'

কোনও আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর ঘোষণা করেননি ব্যাডমিন্টনে দেশের প্রথম অলিম্পিক পদকজয়ী শাটলার। তাঁর, 'অবসর ঘোষণা করাটা কোনও বড় বিষয় নয়। খালি মনে হয়েছে, আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। হাঁটু আগের মতো চাপ দিতে পারছে না।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি নিজের শর্তে ব্যাডমিন্টনে এসেছিলাম। আবার নিজের শর্তে বিদায় নিচ্ছি। তাই আলাদা করে ঘোষণা করার প্রয়োজন মনে হয়নি।'

নিজের ব্যাডমিন্টন কেরিয়ারে সাইনা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান গেমস থেকে দেশকে পদক এনে দিয়েছেন। ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন তিনি। তবে চোটের জন্য ২০২৩ সিঙ্গাপুর ওপেনের পর আর তাঁকে কোর্টে দেখা যায়নি।

এবারের আইএসএলেই অবনমন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : শুরুতে রাজি না থাকলেও ইন্ডিয়ান সুপার লিগে অবনমন শেষপর্যন্ত মেনেই নিল সব ক্লাব।

তখনও ক্লাব জোট এবং অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের মধ্যে আইএসএল হওয়া, না হওয়ার সবটাই আলোচনার স্তরে। নানারকম দাবি, পালটা দাবিতে প্রায় রোজই ভেস্তে যায় আলোচনা। তাছাড়া বিপণন সঙ্গী নেওয়ার বিষয়েও ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের ফিরে আসার সম্ভাবনাও জিইয়ে তখনও। ফলে নানা দাবির মধ্যে ক্লাবগুলির একটা বড় দাবি ছিল অবনমন করানো যাবে না। কারণ হিসাবে ক্লাব প্রতিনিধিরা যুক্তি দেখান, গত ১১ বছরে তাঁরা যে বিশাল অর্থ বিনিয়োগ করেছেন, তাতে লাভ হয়নি কিছুই। ফলে কোনও ক্লাব যদি নেমে যায় তাহলে তার যে বিশাল ক্ষতি হবে সেটা সামাল দেওয়া আর সম্ভব হবে না। কারণ সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্লাব হারাবে যাবতীয় স্পনসরও। কিন্তু ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট যে নতুন সংবিধান তুলে দেয় ফেডারেশনের হাতে, তাতে স্পষ্ট করে অবনমনের কথা বলা হয়েছে। ফলে এআইএফএফএ'র পক্ষে কোনওভাবেই এই অবনমন বন্ধ করা যে সম্ভব নয়, সেই কথাও তখনই ক্লাব কর্তাদের বলে দেওয়া হয় ফেডারেশনের তরফে। যদিও এতকিছুর পরেও ফেডারেশনের এই বক্তব্য মানতে রাজি ছিলেন না ক্লাব কর্তারা। কিন্তু ৬ জানুয়ারির পর পরিস্থিতি বদলে যায়। সেদিন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক থেকে সব ক্লাবকে এক জায়গায় ডেকে ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য স্বয়ং জানিয়ে দেন, আইএসএল শুরু হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে। তার আগেই তাঁর মন্ত্রক থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় যে কোনও ক্লাব খেলতে না চাইলে কোনও আপত্তি নেই। তাদের বাদ দিয়েই হবে লিগ। এতেই কাজ হয় এবং ১৪ দলই রাজি হয়ে যায় আইএসএলে যোগদান করতে।

এরপর লিগ গভর্নিং কাউন্সিল থেকে বিভিন্ন কমিটি গঠন নিয়ে বহু কথা হলেও অবনমন নিয়ে আর কোনও আলোচনা করেনি ক্লাবগুলি। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই অন্তত সাত থেকে দশটি ক্লাব অবনমন মেনে নেওয়ার কথা সরকারিভাবে ফেডারেশনকে জানিয়ে দিয়েছে। বাকি ক্লাবগুলি যদি মানতে নাও চায়, তাহলে তাদেরই এখন সমস্যা। কারণ এখন সংবিধানে এই পরিবর্তন চাইলে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে হবে। সেক্ষেত্রে এতদিন কপিল সিবালকে যে আইনজীবী হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছিল ক্লাব জোটের পক্ষে। কিন্তু এইমুহূর্তে মাত্র চার-পাঁচটি ক্লাবের পক্ষে ওই রকম হাই প্রোফাইল আইনজীবীকে নিয়োগ করে সেই ব্যয়ভার বহন করার মতো ক্ষমতা নেই। ফলে তাদের পক্ষেও অবনমন মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকছে না। যার অর্থ এবার আইএসএলের পর আই লিগে নেমে যাচ্ছেই একটি ক্লাব। তার বদলে আবার নতুন কোনও ক্লাবকে দেখা যাবে। যে ক্লাব আই লিগ থেকে উঠে আসবে।

উদ্বোধনী ম্যাচে বাগান-কেরালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : ইন্ডিয়ান সুপার লিগে প্রথম ম্যাচে মাঠে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তবে উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। ডার্বি পিছিয়ে করে দেওয়া হয়েছে ৩ মে। প্রথম ম্যাচে ১৪ ফেব্রুয়ারি মোহনবাগান ঘরের মাঠে খেলবে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে। তার দুইদিন পর ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হবে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র।

ডার্বি সম্ভবত ৩ মে

লাল- হলুদ ব্রিগেডও খেলবে ঘরের মাঠে। সূত্রের খবর, এদিন রাতের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে আইএসএলের সূচি। খুব সম্ভবত বুধ বা বৃহস্পতিবারের মধ্যে প্রকাশ্যে না হবে আইএসএল সূচি। প্রথম খসড়া সূচিতে ঠিক ছিল ডার্বি দিয়ে উদ্বোধন হবে লিগের। কিন্তু শেষপর্যন্ত দুই ক্লাবের আপত্তিতে এতে বদল করতে হয়। এখনও কিছু ক্লাবের অনুরোধে কিছু অদলবদলের পরই প্রকাশিত হবে এই সূচি।

আজ সন্তোষে অভিযান শুরু বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : বুধবার সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বাংলা।

প্রথম ম্যাচে বাংলার প্রতিপক্ষ নাগাল্যান্ড। সন্তোষ ট্রফির অভিযান শুরুর আগে কোচ সঞ্জয় সেন বলেছেন, 'আমাদের প্রস্তুতি ভালো হয়েছে। প্রথম ম্যাচ সবসময়ই কঠিন হয়। তার ওপর আমরা ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। একদম অচেনা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলতে নামব।'

খেলা শুরু : দুপুর ২টা
স্থান : ঢাকুয়াখানা ফুটবল স্টেডিয়াম, অসম

সন্তোষে অভিযান শুরুর আগে বাংলা দলের চিন্তা হোটেল থেকে মাঠের দূরত্ব। এই নিয়ে কিছুটা ক্ষোভ উগরে দিয়ে কোচ সঞ্জয় সেন বলেছিলেন, 'হোটেল থেকে মাঠের দূরত্ব অনেক। এটি একটি বড় ফ্যাক্টর। তবে এইসব নিয়ে বলে কোনও লাভ নেই। এর মধ্যেই আমাদের ম্যাচ বের করতে হবে।'

সব প্রতিকূলতার মাঝে আপাতত প্রথম ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট লক্ষ্য সঞ্জয় সেনের ছেলেদের।

বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে সংশয় লিটনের

ঢাকা, ২০ জানুয়ারি : হাতে আর সপ্তাহ তিনেকেরও কম সময়।

যদিও টি২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে নিয়ে অচলাবস্থা কাটার লক্ষণ নেই। বুধবার ভারতে বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে বাংলাদেশ বোর্ডকে আইসিসি-র বেঁধে দেওয়া চরম সময়সীমার শেষদিন। কিন্তু জট সেই তিমিরেই। সেই অনিশ্চয়তার সুর লিটন দাসের গলাতেও। বাংলাদেশ টি২০ দলের অধিনায়ক লিটন বলেছেন, 'আপনারা (সাংবাদিকরা) নিশ্চিত, আমরা বিশ্বকাপ খেলতে যাব? আপনারাও জানেন না, আমিও নই। সবাই একই জায়গায়। জানি না, বিশ্বকাপ খেলব কি না। প্রতিপক্ষ কারা হবে, এখনও নিশ্চিত নয়। প্রস্তুতিতে যা বড় সমস্যা। আমরা কেউই জানি না, বিশ্বকাপ যদি খেলি, কারা প্রতিপক্ষ। আমার মতো হাল গোটা দল, গোটা বাংলাদেশেরই।'

ভারতকে আজই 'না' বাংলাদেশের

ঘুরিয়ে লিটন আরও দাবি করেন, ক্রিকেটারদের অন্ধকারে রেখে সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন রাজনৈতিক নেতারা। বিসিবি-র তরফে ক্রিকেটারদের সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করা হয়নি। অধিনায়ক হিসেবে তাঁর কোনও মতামত নেওয়া হয়নি। বিসিবি-র সিদ্ধান্তের সঙ্গে আপনি কি একমত? প্রশ্নের জবাবে লিটনের সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'নো কমেন্টস'।

এদিকে, এদিন ফের বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের হুংকার, আইসিসি-র কোনও চাপে তাঁরা মাথানত করবেন না। ভারতে না খেলার অবস্থান বদলানোর কোনও প্রশ্ন নেই। বলেছেন, 'জানি না, আমাদের পরিবর্ত হিসেবে স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপে নেওয়া হবে কি না। আইসিসি যদি ভারতের কথায় আমাদের ওপর চাপ তৈরি করে, তাহলে আমরা কোনওভাবে তা মেনে নেব না।' রাতের দিকে একটি সূত্রের খবর, আজ বিকেলে বিসিবি শীর্ষকর্তাদের এক বৈঠকে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। যার সরকারি ঘোষণা হতে চলেছে আগামীকাল। জানা গিয়েছে, আগামীকাল বিকেল-সন্ধের মধ্যে আইসিসি-কে 'না' বলে দেবে বাংলাদেশ।

ভারী চেহারা নিয়েও ডব্লিউপিএলের মঞ্চে ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছেন লিজেল লি (ডানদিকে)। মঙ্গলবারও তিনি ২৮ বলে ৪৬ রানের ইনিংস খেললেন।

দিল্লির টার্গেট ১৫৫

ভদোদরা, ২০ জানুয়ারি : ডব্লিউপিএলে টানা তিন ম্যাচে হার চাপে রেখেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে টসে হেরে ব্যাট করতে নামার পর যা আরও বেড়ে যায় দুই ওপেনার সজীবন সাজানা (৯) ও হেইলি ম্যাথিউজের (১২) ব্যর্থতায়। সেখান থেকে দলকে বের করে আনার চেষ্টায় অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরের (৩৩ বলে ৪১) সঙ্গে ৭৮ রানের জুটি গড়েছিলেন নাতালি স্কিভার-ব্রান্ট (৪৫ বলে ৬৫)। তারপরও অবশ্য নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণীর (৩৩/৩) তিন ধাক্কায় মুম্বই ১৫৪/৫ স্কোরে থেমে যায়। রানতাড়ায় নামার পর দিল্লির শুরুটা ভালো করেছিলেন লিজেল লি (২৮ বলে ৪৬) ও শেফালি ভার্মা (২৯)। দুইজনে ওপেনিং জুটিতে ৬৩ রান যোগ করেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দিল্লি ১৬ ওভারে ২ উইকেটে ১১৮ রান তুলেছে। ক্রিজে লরা উলভার্ডট (১৭) ও জেমিমা রডরিগজ (২৫)।

রয়্যাল সিটির ঘাড়ে নিঃশ্বাস হাওড়া-হুগলির

হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স-২
বর্ধমান ব্লাস্টার্স-১

নৈহাটি, ২০ জানুয়ারি : বেঙ্গল সুপার লিগে জমে গিয়েছে এক নম্বর হওয়ার লড়াই। ২৪ ঘণ্টা আগে কোপা টাইগার্স বীরভূমকে ৪ গোল দিয়ে ২৬ পয়েন্টে পৌঁছেছিল জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি। উঠে এসেছিল শীর্ষস্থানে। মঙ্গলবার বর্ধমান ব্লাস্টার্সকে ২-১ গোলে হারিয়ে হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের সংগ্রহ পৌঁছেছে ২৬ পয়েন্টে। গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকার সুবাদে এক নম্বরে রয়েছে রয়্যাল সিটি। তাদের মতোই হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটোর দলও খেলেছে ১৩ ম্যাচ। নৈহাটি স্টেডিয়ামে ২৫ মিনিটে ব্যারেটোর দলকে এগিয়ে দেন সুমন রায়। ১০ মিনিট পর ব্যবধান বাড়ান পাওলো সিজার। দ্বিতীয়ার্ধে সন্দীপ নন্দীর প্রশিক্ষণাধীন বর্ধমানের ম্যাচে ফেরত আসার মরিয়া চেষ্টা চাপে ফেলে দিয়েছিল হাওড়া-হুগলিকে। ৬২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে

চিজোবা ক্রিস্টোফার বর্ধমানের হয়ে একটি গোল ফেরান। এর ৫ মিনিট পরই লাল কার্ড দেখেন হাওড়া-হুগলির মনোতোষ তালুকদার। তবে শেষবেলায় ডিফেন্স আঁটোসাটো করে পুরো পয়েন্ট নিয়েই ফেরে ব্যারেটোর দল। দুই ম্যাচ পর তাঁরা জয়ের মুখ দেখল। অন্যদিকে, বর্ধমান ১৩ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ নম্বরে থাকল।

ম্যাচের সেরা পবনকুমার শা (বাঁয়ে) ও প্রকাশ চৌহান। ছবি : নীহাররঞ্জন ঘোষ

জয়ী এইচভিএসি, রেড চিলি

মাদারিহাট, ২০ জানুয়ারি : সোনালি অতীতের পরিচালনায় বিনয় চাপা ট্রফি ভেটেরান্স ক্রিকেটে মঙ্গলবার এইচভিএসি হারিয়েছে হলিডে হোমস্টেকে। প্রথমে হলিডে ১২ ওভারে ৪ উইকেটে ১১২ রান তোলে। নবীন নেপালের অবদান ৬৭ রান। রাজু মিত্র নেন ২ উইকেট। জবাবে এইচভিএসি ২ বল বাকি থাকতেই জয়ের রান তুলে নেয়। সুজয় সাহা ৫১ রান করেন। ম্যাচের সেরা হয়েছেন প্রকাশ চৌহান।

পরে রেড চিলি জিতেছে হিমালয় চাক্কি ফ্রেশ আটার বিরুদ্ধে। হিমালয় প্রথমে ১২ ওভারে ৪ উইকেটে ১১৮ রান তোলে। গোবিন্দ দাসের অবদান ৪১ রান। ম্যাচের সেরা পবন কুমার শাহ ২ উইকেট নেন। জবাবে রেড চিলি ২ বল বাকি থাকতেই জয়ের রান তুলে নেয়। বিকাশ আগরওয়াল ৩৯ রান করেন। প্রণব দাস পেয়েছেন ৩ উইকেট। বুধবার খেলবে এইচভিএসি-মাদারিহাট ইলেক্ট্রিক ক্যাম্প এনং মেরিকো অ্যাগ্রো-হিমালয়া চাক্কি ফ্রেশ আটা।

বড় জয় ডুয়ার্সের

আলিপুরদুয়ার, ২০ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৫ অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে মঙ্গলবার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১১৩ রানে হারিয়েছে বিজয় স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। টাউন ক্লাবের মাঠে টসে হেরে ডুয়ার্স ৩৭.২ ওভারে ১৬৮ রানে অল আউট হয়।

ম্যাচের সেরা হয়ে নীলোৎপল সরকার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

উত্তরের খেলা

নীলাঞ্জন সরকারের অবদান ৩৪ রান। নবজীৎ দেবনাথ ২৮ রানে নেয় ৩ উইকেট। জবাবে বিজয় ১৫.৩ ওভারে ৫৫ রানে গুটিয়ে যায়। নবজীৎ দেবনাথ ৮ রান করে। জাহির হোসেনের শিকার ১৮ রানে ৩ উইকেট। ম্যাচের সেরা নীলোৎপল সরকার ৮ রানে ২ উইকেট নিয়েছে।

নেতাজির ক্রীড়া

আলিপুরদুয়ার, ২০ জানুয়ারি : নেতাজি বিদ্যাপীঠ স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার। মোট ২৯টি বিভাগে ২৫০জন পড়ুয়া অংশ নিয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক রবীনা তামাং, প্রাক্তন ক্রিকেটার জয়দীপ নাথ প্রমুখ।